—এক—

জনসাধারণের জন্য সিজারের যাবতীয় উদ্যানভবন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অষ্টিয়া হইতে আহার্য্য দ্রব্যাদি আনীত হইতে লাগিল। অসংখ্য জলযান আহার্য্যপূর্ণ হইয়া রোমে পৌছিল। আধামূল্যে খাদ্য-দ্রব্যাদি বিক্রীত হইতে লাগিল, দরিদ্রগণ বিনামূল্যে উহা লাভ করিতে লাগিল। প্রচুর খাদ্য, তৈল, বাদাম নানাস্থান হইতে আসিয়া পৌছিল। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে গৃহপালিত পশুসমূহ এমন পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, টাইবারের অপর পারের যাবতীয় লোক ভূরিপরিমাণে সকল দ্রব্য পাইতে লাগিল—অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বে তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় তাহারা যাপন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কাই আর রহিল না। কিন্তু ডাকাতি, লুণ্ঠন, এবং নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপকর্ম্ম নিবারণের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না। শাসন-শৃঙ্খলার কার্য্য সম্পূর্ণ স্থগিত ছিল। দস্যু তস্করদল অবাধে কার্য্য সিদ্ধির সুযোগ পাইয়া সিজারের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাঁহাকে রাজপথে বাহির হইতে দেখিলে, তাহারা জয়ধ্বনি করিতে থাকিত। আহার্য্যের প্রাচুর্য্য হইল বটে, কিন্তু দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু লোকের প্রাণ যাইতে লাগিল। নিরীহ জনসম্প্রদায় এইরূপ অরাজক অবস্থা দেখিয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হওয়ার ষষ্ঠ দিবসেও সম্পূর্ণভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। সপ্তম দিবসের রাত্রিতেও নূতন করিয়া আগুন লাগিল।

টিগেলিনসের কোন কোন বাড়ীতে আগুন ধরিয়াছিল। তবে দহনযো
বিশেষ কিছু না থাকায় অল্পেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

সিজারের উদারতায় জনসাধারণের ক্রোধ ও ক্ষোভ [illegible] বন্ধ
নাই। দস্যু, তস্কর ও ভবঘুরেরা ব্যতীত কোন নাগরিকই সিজা
সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিল না। ফলে এই দাঁড়াইল যে, সভাসদগ
চাটুবাক্য এবং টিগেলিনসের অজস্র মিথ্যাভাষণের অন্তরাল হইতে সিজা
কাছে নাগরিকগণের অসন্তোষ অপ্রকাশ রহিল না। নীরোর আ
হইল, অভিজাত সম্প্রদায়ের ও সেনেটের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষের য
একদিন জনসাধারণ ব্যবস্থার ওলট-পালট করিয়া দিতে পারে। টিগে
এসিয়ামাইনর হইতে সেনাবাহিনী আনাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিে
ভাটিনিয়স্ এতদিন বিদ্রূপ ও উপেক্ষাভরে বিষয়টি দেখিতেছিে
কিন্তু তিনিও পরিহাস রসিকতা হারাইয়া ফেলিলেন। ভিটেলিয়
আহার-স্পৃহা দূরীভূত হইয়া গেল। বাকি সকলে নিজেদের মধ্যে
ঘন পরামর্শ সভার বৈঠক করাইতেছিলেন। কি করিয়া আসন্ন ি
এড়াইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যুক্তিপরামর্শের অন্ত
না। সকলেই বিশেষরূপে জানিতেন যে, একবার বিদ্রোহবহ্নি জ্ব
উঠিলে, সিজার সেই আগুনে পুড়িয়া মরিবেন—তাঁহার সিংহাসনচ্যু
ঘটিবে। বাকি সকলের জীবনও নিরাপদ রহিবে না। শুধু পেট্রোি
কোনগতিকে রেহাই পাইতে পারেন। টিগেলিনস্, ডমিটিয়স্, আ
ও সেনেকার সহিত পরামর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সেনেকাকে ি
ঘৃণা করিলেও, এ ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে ইতস্ততঃ করি
না। পপিয়া দেখিলেন, নীরোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিও এ
মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। এ জন্য তিনিও রুদ্ধদ্বার কক্ষে অন্তরঙ্গগ

হিক্রুরাব্বিসের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই জানিত, তিনি অনেক দিন হইতেই ইহুদী ধর্ম্মের উপাসিকা। নীরো নানাপ্রকার কৌশলের কথা বলিলেন, কিন্তু তাহার কোনটি যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

অবশেষে টাইবেরিয়স্ প্রাসাদে মন্ত্রণাসভার বৈঠক বসিল। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা হইতে এই প্রাসাদটি রক্ষা পাইয়াছিল। পেট্রোনিয়স্ পরামর্শ দিলেন যে, নীরো যদি এখন গ্রীসে গমন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। তথা হইতে মিশর ও এসিয়া মাইনরে নীরো যাইতে পারেন। পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, অনেকদিন হইতে এই অভিযান সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়া আছে। এখন উহা স্থগিত রাখিলে কোন উপকারই নাই। নীরো এ প্রস্তাবে অনেকটা সম্মত হইলেন ; কিন্তু সেনেকা বাধা দিয়া বলিলেন, "আমরা অনায়াসেই যেতে পারি, কিন্তু ফিরে আসা দুর্ঘটই হবে।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "ফিরে আসা? আমরা অনায়াসে এসিয়া মাইনরের সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারি।"

নীরো বলিলেন, "আমার তাই অভিপ্রেত।"

আবার পেট্রোনিয়সই সমস্ত ব্যাপারটারই অধিনায়কত্ব লাভ করিলেন।

টিগেলিনস্ বলিলেন, "আমার কথা শুনুন, সিজার। পেট্রোনিয়সের মতলব মত কাজ করলে, আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হবে। আপনি অষ্টিয়াতে পৌছবার আগেই গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। আর কে বল্‌তে পারে, অগষ্টানদের বংশসম্ভূত কোন না কোন বংশধর সম্রাট হবার দাবী করবে না?"

নীরো বলিলেন, "আহা, আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে কোন অগষ্টানের কোন বংশধর যেন আসরে নাম্‌তে না পারে।

বেশী সংখ্যক বেঁচে নেই; যা দু'চার জন আছে, তাদের সম্বন্ধে সহজেই ব্যবস্থা করা যেতে পার্‌বে।"

"হ্যাঁ, সহজেই কাজ হাঁসিল করা যেতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন অনেক আছে যারা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। গত কাল আমার সৈনিকরা শুনেছে, জনতার মধ্যে কোন কোন লোক বল্‌ছিল যে, থ্রাসিয়াসের মত লোককেই সম্রাট করা উচিত।"

নীরো ওষ্ঠদংশন করিয়া বলিলেন, "অতৃপ্ত, অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ! তারা এখন প্রচুর খাদ্য শস্য পেয়েছে, খাদ্য পাক করবার যথেষ্ট আগুন রয়েছে। তারা আর কি বেশী চায়?"

টিগেলিনস্ বলিলেন, "তারা প্রতিশোধ নিতে চায়।"

কেহ এ কথার পর আর উত্তর করিল না। শুধু সিজার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহু ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্তর ক্ষুধিত; প্রতিশোধও তার শিকারগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্য ব্যাকুল।"

সকল কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি উৎফুল্ল আননে বলিয়া উঠিলেন, "আমার লেখনী ও লেখ্য পাত্র আন্‌তে পাঠাও। এই কবিতাটি লিখে রাখ্‌ব। লুকান্ এমনতর শ্লোক কোনদিন লিখ্‌তে পারেন নি। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, কেমন সহসা শ্লোকের পদ আমার মনে এল?"

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আপনার মত কবি নেই!"

নীরো শ্লোকটি লিখিয়া ফেলিয়া উপস্থিত পারিষদগণের প্রতি তাকাইলেন।

"হ্যাঁ, প্রতিশোধ তার শিকারপাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা আমরা যদি প্রচার করি যে, ভাটিনিয়স্ সহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁকে ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়?"

ভাটিনিয়স্ বলিলেন, "হুজুর আমি এমন কি মাতব্বর লোক যে, এমন সম্মান পাব ?"

"ঠিক কথা। আরও দায়িত্বশীল লোকের দরকার। আচ্ছা, ভিটেলিয়স্ হলে কেমন হয় ?"

ভিটেলিয়সের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিলেন, "আমার শরীরের চর্ব্বিতেই আবার আগুন নতুন করে জ্বলে উঠ্বে।"

সিজারের উদ্দেশ্য, এমন একজন শিকারের প্রয়োজন, যাহাকে হত্যা করিয়া জনসাধারণের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। এমন লোক তিনি খুঁজিয়া পাইলেন।

তিনি বলিলেন, "টিগেলিন্স্, তুমিই সহরে আগুন লাগিয়েছিলে।"

সমবেত সকলে শিহরিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিয়াছিল, এবার সিজার বিদ্রূপ বা পরিহাস করিতেছেন না। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি কথাটা বলিয়াছেন।

টিগেলিনসের মুখমণ্ডল সহসা কুকুরের মুখের মত দেখাইল। তিনি যেন দংশনের জন্য প্রস্তুত।

ধীরে ধীরে টিগেলিন্স্ বলিলেন, "আপনার আদেশেই আমি রোমে আগুন লাগিয়েছিলাম।"

মুহূর্ত্ত মাত্র দুই প্রতিযোগী পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে নীরো বলিলেন, "টিগেলিন্স্, তুমি আমায় ভালবাস ?"

"সম্রাট, আপনি ত তা জানেন।"

"তা হ'লে আমার জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ কর।"

টিগেলিন্স্ বলিলেন, "সিজার, লোভনীয় পানপাত্র আমার মুখের কাছে

কেন ধর্‌ছেন। উহা স্পর্শ কর্‌বার অধিকার আমার নেই। জনসাধারণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। প্রিটোরিয়ানরা সেই সঙ্গে যোগ দেবে, এই কি আপনার অভিপ্রেত ?"

টিগেলিন্‌স্ প্রিটোরিয়ান সেনাদলের কর্ত্তা। তাঁহার কথায় ভীতি প্রদর্শনের ইঙ্গিত ছিল। নীরো তাহা বুঝিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় সিজারের খাস ভৃত্য এপাফ্রোডাইট তথায় আসিয়া জানাইল যে, মহামান্যা অগষ্টা টিগেলিনসের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে চাহেন। তাঁহার কাছে কয়েকজন লোক আসিয়াছে, তাহাদিগের সহিত টিগেলিনসের কথাবার্ত্তা বলার বিশেষ জরুরী প্রয়োজন আছে।

টিগেলিন্‌স্ সিজারকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। আক্রান্ত হইয়া টিগেলিন্‌স্ দাঁত দেখাইয়াছেন। সিজার কাপুরুষের মত চুপ করিয়া গেলেন।

নীরো কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর বুঝিলেন, সকলেই তাঁহার কথা শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "আমি বুকের ওপর এতদিন বিষাক্ত সাপ পুষে রেখেছিলাম।"

পেট্রোনিয়স্ এমনভাবে স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিলেন যেন, এরূপ সর্পকে ধ্বংস করা কঠিন কার্য্য নহে।

নীরো বলিলেন, "আপনি আমাকে পরামর্শ দিন। শুধু আপনার ওপরেই আমার নির্ভরতা আছে। অন্যের চেয়ে আপনার বুদ্ধি আছে। আপনি যে আমাকে ভালবাসেন তাও জানি।"

পেট্রোনিয়সের ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, তিনি বলেন, "আপনার প্রিটো-রিয়ান্ রক্ষিসেনা দলের কর্তৃত্ব আমায় দিন, তা হলে আমি টিগোলিন্‌স্‌কে

জনসাধারণের হাতে অর্পণ করব। আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জন বিক্ষোভকে শান্ত করে দেব।" কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক আলস্য ও ঔদাসীন্য অত্যন্ত অধিক। রক্ষিসেনাদলের কর্তৃত্ব গ্রহণের অর্থ, সিজারের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ এবং সহস্রবিধ সাধারণ কার্য্যের ভার স্বীকার করিয়া লওয়া। তাহাতে তাঁহার কোন লাভ নাই। বরং গ্রন্থপাঠ ও বিবিধ দুষ্প্রাপ্য বস্তুর রস গ্রহণ এবং ইউনিসের দেহ মাধুর্য্য উপভোগ উহার তুলনায় অনেক প্রার্থনীয় এবং লোভনীয়।

তাই তিনি বলিলেন, "আমার পরামর্শ, আপনি গ্রীসে চলুন।"

নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে নীরো বলিলেন, "এই মাত্র! আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল পরামর্শ আপনার কাছ থেকে পাব আশা করেছিলাম। আমি যদি চলে যাই, তা হলে পৌর সভা—যা আমার উপর ঘৃণা পোষণ করে—আর একজনকে সম্রাট ঠিক করে নেবে না এ দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? এক সময়ে জনসাধারণকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম্; কিন্তু এখন তারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।"

পেট্রোনিরস্ হাসিয়া বলিলেন, "সম্রাট, আপনি যদি রোমকে রক্ষা করতে চান, তবে কতকগুলি রোমানকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

নীরো বলিলেন, "রোম ও রোমানরা না থাকলে কি আসে যায়? গ্রীসের লোকরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু এখানে দেখছি সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সকলেই আমার বুদ্ধির ওপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। এমন কি আপনি পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতকের শিকার হয়ে পড়েছেন। হ্যাঁ, আমি তা বুঝি। উত্তরকালের লোক দুঃখ প্রকাশ করে বলবে যে, আপনারা আমার মত একজন কলাবিদকে ত্যাগ করেছেন।"

অকস্মাৎ তিনি নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এম দুর্ভাবনার মধ্যেও আমি ভুলে যাই, আমি কে।"

পেট্রোনিয়সের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন, "পেট্রোনিয়স্ জনসাধারণ গুঞ্জন রব তুলেছে, কিন্তু আমি যদি আমার বীণা নিয়ে ক্যাপি কার্টিয়স্এ জনতার কাছে গান করি—যে গান আপনাদের কাছে অগ্নি কাণ্ডের মধ্যে গেয়েছিলাম—তাহলে কি আমি সাফল্য লাভ কর্ব আমার গানে তাদের মুগ্ধ করতে পার্ব? অরফিয়স্ যেমন করে পশুদে গানে বশ করেছেন, তা কর্তে পারব?"

টুলিয়স্ সেনিসিও এন্টিয়ম্ যে সকল ক্রীতদাসী আনিয়াছিলেন, তাহাদিগে কাছে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় সিজার। তবে তারা আপনাকে গান আরম্ভ করবার সুযোগ দিলে হয়!"

বিরক্তিভরে সিজার বলিলেন, "তাহ'লে গ্রীসে যাত্রা করা যাক্।"

এই সময়ে টিগেলিনসের সহিত পপিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন টিগেলিনসের আননে তখন বিজয়ীর গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সিজারের পুরোভাগে আপনাকে স্থাপন করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বিদ্রূপরঞ্জিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সিজার, আমার কথা শুনুন। আমি একটা মতলব বা করেছি। জনসাধারণ প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়েছে। তারা শিকার চা —দু একটা নয়, হাজারে হাজারে পেলেই ভাল হয়। আপনি কি খৃষ্টের কথ শুনেছেন, যাঁকে পন্টিয়স্ পাইলেট ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরেছিল? খৃষ্টান কারা তা আপনি জানেন কি? আমি কি আপনাকে তাদের অপরাধের কথা, তাদের জঘন্য পদ্ধতির কথা আগে বলি নি? ওদের ধর্ম্মপ্রচারকরা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, পৃথিবীটা আগুনে পুড়ে ধ্বংস হবে। সে কথা কি আপনাকে আমি আগেই বলি নি? জনসাধারণ এই খৃষ্টানদের

ঘৃণা করে, তাদের সন্দেহ করে। আমাদের মন্দিরে তাদের কখনো আস্‌তে দেখে নি। তারা বলে বেড়ায়, আমাদের দেবতারা নাকি ভূত প্রেত। খেলার প্রাঙ্গণে কোনদিন তাদের কেউ আসে না। কারণ, তারা রথের দৌড় ঘৃণা করে। কোন খৃষ্টান কোনদিন আপনার জয়ধ্বনি করে নি। তাদের কার'ও মুখে এ কথা শোনা যায়নি যে, আপনি স্বর্গীয় শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা মানব জাতির শত্রু, সহরের শত্রু এবং আপনারও শত্রু। জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি তুলেছে; কিন্তু সিজার আপনি আমাকে কোন দিনই রোমে আগুন লাগাতে বলেন নি, আমিও তা করিনি। জনতা প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত গর্জ্জন করছে। তাদের সে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করুন। তারা ক্রীড়া ও রক্তের জন্য মেতে উঠেছে। সুতরাং তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। জনসাধারণ আপনাকে সন্দেহ করে। এখন তাদের সন্দেহ অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।"

টিগেলিনস্ যতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন, সম্রাটের মুখের ভাব পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—কখনও চিন্তা, কখনও ক্রোধ, কখনও হতাশা, কখনও করুণা কখনও ঘননয়নের ভঙ্গী অভিনীত হইয়া চলিয়াছিল। তারপর সহসা ঋজুভাবে উর্দ্ধে হাত তুলিয়া খানিকক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বিয়োগান্তে দৃশ্যের অভিনেতার ন্যায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হে জিয়স্, আপেলো, হেরা, এথেনী, পার্সিফোন্ এবং অন্যান্য অমর দেবতা, তোমরা কেন আমাদের সাহায্যে অবতীর্ণ হচ্ছ না? এই সব ধর্ম্মোন্মত্ত লোকের কাছে এই হতভাগ্য নগর কি অপরাধ করেছে যে, তারা নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে?"

পপিয়া বলিয়া বসিলেন, "তারা মানুষের ও আপনার শত্রু।"

এই কথার পর সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ন্যায় বিচার চাই। ন্যায় বিচার! যারা আগুন ধরিয়েছে তাদের শাস্তি দিন। দেবতারাই প্রতিশোধ চাইছেন!"

নীরো আসনে স্তব্ধভাবে বসিয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। খৃষ্টানদিগের এই আচরণে যেন তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তারপর পুনরায় হাত তুলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ অপরাধের জন্য কি রকম যন্ত্রণা, কি রকম শাস্তি দেওয়া যায়? যাক্, দেবতারাই আমাকে সে বিষয়ে প্রেরণা দেবেন। তারপর টারটারসের শক্তিবলে আমি আমার হতভাগ্য নাগরিকদের জন্য এমন দৃশ্য দেখাব, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোমানরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে!"

পেট্রোনিয়সের মনে তখনই ভিনিসিয়স্ ও লিজিয়ার আসন্ন বিপদের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মমতে তিনি উপেক্ষা করিলেও তাহারা যে নির্দ্দোষ, সে কথাও মনে হইল। তিনি ভাবিলেন, শীঘ্রই রক্তের নদী বহিয়া যাইবে। যেরূপ ভাবে নররক্ত লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইবে, তাহা তাঁহার মত কলাবিদের কাছে বীভৎস বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সকল চিন্তা ছাপাইয়া তাঁহার মনে জাগিল যে, ভিনিসিয়স্ ও কুমারীকে রক্ষা করিতে হইবে। লিজিয়া মরিলে ভিনিসিয়স্ পাগল হইয়া যাইবে। এই চিন্তার কাছে আর সবই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। পেট্রোনিয়স্ জানিতেন, তিনি যে কার্য্য করিতে চলিয়াছেন, তাহা অতিশয় বিপজ্জনক।

তিনি সিজার বা অন্য অগষ্টানদিগের কোন প্রকার জঘন্য যুক্তির বিরুদ্ধে যেরূপ উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যভরে সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি বলিলেন, "তা হলে শিকার আপনাদের জুটেছে! বেশ ভাল

কথা। এখন, সম্রাট আপনি ওদের ক্রীড়া প্রাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং মৃত্যুর পরিচ্ছদে ভূষিত করে দিতে পারেন। তবু আমার কথা শুনুন। আপনার প'চাতে শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, আপনার পেছনে প্রিটোরিয়ান্ রক্ষিসেনাদল বিগুমান, আপনার পশ্চাতে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি রয়েছে। সুতরাং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করুন। কারণ, আর কেউ এসব কথা শুন্‌ছে না। জনসাধারণকে ঘৃণা করতে চান, বিদ্রূপ কর্‌তে চান, তা কর্‌তে পারেন, কিন্তু বিবেকের কাছে মিথ্যা কথা বল্‌বেন না। নাগরিকদের হাতে খৃষ্টানদের সঁপে দিন, তাদের শাস্তি দিন, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহস করে বলুন, তারা নগরে আগুন দেয় নি। কি লজ্জা! আপনারা আমাকে ফ্যাসানের রাজা বলে থাকেন। বেশ কথা। সে হিসেবে আমি এই শোচনীয় প্রহসন দেখ্‌তে পার্‌ব না। যথার্থ রাজার মত, দেবতার মত কাজ করুন। কারণ, আপনি সেই পদের যোগ্য লোক। সিজার, আপনি আমাদের কাছে উত্তর পুরুষদের কথা বলেছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন আমাদের পরবর্ত্তী বংশধররা আপনার ওপর কি অভিমত প্রকাশ কর্‌বে! তারা বল্‌তে পারে, 'নীরো, দেবতা নীরো রোম আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিলেন। কারণ, স্বর্গে যেমন জিয়স শক্তিশালী, পৃথিবীতে নীরো তাই ছিলেন।' তারা এ কথাও বল্‌তে পারে, 'কবি নীরো, কাব্যের এমন ভক্ত ছিলেন যে, কাব্যের খাতিরে তিনি নিজের দেশকে ধ্বংস করেছিলেন। জগতে এমন কাজ কেউ কখনো করেনি। করা দূরে থাক্, কল্পনা করতেও সাহসী হয় নি!' আমি সঙ্গীত দেবতার দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুরোধ কর্‌ছি এ গৌরবের দাবী আপনি ত্যাগ কর্‌বেন না—এ গৌরব যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আপনাকে লোক সমাজে বাঁচিয়ে রাখবে। আপনার তুলনায় প্রায়াম্, আগামেম্‌নন্ বা এচিলিস্ কত

ক্ষুব্ধ! দেবতারাও আপনার নামে বাতি জ্বেলে রাখ্‌বেন। রোম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া ভাল কি মন্দ তা নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ব্যাপারটা এই যে, এমন জিনিষ কখনো হয় নি। তা ছাড়া আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে হাত তুল্‌বে না। আপনি সাহস অবলম্বন করুন। আপনার যোগ্য যে কাজ নয়, তা করবেন না। আপনার এইটুকু ভয় থাকা উচিত যে, ভবিষ্য বংশধররা এ কথা না বলে যে, কবি হলেও নীরো নিজের কাজ অস্বীকার করে নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণের ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়েছিলেন।"

বেপরোয়াভাবে পেট্রোনিয়স্ কথাগুলি বলিয়া গেলেন। ফলাফলের কথা ভাবিয়া তিনি বলেন নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন, "পাশার দানও পড়ে গেল। এখন দেখা যাক এই বানরের মনে কোন্ জিনিষ বলবান হয়ে ওঠে—মৃত্যুভয়, না যশের আকাঙ্ক্ষা।" অবশ্য তিনি জানিতেন, জীবনাশঙ্কাই নীরোর মনে প্রাধান্য লাভ করিবে।

নীরবতা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। নীরো তখনও সংকল্প স্থির করিতে পারেন নাই।

টিগেলিনস্ বলিয়া উঠিলেন, "সম্রাট, আমাকে এখান থেকে চলে যেতে অনুমতি দিন। আপনাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করবার পরামর্শ যেখানে দেওয়া হয়, সেখানে আমি থাকিনে। আপনাকে কাপুরুষ কবি, নগরে আগুন দেবার কর্ত্তা এবং ভাঁড় বলে যেখানে অভিহিত করা হয়, আমি সেখানে থেকে এসব কথা শুনতে রাজি নই।"

পেট্রোনিয়স্ মনে মনে বলিলেন, "আমার হার হয়ে গেল!"

তথাপি টিগেলিনসের দিকে ফিরিয়া কঠোরদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া বিদ্রূপদগ্ধ কণ্ঠে এই বদমায়েসকে তিনি বলিলেন, "টিগেলিনস্,

তোমাকেই আমি ভাঁড় বলে অভিহিত করেছি। কারণ, তুমি তাই এখনো তুমি ভাঁড়ামি করছ।"

"অর্থাৎ আমি তোমার অপমানজনক কথা শুনতে রাজি নই বলে?"

"না, তুমি সিজারের জন্য অসীম প্রেম নিবেদনের ভাণ কর বলে। অথচ কিছু আগেই তুমি প্রিটোরিয়ান সেনাদলের ভয় সিজারকে দেখিয়েছ। তোমার সে ইঙ্গিত আমরা সবাই বুঝেছিলাম। সিজার নিজেও বুঝেছিলেন।"

টিগেলিনস্ কখনও ভাবেন নাই যে, পেট্রোনিয়স্ এমন সরাসরি তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। তিনি বিবর্ণমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ফ্যাসানের নিয়ন্তা এবারও শেষবারের মত জয়লাভ করিতেন, কিন্তু সেই সময় পপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সম্রাট, আপনার সামনে আপনাকে এমন ভাবে মানুষ অপমান করতে পারে, আর আপনি তা সহ্য করে যাবেন?"

ভিটেলিয়স্ কথার পৃষ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক; অপমানকারীকে শাস্তি দিন।"

নীরো একবার মুখ বিকৃত করিলেন। তারপর পেট্রোনিয়সের দিকে উজ্জ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "চিরদিন আমি আপনাকে বন্ধু বলে মনে করেছি, তারই কি এইভাবে প্রতিদান?"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আমি যদি অন্যায় করে থাকি, তা দয়া করে প্রমাণ করুন। তবে একথা জেনে রাখুন, আপনার প্রতি ভালবাসা আছে বলেই আমি যা বলবার তা বলেছি।"

ভিটেলিয়স্ আবার বলিয়া উঠিলেন, "অপমানকারীকে শাস্তি দিন।" সঙ্গে সঙ্গে অনেকের কণ্ঠেই অনুরূপ ধ্বনি উত্থিত হইল!

সকলেই তথন পেট্রোনিয়সের পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলেন। এমন কি তাঁহার দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু টুলিয়স্ সেনেসিও এবং তরুণ নার্ভা পর্য্যন্ত পাশ কাটাইলেন। সুতরাং ফ্যাসনের বিচারক দরবারকক্ষের বামপার্শ্বে একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। মৃদুহাস্যরেখায় তাঁহার ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইল। তিনি উপেক্ষাভরে পরিধেয় টোগা সুবিন্যস্ত করিতে করিতে সিজার কি বলেন বা করেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সিজার শুধু বলিলেন, "সকলে আমাকে শাস্তি দিতে অনুরোধ কর্‌ছেন, কিন্তু উনি আমার সহচর ও বন্ধু। উনি আমার মনে আঘাত দিয়েছেন, কিন্তু উনি জেনে রাখুন, আমার অন্তর বন্ধুকে ক্ষমা কর্‌তেই জানে।"

পেট্রোনিয়স্ ভাবিলেন, "আমার হার—আমি গিয়েছি!"

সিজার আসন ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রণাসভার কার্য্য শেষ হইল।

—দুই—

পেট্রোনিয়স্ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নীরো ও টিগেলিনস্ পপিয়ার প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। সেখানে কয়েকজন লোক তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিল, টিগেলিনসের সহিত তাহাদিগের পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়া গিয়াছিল। এই লোকগুলির মধ্যে দুইজন টাইবারের অপর পারের রাব্বিস্, একজন যুবক লেথক। সে উহাদিগের সেক্রেটারীর কাজ করিত। চতুর্থ ব্যক্তি চিলো। সিজারকে দেথিয়া রাব্বিসরা

উত্তেজনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহারা ভয়ে মুখ আচ্ছাদিত করিল। উহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে বলিয়া উঠিল :—

"হে সম্রাটের সম্রাট, রাজার রাজা, আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছি। আপনি জগতের প্রভু, দেবতাদের নির্ব্বাচিত প্রিয় জনগণের আপনি রক্ষক! হে নরসিংহ আপনাকে বন্দনা করি! আপনার রাজত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। আপনাকে বন্দনা করি!"

সিজার বলিলেন, "কিন্তু তোমরা ত আমার দেবত্ব সম্বন্ধে কিছু বল্‌লে না?"

রাব্বিস্‌দিগের মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। উহাদিগের মধ্যে যে প্রধান সেই বলিল, "আপনার বাক্য আঙ্গুরের রসের চেয়েও মধুর। কারণ, জিহোভা আপনার অন্তর মাধুর্য্যরসে পূর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু আপনার পিতারও পূর্ব্বজ সম্রাট কেয়স্‌ নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন বলে আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁকে দেবতার নাম দিতে পারেন নি। আইনের বিদ্রোহাচরণ করার তুলনায় বরং তাঁরা প্রাণত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন।"

"কালিগুলা তাদের সিংহের মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন?"

"না, হুজুর। কারণ, কেয়স্‌ সিজার জেহোবার ক্রোধের ভয় কর্‌তেন।"

সঙ্গে সঙ্গে রাব্বিস্‌ বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেন জেহোবার নিকট হইতে সাহস সঞ্চারের প্রার্থনা করিল। দেবতার শক্তির উপর অমোঘ বিশ্বাসের বলে তাহারা নীরোর দিকে অপেক্ষাকৃত নির্ভীক ভাবে চাহিয়া রহিল।

সিজার বলিলেন, "আমি শুন্‌লাম, রোমে আগুন লাগানোর জন্য তোমরা খৃষ্টানদের নামে অভিযোগ কর্‌ছ?"

"না, সম্রাট। আমরা এই অভিযোগ কর্‌ছি যে, তারা মানব জাতির, রোমের এবং আপনারও শত্রু। তা ছাড়া একথাও জানাচ্ছি যে, তারা

অনেক দিন ধরে নগরে এবং পৃথিবীতে আগুন ধরাবার ভয় দেখিয়ে আস্‌ছে। বাকি অভিযোগ এই লোকের কাছ থেকে শুন্‌তে পাবেন। এ লোক মিথ্যা কথা বলে তার জিহ্বাকে অপবিত্র কর্‌বে না। সে[illegible]র মনোনীত লোকের রক্ত এর শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে।"

নীরো চিলোর দিকে ফিরিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং একজন দার্শনিক।"

"আমি দার্শনিকদের ঘৃণা করি। থ্রাসিয়াস্‌দেরও ঘৃণা করি। যে ভাবে ললিত কলার নিন্দা করে, তাতে তাদের ওপর আমার ঘৃণা হয়।"

চিলো তাড়াতাড়ি বলিল, "প্রয়োজনের অনুরোধে আমাকে ষ্টোয়িকপন্থী হতে হয়েছে। আমাকে ফুলের মালায় সাজিয়ে দিন, তখনি সব ভুলে যাব। আমার সাম্‌নে এক পিপে মদ রাখুন, তারপর ব্যাপার দেখ্‌তে পাবেন!"

তাহার কথার ভঙ্গীতে খুসী হইয়া সিজার বলিলেন, "না, তোমার কথা শুনে আমি খুসীই হয়েছি।"

টিগেলিনস্ বলিলেন, "লোকটার দাম আছে। খাঁটি সোনা।"

চিলো বলিল, "হুজুর, সদাশয়তাগুণে আমায় সোনায় ভারী করে দিন, তা না হলে বাতাসে উড়ে যাব।"

নীরো বলিলেন, "তুমি ভিটেলিয়সের মত ভারী ওজনের নও।"

"না স্বর্গের দেবতা, আমার আত্মা সীসার দ্বারা তৈরী নয়।"

"বাঃ, তোমার আইনে দেখ্‌ছি আমাকে দেবতা বল্‌তে বাধে না?"

"হে অমর, আপনার ইচ্ছাই আমার আইন। খৃষ্টানরা আইনের নিন্দা করে। তাই ত আমি তাদের ঘৃণা করি।"

"তুমি খৃষ্টানদের সম্বন্ধে কতটুকু জান?"

"হুজুর, আমাকে চোখের জল ফেল্‌তে অনুমতি দেবেন কি?"

"না, চোখের জল আমাকে শ্রান্ত করে তোলে।"

"আপনি বড় খাঁটি কথা বলেছেন। যে চোখ একবার আপনাকে দেখেছে তা থেকে অশ্রু বেরোতেই পারে না। হুজুর, শত্রুদের কাছ থেকে আমি রক্ষা পাবার জন্য আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌ছি।"

পপিয়া অধীর ভাবে বলিলেন, "তুমি খৃষ্টানদের কথা কি জান, তাই বল।"

চিলো বলিল, "হে দেবী আইসিস্‌, আপনার আদেশ পালন কর্‌ছি। ছেলেবেলা থেকে আমি দর্শন-শাস্ত্রের অনুরাগী। সত্যের সন্ধানই আমার ব্রত। প্রাচীন ঋষিদের রচনায় এবং এথেন্সের শিক্ষাগারে আমি সেই সত্যের সন্ধান করেছি। তারপর খৃষ্টানদের কথা শুনে, ভাব্‌লাম এই নতুন তত্ত্বদর্শীদের কাছ থেকে হয় ত কিছু নতুন তত্ত্ব জান্‌তে পার্‌ব। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের সংস্রবে এসে পড়লাম্‌। প্রথমেই গ্লৌকস নামে এক ডাক্তার খৃষ্টানের সঙ্গে আলাপ হয়। তার কাছ থেকেই জান্‌তে পারি, খৃষ্টানরা খৃষ্ট বলে একজনকে ভক্তি করে। সেই খৃষ্ট সমগ্র মানব সমাজকে নিঃশেষ কর্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যত নগর আছে সব সে ধ্বংস করে ফেল্‌বে, শুধু খৃষ্টানদেরই বাঁচিয়ে রাখ্‌বে; কিন্তু তারা ধ্বংসের কাজে তাকে সাহায্য না কর্‌লে তা হ'বে না। তাই খৃষ্টানরা ডিউকালিয়নের সন্তানগণকে ঘৃণা করে, জলের উৎসে বিষ মেশায়, তাদের সভা যখন বসে, তখন রোম ও দেবমন্দিরদের সম্বন্ধে ঘোর নিন্দা কর্‌তে থাকে। খৃষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু সে ভক্তদের কাছে বলে গেছে, যে দিন রোম ধ্বংস হবে, সে পৃথিবীতে আবার ফিরে আস্‌বে এবং খৃষ্টানদের পৃথিবীর রাজা করে দেবে।"

টিগেলিনস্ এই সময় বলিলেন, "তা হলে এখন নাগরিকরা বুঝ্‌তে পার্‌বে, রোম কেন আগুনে ধ্বংস হয়েছে।"

চিলো বলিয়া চলিল, "অনেকেই তা ইতিমধ্যে বুঝ্‌তে পেরেছে। এখন আমার কাহিনী হুজুর যদি শোনেন, তা হলে খৃষ্টানদের ওপর আমার রাগের হেতু বুঝ্‌তে পার্‌বেন। গোড়ায় গ্লৌকস্ আমাকে জান্‌তে দে নি যে, খৃষ্টানধর্ম্ম নরবিদ্বেষ শিক্ষা দেয়। বরং সে আমায় বলেছিল যে, খৃষ্ট বড় ভাল দেবতা। তাই আমি খৃষ্টধর্ম্মকে ভালবেসেছিলাম। আমি গ্লৌকস্‌কে এত ভালবাস্‌তাম যে, তাকে আমি আমার খাবার থেকে ভাগ দিতাম। তাকে সব রকমে বিশ্বাস কর্‌তাম্। আমার যা টাকাকড়ি ছিল, তাতেও তাকে বঞ্চিত করি নি। হুজুর, তার চমৎকার প্রতিদান সে আমাকে দিয়েছিল। নিওপোলিস্ থেকে যখন আমরা রোমে আস্‌ছিলাম্, সে আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়। আমার সুন্দরী তরুণী পত্নী বেরিনিস্‌কে সে একজন বণিকের কাছে বিক্রী করে দেয়।"

পপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! বেচারা!"

"রোমে এসে আমি খৃষ্টানদের পাদ্রী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌লাম, যদি তাঁরা গ্লৌকস্‌কে বলে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেন। পল তাদের মধ্যে বড় পাদ্রী। এখানে একবার তাঁকে কারাগারে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি মুক্তি পান। লিনস্, ক্লিটস্, এদের সঙ্গেও আলাপ করি। আগুন লাগ্‌বার আগে এরা সব কোথায় থাকৃত তাও আমি জানি। কোথায় তাদের সভা হয় তাও আমার জানা আছে। সেখানে পিটারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি দেখেছি গ্লৌকস্ সেখানে ছেলেদের গলা কাট্‌ছে। তাদের রক্ত নিয়ে পিটার দীক্ষার্থীদের অভিষেক ক'রে থাকে। সেখানেই আমি শুনেছি, লিজিয়া বলে একটি মেয়ে—পম্পোনীয়ার পালিত

কন্যা—গর্ব্ব করে বেড়িয়েছে যে, একটা শিশুর রক্ত আন্‌তে চেষ্টা করেও সে তা পারে নি বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র অগষ্টার ওপর—আপনার মেয়ের ওপর সে যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছে!"

পপিয়া বলিলেন, "সিজার, শুন্‌ছেন ত?"

নীরো বলিলেন, "এও কি সম্ভব?"

চিলো বলিল, "আমার ওপর যে অনাচার হয়েছে, তা আমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তাম্; কিন্তু ঐ কথা শুন্‌বার পর আমি ঐ মেয়েটির বুকে ছোরা বসাতে গিয়েছিলাম্। তা আমি করে ফেল্‌তাম্, কিন্তু ওমরাহ ভিনিসিয়স্ আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি লিজীয়-কুমারীকে ভালবাসেন।"

"ভিনিসিয়স্? কিন্তু মেয়েটি ত, তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তবু তাঁকে—"

"হ্যাঁ, তিনি পালিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভিনিসিয়স্ তাঁকে খুঁজে বের কর্‌তে চেষ্টা করেন! কারণ, মেয়েটির সঙ্গ না হলে তাঁর চল্‌বে না। আমি কিছু পুরস্কারের লোভে সন্ধান কার্য্যে তাঁর সহায়তা করেছিলাম। মেয়েটি যে বাড়ীতে লুকিয়েছিল আমি খুঁজে বের করে ভিনিসিয়স্‌কে দেখাই। টাইবারের অপর পারে—খৃষ্টান পাড়ায় মেয়েটি ছিল। ক্রোটোকে নিয়ে সেই রাত্রিতে আমরা যাই। ভিনিসিয়স্ ক্রোটোকে টাকা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু লিজিয়ার চাকর উরসস্ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দেয়। লোকটা সাংঘাতিক জোয়ান্। একটা কুকুরের বাচ্চার ঘাড় মট্‌কান যত সহজ, এই লিজীয়-পালোয়ান তত সহজে ক্রোটোর ঘাড় মট্‌কে দিয়েছিল। ষাঁড়ের ঘাড় মট্‌কাতেও তার বেশী সময় লাগে না। এমন জোয়ান সে। অউলস্ ও পম্পোনীয়া উরসসের প্রচণ্ড শক্তির জন্য তাকে ভালবাস্‌তেন।"

নীরো বলিয়া উঠিলেন, "হার্কুলিসের দোহাই! যে লোকটা ক্রোটোকে গলা টিপে মার্তে পারে, তার একটা মূর্তি গড়িয়ে ফোরমে রাখা উচিত। বুড়ো, তুমি অসম্ভব গল্প বানিয়ে বল্‌ছ। এ রকম ব্যাপার ঘট্‌তেই পারে না। ভিনিসিয়স্ ক্রোটোকে ছুরী মেরেছিলেন।"

"দেবতার কাছে কি মানুষ এম্‌নি করে মিথ্যে কথা বলে? আমি নিজের চোখে দেখেছি, উরসস্ ক্রোটোর পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়েছে, তারপর ভিনিসিয়স্‌কে মাটীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। সে ওঁকে মেরে ফেল্‌ত, কিন্তু লিজিয়া-কুমারী বাধা দেওয়ায় তা হয় নি। ভিনিসিয়স্ অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। খৃষ্টানরা তাঁকে খুব সেবা করেছিল। তারা মনে করেছিল, তিনি যখন ঐ মেয়েটিকে ভালবাসেন, তখন শেষকালে তিনিও খৃষ্টান হয়ে তাদের দলের একজন হবেন। সত্য সত্য তাই হয়েছে।"

"ভিনিসিয়স্!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে টিগেলিনস্ বলিলেন, "পেট্রোনিয়স্‌ও খৃষ্টান হয়েছেন?"

হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া চিলো বলিল, "হুজুর, আপনার বুদ্ধি ভারী তীক্ষ্ণ। খুব সম্ভব তিনিও হয়েছেন। হ্যাঁ, তাই সম্ভব।"

"ওঃ, তাই তিনি খৃষ্টানদের পক্ষে অত ওকালতী কর্‌ছিলেন। ঠিক তাই!"

নীরো উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "পেট্রোনিয়স্ খৃষ্টান! পেট্রোনিয়স্ জীবনের ও আমোদ-প্রমোদের শত্রু! এমন নির্ব্বোধের মত কথা বলো না। আমাকেও ঐ রকম গল্প বিশ্বাস করাতে চেয়ো না। তা হলে তোমাদের সব কথাই আমার মিথ্যা বলে মনে হবে।"

চিলো বলিল, "অন্ততঃ ভিনিসিয়স্ খৃষ্টান হয়েছেন। একথা আমি

শপথ করে বল্‌তে পারি। আমি মিথ্যা কথাকে বড় ঘৃণা করি, হুজুর! পম্পোনীনা, ক্ষুদে অউলস্, লিজিয়া, ভিনিসিয়স্ সবাই খৃষ্টান। আমি ভিনিসিয়সের কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তিনি আমাকে তার জন্য নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মেরেছিলেন। গ্লৌকস্ ডাক্তারকে খুসী কর্‌বার জন্যই তিনি আমাকে বেত মারেন। আমি বুড়ো মানুষ, সে সময় ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়েছিলাম। তা জেনেও তিনি আমায় রেহাই দেন নি। আমি নরকের দেবতার শপথ করে তখন মনে মনে বলেছিলাম, এর শোধ আমি নেবই। সম্রাট, আপনি যদি আমার প্রতিশোধ গ্রহণের সহায়তা করেন, আমি পিটার, লিনস্, ক্লিটস্, গ্লৌকস্, ক্রিস্পস্, লিজিয়া, উরসস্ সবাইকে ধরিয়ে দেব। এরা সবাই খৃষ্টান। তা ছাড়া, শত শত, হাজার হাজার, খৃষ্টান কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেব। হুজুরের যত কারাগার আছে, তাতে ধর্‌বে না, এত খৃষ্টান আছে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। আর বুড়ো হয়ে গেছি, কখনো সুখভোগ করি নি। শেষ জীবনে একটু আরাম চাই—সুখভোগ করা চাই। দয়া করে সেই ব্যবস্থা করে দিন।"

"অর্থাৎ, খাবারভরা পাত্রের সাম্‌নে তুমি নিস্পৃহতা প্রকাশ কর্‌তে চাও?"

"যে আপনার সেবা কর্‌বার সৌভাগ্য পায়, তার পাত্র পূর্ণই থাকে, সম্রাট!"

"দার্শনিক পণ্ডিত, খুব খাঁটি কথাই বলেছ।"

পপিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিতে রাজি ছিলেন না। এ কথা সত্য যে, ভিনিসিয়সের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ সাময়িক। ঈর্ষা, ক্রোধ এবং নিজের সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ অমোঘ এই বিশ্বাস আহত হওয়ায় তিনি খুবই বিচলিত হইয়াছিলেন। যুবক নীরবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান

করায় ক্রোধও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য নারীর প্রতি প্রেমবশতঃ ভিনিসিয়স্ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি প্রতিশোধের বশবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। লিজিয়াকে দেখিবামাত্র পপিয়ার মনে ভীষণ ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। পেট্রোনিয়স্ সিজারের নিকট লিজিয়াকে ক্ষীণ-জঘনা বলিয়া বর্ণনা করায় সিজার ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পপিয়াকে ভুলাইতে পারেন নাই। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়া ছিলেন, লিজিয়া রূপসীগণের অগ্রগণ্যা। রোমের মধ্যে এই সুন্দরীই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। এই তরুণী তাঁহার হাতের পাশা কাড়িয়া লইতে পারে।

তিনি বলিলেন, "সম্রাট্, আমাদের সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।"

চিলো বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ এবং তা শীঘ্র করা দরকার। সময় পেলে ভিনিসিয়স্ পলায়ন করতে পারেন। অগ্নিকাণ্ডের পর খৃষ্টানরা কোথায় আছে, তা আমি দেখিয়ে দেব।"

টিগেলিনস্ বলিলেন; "বেশ, আমি তোমাকে দশজন লোক দিচ্ছি। এখুনি চলে যাও।"

"হুঁজুর, আপনি ত দেখেন নি উরসসের হাতে ক্রোটো কিভাবে মরে গিয়েছিল। আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। দশজন কি বলছেন, পঞ্চাশ জন দিলেও আমি সাহস ক'রে তাদের বাসা দেখিয়ে দিতে পারব না। তবে অনেক দূর থেকে পারি। তা ছাড়া ভিনিসিয়স্‌কে কারারুদ্ধ না করলেও আমার বাঁচবার কোন পথ নেই।"

টিগেলিনস্ নীরোর দিকে চাহিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন, "একসঙ্গে মামা ও ভাগ্নের দফা শেষ করে দিলে ভাল হবে না কি?"

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর নীরো বলিলেন, "না, এখন নয়। আমরা জনসাধারণকে এ কথা বোঝাতে পারব না যে, পেট্রোনিয়স্, কি ভিনিসিয়স্ বা পম্পোনীয়া গ্রেসিনা রোমে আগুন ধরিয়েছিল। তাদের বাসভবন যে রকম সুন্দর, বৃহৎ ও মূল্যবান, তাতে তারা রোমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ করবে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ওদের পালা নিশ্চয় আসবে, কিন্তু এখন অন্য শিকার খুঁজে বার করতে হবে।"

চিলো বলিল, "হুজুর, আমায় জনকতক সৈনিক দিন। তারা আমায় নিরাপদে নিয়ে যাবে।"

নীরো বলিলেন, "টিগেলিনস্ সে ব্যবস্থা করবেন।"

টিগেলিনস্ বলিলেন, "আপাততঃ তুমি আমার বাটীতেই থাকতে পার।"

চিলোর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চিলো বলিল, "তা হ'লে সমস্ত দলটাকে আমি ধরিয়ে দেব। তবে খুব তাড়াতাড়ি করুন।"

—তিন—

সিজারের সান্নিধ্য ত্যাগের পর পেট্রোনিয়স্ বাহকগণকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁহার বিশাল ভবনের তিন দিকে প্রকাণ্ড উদ্যান এবং সম্মুখভাগে ক্রীড়াপ্রাঙ্গন ছিল বলিয়া অগ্নি সে দিকে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এ জন্য অন্য অগষ্টানরা তাঁহাকে মহাভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পেট্রোনিয়স্ যানে আরোহণ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে চলিলেন।

"আমার প্রাসাদ ও তার মধ্যে যত ধনরত্ন মূল্যবান জিনিষপত্র সব যদি আগুনে পুড়ে যেত, নীরো তা হলে এতটা ক্রোধ প্রকাশ কর্‌তেন না। আমাকে রক্ষিসেনাদলের ভার নিতে হলে কি মজাই হ'ত। তা যদি হতাম ত আমি প্রকাশ্য ভাবেই টিগেলিনস্‌কে রোমে আগুন দেবার কর্ত্তা বলে ঘোষণা করে দিতাম। লোকটা ত সত্য সত্যই আগুন দিয়েছে। আমি ওকে অপরাধী বলে জনসাধারণের হাতে নিয়ে সঁপে দিতাম্। তা হ'লে খৃষ্টানরা বেঁচে যেত। আর নগরটাকে আবার গড়ে তুলতাম্। তা হ'লে হয় ত ভদ্র লোকদের অদৃষ্টে নূতন ভাগ্যোদয় হত। ভিনিসিয়সের জন্য বাধ্য হয়ে কাজটা আমায় নিতে হত। যদি কাজের ভারটা অসহ্য হত, তখন ভিনিসিয়সের হাতেই সব ভার দিয়ে দিতাম। নীরো তাতে বাধা দিতেন না। ভিনিসিয়স্ যদি সেনাদলকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে, সিজারকে পর্য্যন্ত খৃষ্টভক্ত ক'রে ফেল্‌ত, তাতেই বা কি ক্ষতি হ'ত? নীরো তা হ'লে ধার্ম্মিক হ'তেন, সত্যনিষ্ঠ হ'তেন, তাঁর মনে দয়ামায়া দেখা দিত—তা হ'লে কি মজাই না হ'ত!"

ঔদাসীন্য সহকারে পেট্রোনিয়স্ হাসিলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁহার চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এন্টিয়মে পলের বক্তৃতা শুনিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "আপনারা আমাদের মানব-জীবনের শত্রু বলে মনে করেন। কিন্তু, পেট্রোনিয়স্, আপনি আমার কথার উত্তর দিন। সিজার যদি খৃষ্টান হ'তেন এবং আমাদের ধর্ম্মমত অনুসারে কাজ কর্‌তেন, তা হ'লে মানুষের জীবন কি অধিকতর নিরাপদ এবং উদ্বেগহীন হ'ত না?"

পেট্রোনিয়স্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "যতই বেশী মানুষের গলা কাটা যাবে, ততই পল বেশী লোককে খৃষ্টান করে ফেল্‌বেন। আমার সম্বন্ধে হয় ত হুকুম আস্‌বে, আমার ধমনীতে অস্ত্রাঘাত করে রক্ত বার করতে হবে। তা

সে রকম করে মরা বরং অন্য রকমে মরার চেয়ে প্রার্থনীয়। সত্য, ইউনিসের জন্য আমার দুঃখ হবে। আমার মিরেনিয়ান্ আধারগুলির জন্যও কষ্ট হবে; কিন্তু ইউনিস্‌কে ত ক্রীতদাসীত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছি, আর আধারগুলিও আমার সঙ্গে কবরে যাবে। তবে ভিনিসিয়সের জন্যই আমার বড় কষ্ট হবে। আর সব বিষয়ে আমার দুঃখ নেই। এখন আমার অদৃষ্টে যা ঘটুক তার জন্য আমি প্রস্তুত। বিশ্ব অতি সুন্দর, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ এত বিশ্রী যে, বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। যে জানে কি করে বেঁচে থাক্‌তে হয়, সে মরতেও জানে। অগষ্টান হ'লেও আমি অপরের চেয়ে স্বাধীন।”

একবার স্কন্ধদেশকে নাড়া দিয়া তিনি আপন মনে বলিয়া চলিলেন, “ওরা হয় ত এখন ভাব্‌ছে যে, আমার জানু কম্পিত হ'চ্ছে—মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। এখন আমার প্রথম কাজ ভায়োলেট ফুলে সুবাসিত জলে স্নান করে নেওয়া, তারপর আমার মনোরমা সুন্দরীকে দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ গন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত করে নেব। তারপর এন্‌থিমইস আপেলোর উদ্দেশ্যে যে গান রচনা করেছেন, তা শুন্‌ব। আমি কি আগে বলি নি, ‘মৃত্যু যখন সকল সময়েই আমাদের কথা ভাব্‌ছে, তখন তার কথা ভাববার কি দরকার আছে? সত্য সত্য স্বর্গরাজ্য আছে এটা আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লে খুব মজাই হবে! ইউনিস্ সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। সেখানে পুষ্পাস্তৃত পথে দু'জনে ঘুরে বেড়াব। সেখানে খুব সম্ভব এখানকার মত মিশ্র সমাজ নেই। এখানে আছে শুধু পাষণ্ড, বজ্জাত, নোংরা মানুষ। না আছে তাদের ভদ্রতা-জ্ঞান, না আছে তাদের রসবোধ। দশজন রুচিবেত্তারও সাধ্য নেই এদের যথার্থ মানুষে পরিণত করতে পারে। এদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে!”

তিনি সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে অন্য অগষ্টানদের পার্থক্য কত বেশী। অনেক দিন হইতেই তিনি তাহাদিগের প্রকৃত

পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহাদিগের মূল্য কি, তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, উহাদিগের মত ঘৃণিত জীব আর নাই। সত্যই তিনি তাহাদিগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।

তাহার পর তিনি তাঁহার নিজের বিপদের সম্ভা... প্রকার, সে সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, আপাততঃ তাঁহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। নীরোর বড় বড় কথা—বন্ধুত্ব সম্বন্ধে ভাবব্যঞ্জক কথা এবং ক্ষমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া নীরো বুঝাইয়া দিয়াছেন, আপাততঃ তাঁহার হাত পা বাঁধা। ভবিষ্যতে তিনি কোনও উপায় আবিষ্কার করিয়া সে ব্যবস্থা করিবেন। সে সময় আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।

পেট্রোনিয়স্ ভাবিলেন, "নীরো প্রথমতঃ জনসাধারণকে তুষ্ট কর্‌বার জন্য খৃষ্টানদের কাঁচা দেহ উৎসর্গ কর্‌বেন। সে ব্যাপার শেষ হবার পর তিনি আমার দিকে মন দেবেন। সুতরাং এখান থেকে সে জন্য মনকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই। আমি যেমন জীবন যাপন করে চলেছি, তাই চালাব। এখন ভিনিসিয়সেরই বিপদ আসন্ন।"

সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি ভিনিসিয়সের জন্যই সমগ্র ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। ক্রীতদাসরা দ্রুতগতিতে যান বহন করিতেছিল সত্য, অগ্নিদগ্ধ নগরের রাজপথ বিঘ্নবহুল থাকায়, তাহারা তাড়াতাড়ি তাঁহার ভবনে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। অগ্নিকাণ্ডের পর হইতে ভিনিসিয়স্ তাঁহারই ভবনে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং বাড়ী পৌঁছিয়াই তিনি ভিনিসিয়স্‌কে দেখিতে পাইয়া খুসী হইলেন।

তখনই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আজ লিজিয়ার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"আমি এইমাত্র তার কাছ থেকে আস্‌ছি।"

"তা হ'লে আমি যা বলি তা শোন। দেশভ্রমণে যাবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। আজ স্থির হ'য়েছে—সিজার সপারিষদ্ স্থির করেছেন, খৃষ্টানদের উপরই সহরে আগুন লাগার দোষ দেওয়া হবে। তার ফলে খৃষ্টানদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চল্‌বে। যে কোন মুহূর্ত্তেই তাদের ধরবার হুকুম বের হবে। তুমি লিজিয়াকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আল্পস্ পর্ব্বত পার হয়ে আফ্রিকার দিকে চলে যাও। এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করো না। প্যালাটাইন টাইবারের অপর পারের অঞ্চলের খুব কাছেই। আমার বাড়ী থেকে ওটা অনেক দূর।"

ভিনিসিয়স্ স্বয়ং যোদ্ধৃপুরুষ। সুতরাং বাজে কথার জন্য সময় নষ্ট করা তাঁহার স্বভাব নহে। কথাগুলি শুনিবার সময় তাঁহার ললাটে ভ্রুকুটি দেখা দিলেও, হৃদয়ে কোন ভীতির স্পন্দন জাগিল না। তাঁহার প্রকৃতিগত বৃত্তি তখনই জাগিয়া উঠিল। প্রথমেই শত্রুকে আক্রমণ করার প্রকৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

"আমি যাব।"

"আর একটা কথা। এক থলে মোহর সঙ্গে নিয়ে যাও। তা'ছাড়া সঙ্গে অস্ত্র এবং বিশ্বাসী কতকগুলি খৃষ্টানকেও নেবে। যদি প্রয়োজন হয়, বলপূর্ব্বক লিজিয়াকে উদ্ধার করবে।"

ততক্ষণে ভিনিসিয়স্ প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়াছেন।

পেট্রোনিয়স্ পশ্চাৎ হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, "একজন ক্রীতদাসকে দিয়ে আমায় খবর দেবে কি হল।"

একাকী পেট্রোনিয়স্ প্রাঙ্গণের থামের পাশে পাশে চিন্তিতভাবে পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, অগ্নিকাণ্ডের পর লিনসের সঙ্গে

লিজিয়া পূর্ব্ব আবাসে ফিরিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সে গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই। সেখানে গিয়া থাকিলে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, দলের মধ্যে থাকিলে, লিজিয়াকে বাহির করা টিগেলিনসের পক্ষে খুব সোজা ব্যাপার হইত না। পেট্রোনিয়স্ ভাবিলেন, তাহারা যে সেখানে গিয়াছে, প্যালাটাইনের কেহ তাহা জানে না। সুতরাং ভিনিসিয়স্ সেনাদলের পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিয়া যাইবেন। তাহা ছাড়া পেট্রোনিয়সের মনে হইল, টিগেলিনস্ বেশীসংখ্যক খৃষ্টান গ্রেপ্তার করিবার জন্য সারা সহরে সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রেরণ করিতে পারেন।

পেট্রেনিয়স্ ভাবিলেন, "যদি টিগেলিনস্ ১২ জন সৈনিক পাঠায়, লিজীয়-দানব সব কটারই পাঁজর ভেঙ্গে দিতে পারবে। তা ছাড়া ভিনিসিয়স্ও উরসস্কে সাহায্য করবে।"

পেট্রোনিয়স্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তবে এ কথা সত্য যে সশস্ত্র প্রিটোরিয়ানদের বাধা দেওয়ার নাম সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। পেট্রোনিয়স্ জানিতেন, ভিনিসিয়স্ পলায়ন করিলে, সিজারের প্রতিশোধস্পৃহা তাঁহার উপরই পড়িবে। পেট্রোনিয়স্ তাহা গ্রাহ্য করেন না। বরং সিজার ও টিগেলিনসের মতলব ব্যর্থ করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এ জন্য তিনি লোকবল বা অর্থবল কোন কিছু প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিবেন না। পল এন্টিয়মে পেট্রোনিয়সের বহুসংখ্যক ক্রীতদাসকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করায়, পেট্রোনিয়স্ ভাবিলেন যে, তাহারা একজন খৃষ্টান নারীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

এই সময়ে ইউনিস্ প্রবেশ করায় তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়িল। তাহাকে দেখিয়া তিনি সবই বিস্মৃত হইলেন। সিজার, সিজারের কাছে অপমান, কাপুরুষ অগষ্টান দল, খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার সবই ভুলিয়া গেলেন।

এমন কি লিজিয়া ও ভিনিসিয়সের কথাও তাঁহার মন হইতে চলিয়া গেল। সব চিন্তা তখন ইউনিস্‌কে কেন্দ্র করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার সুগঠিত অবয়বের দিকে তিনি রসবেত্তার মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রেমিকের দৃষ্টিতে তিনি তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

বাহু বিস্তৃত করিয়া তিনি বলিলেন, "চারিস্, তুমি আমাকে কিছু বল্‌বে কি ?"

স্বর্ণাভকেশপাশমণ্ডিত মাথা বাহুমূলে রক্ষা করিয়া ইউনিস্ বলিল, "এনথিনিয়স্ তার গায়কদের নিয়ে এসেছে। সে জান্‌তে চায় আপনি আজ গান শুন্‌বেন কি না।"

"হ্যাঁ, তাকে অপেক্ষা করতে বল। আমরা যখন খেতে বস্‌ব, সে আপেলো দেবের স্তোত্র তখন গাইবে। কিন্তু তোমাকে যখন এই বেশে দেখি, তখন মনে হয় নীল পরিচ্ছদ পরা এফ্রোডাইটী যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

ইউনিস্ বলিয়া উঠিল, "প্রভু !"

"এ দিকে এস, আমায় আলিঙ্গন কর। তোমার ওষ্ঠাধর এগিয়ে দেও। তুমি আমায় ভালবাস ?"

"জিয়স্‌কেও আমি এত ভালবাসতে পারিনে।"

"কিন্তু যদি আমাদের একদিন বিচ্ছেদ ঘটে ?"

ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সে পেট্রোনিয়সের দিকে চাহিল। সে বলিল, "প্রভু, এ কথার মানে কি ?"

"না, কিছু মনে করো না। ভয় নেই। কিন্তু আমাকে শীঘ্রই দীর্ঘপথ যাত্রা করতে হবে।"

"তা হ'লে আমাকে সঙ্গে নিন।"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "বাগানে ফুল আছে ?"

"না। আগুন লাগার পর থেকেই বাগানের গাছপালা সব পীতবর্ণ ধারণ করেছে। গাছে ফুল নেই। বাগান যেন শুকিয়ে গেছে।"

"ঠিক। সারা সহরটাই যেন মৃত। শীঘ্রই সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হবে। সম্রাটের হুকুম বেরোচ্ছে—খৃষ্টানদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হবে। হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হবে।"

"কেন, খৃষ্টানদের শাস্তি দেওয়া হবে কেন ? তারা শান্তিপ্রিয়, ভাল লোক।"

"তাই ত তাদের অপরাধ।"

"তা হ'লে চলুন আমরা সমুদ্রের ধারে চলে যাই। আপনার দেবতার স্থায় চোখে রক্তের উৎসব সহ্য হবে না।"

"আপাততঃ স্নান করা যাক্। তুমি স্নানাগারে এসে আমার কাঁধে গন্ধ অনুলেপন লাগিয়ে দেবে। বাঃ! আজ তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! আমি তোমার জন্য কড়ি ও শামুকের একটা স্নানপাত্র তৈরী করে দেব। তার জলেতে তোমাকে মুক্তার মত দেখাবে। ওগো সুন্দরী, তুমি কি আমার সঙ্গে আস্বে ?"

এক ঘণ্টা পরে গোলাপ ফুলের মালা মাথায় ধারণ করিয়া উভয়ে আহারে বসিলেন। স্বর্ণময় পাত্রসমূহ টেবলের উপর সা[illegible] ছিল। কিউপিডের মত ভূষণে আচ্ছাদিত ক্রীতদাসদাসীরা আহার্য্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। আপেলের স্তোত্র ও গীত হইতে লাগিল। চারিদিকে অগ্নিদগ্ধ সহরের দৃশ্য, কিন্তু তাহাতে এই প্রেমিক-প্রেমিকার কি আসে যায় ? তাহারা পরস্পরের প্রেমে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

স্তোত্র সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে একজন ক্রীতদাস আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, ফটকের ধারে একজন সামরিক কর্ম্মচারী একদল সৈনিক নিয়ে হাজির। সিজারের দোহাই দিয়ে তিনি আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।"

সকলেরই মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইল। কারণ, সিজার কোন দিনই পেট্রোনিয়সের কাছে প্রিটোরিয়ান সেনাদল প্রেরণ করেন না। তাহাদিগের এই আগমন দুর্নিমিত্তের লক্ষণ। শুধু পেট্রোনিয়সের ব্যবহারে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। তিনি স্বাভাবিককণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে ওরা অন্ততঃ শান্তিতে আহার করতে দেবে। যাক্ সেনাপতিকে গেট খুলে দেও।"

ক্রীতদাস চলিয়া গেল। খানিক পরে ভারী জুতার পদশব্দ শোনা গেল। পর্দ্দা সরাইয়া আপের নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারী প্রবেশ করিল। পেট্রোনিয়স্ তাহাকে চিনিতেন।

সে বলিল, "হুজুর, সিজার চিঠি পাঠিয়েছেন।"

যন্ত্রের মত পেট্রোনিয়স্ হাত বাড়াইয়া দিলেন। লিখন গ্রহণ করিয়া উহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তারপর নির্ব্বিকারভাবে উহা ইউনিসের হাতে অর্পণ করিলেন।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "সিজার আজ রাতে একটা নতুন স্তোত্র শোনাবেন। ট্রয়ের পতন উপলক্ষ করে সেটা রচনা করেছেন। আমাকে তিনি সে জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।"

সৈনিকপুরুষ বলিল, "আমার ওপর আদেশ ছিল, আপনার হাতে ওটা দিতে। আমি তা দিয়ে গেলাম।"

"বেশ। এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু এক পেয়ালা সুরা তুমি পান করবার সময় পাবে বোধ হয়?"

"ধন্যবাদ, হুজুর! একপাত্র আপনার স্বাস্থ্যের জন্য পান করব। কিন্তু তার বেশী দেরী কর্‌বার উপায় নেই। কারণ, অন্য কাজ আছে।"

"একজন ক্রীতদাসের বদলে এ সংবাদটা দেবার ভার তোমার ওপর পড়্‌ল কেন?"

"তা জানিনে, হুজুর! সম্ভবতঃ এ দিকে আমার অন্য কাজ আছে, সে জন্য এটাও সেরে যেতে পার্‌ব—তাই বোধ হয়।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "অন্য কাজ ত খৃষ্টানদের সম্বন্ধে? তা আমি জানি।"

"হ্যাঁ, হুজুর!"

"অনেকক্ষণ ধরে, এ ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে নাকি?"

"দুপুর বেলার আগেই আমাদের একটা দল টাইবারের ওপারে পাঠান হয়েছে।"

পেট্রোনিয়স্ এন্‌থিনিয়সকে গান চালাইতে বলিলেন। সৈনিকপুরুষ চলিয়া গেল।

বীণা বাজিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পেট্রোনিয়স্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহেনোবারবস্ ভিনিসিয়স্ ও আমাকে নিয়েই খেলা সুরু করে দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য বেশ বোঝা যাচ্ছে। সৈনিকপুরুষের হাত দিয়ে সাধারণ নিমন্ত্রণবার্ত্তা প্রেরণ করে তিনি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন। আজ রাত্রিকালে এই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি কি ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করেছিলাম। কিন্তু সে হবে না—তোমাকে আমোদ দেবার অবকাশ আমি দেব না। নীচ, নিষ্ঠুর, ভাঁড়, তোমার কাছে এতটুকু দীনতা স্বীকার আমার দ্বারা হবে না। আমি জানি অদৃষ্টে যা আছে, তা এড়াতে পারব না। কিন্তু তাই বলে তুমি যদি ভেবে থাক

যে আমি করুণদৃষ্টিতে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব, জীবন ভিক্ষা চাইব, বা আমার মুখে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন তুমি দেখ্‌তে পাবে, তা হলে তুমি প্রচণ্ড ভুল করেছ!"

ইউনিস্ বলিল, "সিজার লিখেছেন, 'যদি ইচ্ছা থাকে, আপনি আস্‌বেন'। হুজুর, আপনি যাবেন কি?"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আমার মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে। মনে হয় সিজারের কবিতা শুন্‌বার ধৈর্য্যও আমার থাক্‌বে। সুতরাং নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। বিশেষতঃ ভিনিসিয়স্ যেতে পারবে না বলে, আমাকে যেতেই হবে।"

আহার শেষে তিনি প্রসাধককে দিয়া কেশের সংস্কার করিলেন। উত্তমরূপে বেশভূষা করিয়া একঘণ্টা পরে শিবিকায় চড়িয়া প্যালেটাইনের দিকে চলিলেন। তখন তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। চাঁদের প্রদীপ্ত আলোকে মশালধারীরা মশাল নিভাইয়া দিল।

পেট্রোনিয়স্ তখনও ভাবিতেছিলেন যে, ভিনিসিয়স্ রক্ষিসেনাদলের আগেই লিজিয়াকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিতে পারিয়াছেন। অথবা তাহাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে চাহেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেজন্য উত্তর প্রস্তুত রাখা দরকার।

প্রাসাদে পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, দরবারকক্ষ অগষ্টানদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। গতকল্যকার যে সকল বন্ধু, তাঁহাকে নিমন্ত্রিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি তথাপি তাহাদিগের কাছে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তাঁহার ব্যবহারে উদ্বেগ নাই, আগ্রহ নাই, পূর্ব্ববৎ সুন্দর। তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল, তিনি যেন অদৃষ্টের নিয়ামক, তাহার ক্রীতদাস নহেন। কয়েকজন দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা তাড়াতাড়ি তাঁহার প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

সিজার কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই এমনই ভাব-প্রকাশ করিলেন। নবাগতের অভিবাদন গ্রহণ না করিয়া তিনি অন্তরঙ্গ-গণের সহিত আলাপে ব্যস্ততার ভাণ করিতে লাগিলেন।

টিগেলিনস্ পেট্রোনিয়সের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ফ্যাসানের নিয়ামক, নমস্কার! এখনো কি আপনার বিশ্বাস আছে যে, খৃষ্টানরা সহরে আগুন দেয় নি?"

মুক্ত ক্রীতদাসের স্কন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া যে ভঙ্গীতে প্রভু কথা বলিয়া থাকেন, তেমনই ভাবে টিগেলিনসের স্কন্ধদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "ও বিষয়ে আমি যা জানি, আপনিও ততদূর জানেন।"

"কিন্তু আপনার বুদ্ধিবিবেচনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কল্পনাও আমার মনে আসে না।"

"সেটা আপনার পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচায়ক। তা না হ'লে সিজার যখন আমাদের কাছে ট্রয়ের ধ্বংসের উপর নতুন কবিতা পাঠ করে শোনাবেন, তখন বাধ্য হয়ে আপনাকে মতামত প্রকাশ করতে হবে—ময়ূরের মত কেকাধ্বনি করলে তখন চলবে না—সে বিষয়ে মতামত দিতে গেলেই আপনার অভিমতটা নিতান্ত বাজে হয়ে দাঁড়াবে।"

টিগেলিনস্ ওষ্ঠ দংশন করিলেন। সিজার সেই দিনই ট্রয়ডের উপর কবিতা লিখিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্য টিগেলিনস্ আদৌ

খুসী হইতে পারেন নাই। কারণ, এই বিষয়ে পেট্রোনিয়স্ এমন অধিকার বিস্তারের ক্ষেত্র পাইবেন যে, তাঁহার সমকক্ষ হইবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত কাব্যখানি পাঠের সময়, নীরোর দৃষ্টি অনুক্ষণই পেট্রোনিয়সের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। কবিতা সম্বন্ধে পেট্রোনিয়সের অভিমত তাঁহার আননে প্রতিফলিত দেখিবার তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন।

অন্যান্য সভাসদ হাঁ করিয়া শুনিতেছিলেন, বুঝিয়া না বুঝিয়া প্রশংসা-ধ্বনি করিতেছিলেন। সিজার বুঝিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহারা যা তা বলিতেছে। কিন্তু পেট্রোনিয়স্ কাব্যের প্রকৃত সমজদার। যে কবিতা পেট্রোনিয়স্ প্রশংসা করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে নীরো পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইলেন। পেট্রোনিয়সের সহিত গাঢ়ভাবে আলোচনা চলিতে লাগিল। সকলে বুঝিল, পেট্রোনিয়স্ আবার পূর্ব্ব সম্মান ফিরিয়া পাইতেছেন।

কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে পেট্রোনিয়স্ তেমন সুখী হইতে পারিলেন না। নীরো ঈর্ষাদ্যোতক আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু ভিনিসিয়স্ আজ এলো না কেন?"

পেট্রোনিয়স্ নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারেন নাই, ভিনিসিয়স্ লিজিয়াকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছেন কি না। যদি জানিতেন, তাহা হইলে বলিতে পারিতেন, "আপনার আদেশ অনুসারে সে আজ বিবাহ ক'রে অন্য স্থানে চলে গেছে।" নীরোর বিচিত্র হাস্য দেখিয়া পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আপনার আহ্বান যখন পৌছল, ভিনিসিয়স্ তখন বাড়ী ছিল না।"

নীরো বলিলেন, "আপনি তাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন যে, আমি কাল তাকে এখানে দেখতে পেলে খুসী হব। তা ছাড়া আমার নাম করে তাকে

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাক্‌তে বল্‌বেন। কারণ, খৃষ্টানরা সে অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কর্‌বে।"

এই কথায় পেট্রোনিয়সের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণ, কথাগুলি সরাসরি ভাবে লিজিয়াকে উদ্দেশ করিয়াই উক্ত হইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিলেন। শিবিকায় আরোহণ করিয়া বাহকগণকে যথাসাধ্য দ্রুত-গতিতে ধাবিত হইতে বলিলেন। কিন্তু প্রাসাদের সম্মুখে এমন বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল যে, তাহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লওয়াই কঠিন। পেট্রোনিয়স্ শুনিতে পাইলেন, জনতার মধ্য হইতে উৎকণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল—"খৃষ্টানদের সিংহের মুখে ফেলে দাও!"

তাহাদিগের কথার ভাবে বুঝা গেল, দ্বিপ্রহর হইতে খৃষ্টানরা ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জনতাও সে সংবাদ পাইবার পর ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে।

পেট্রোনিয়স্ স্বগত বলিলেন, "যেমন সম্রাট্, তেম্‌নি তার দলবল। অতি জঘন্য মনোবৃত্তি এদের!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, রোমের গৌরব আর বেশীদিন স্থায়ী থাকিতে পারে না। সত্য বটে জগতে রোমের প্রাধান্য অতুলনীয়, কিন্তু তাহার ভিতরে পচা ক্ষত হইয়াছে। উহা দৈহিক মৃত্যুকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। না, রোম ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, উহার রক্ষার উপায় নাই।

নীরো তাঁহার দলবল লইয়া রোমকে ধ্বংসের পথে চালনা করিতেছেন। যদি নীরোর অন্তর্দ্ধানও ঘটে, আর একজন সে স্থান অধিকার করিবে। সে হয় ত নীরোর অপেক্ষাও হীনচেতা জঘন্য শাসক হইতে পারে। যে রাজ্যের জনগণের এমন মনোবৃত্তি, সেখানে ভিন্ন-প্রকৃতির নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে না। নূতন বীভৎসলীলার অনুষ্ঠান হইবে। নগর ধ্বংস-

লীলার পর সে অনুষ্ঠান হয় ত আরও ভয়ঙ্কর হইতে পারে। কিন্তু চিরদিন ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান চলিতে পারে না। এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন এইরূপ পৈশাচিক অভিনয়ে যবনিকাপাত হইবে। অন্ততঃ ক্লান্তি ও শ্রান্তি ভারেও সে পরিবর্ত্তন আসিতে পারে।

বাড়ী পৌঁছিয়াই তিনি প্রথমেই সন্ধান লইলেন, ভিনিসিয়স্ আসিয়াছেন কি না?

ক্রীতদাস উত্তর করিল, "আজ্ঞে, একটু আগেই তিনি এসেছেন।"

পেট্রোনিয়স্ স্থির করিলেন, তাহা হইলে ভিনিসিয়স্ লিজিয়াকে রক্ষা করিতে পারেন নাই।"

টোগা খুলিয়া রাখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভিনিসিয়স্ একটি ত্রিপাদ আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক একটি করতলে ন্যস্ত।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তা হলে তোমার পৌঁছুতে দেরী হয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, দুপুরের আগেই তাকে ধরে নিয়ে যায়।"

"তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"মামেরটাইন কারাগারে।"

পেট্রোনিয়স্ চমকিয়া উঠিলেন। তারপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ভিনিসিয়সের দিকে চাহিলেন।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "না, তাকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে রাখা হয় নি। কারাকক্ষেও তাকে এখনো বন্ধ করা হয় নি। অনেক টাকার বিনিময়ে

কারারক্ষক তাকে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছে। তাকে চৌকী দেবার জন্য উরসস্ দরজার ধারে শুয়ে আছে।"

"উরসস্ গোড়াতেই তাকে রক্ষা করেনি কেন ?"

"৫০ জন সৈনিক এসেছিল। তা ছাড়া লিনস্ তাকে বাধা দিতে দেয় নি।"

"লিনসের কি হল ?"

"তার অবস্থা চরমে উঠেছে। তাই তাকে রেখে গেছে। আর সকলকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"এখন কি কর্‌বে ঠিক করেছ ?"

"হয় তাকে রক্ষা করব, নয় ত তার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ কর্‌ব। আমিও খৃষ্টান।"

ভিনিসিয়স্ প্রশান্ত ভাবে কথা বলিতেছিলেন। তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার রেশ ছিল যে, তাহাতে পেট্রোনিয়সের সমস্ত অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "আমি জানি তোমার মনে কি হচ্ছে। কিন্তু লিজিয়াকে কি রকমে রক্ষা করা যাবে ঠিক করেছ ?"

"আমি তার রক্ষকদিগকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়েছি—প্রথমতঃ যাতে তারা কেউ তার ধর্ম্ম নষ্ট না করে, দ্বিতীয়তঃ তার পলায়নে কেউ বাধা না দেয়।"

"পলায়নের ব্যবস্থা কবে, কখন ?"

"আমি শুনেছি লিজিয়াকে এখনি কারাগারে দেওয়া হবে না। কারণ, তাতে দায়িত্ব আছে। যখন কারাগার থেকে বন্দীদের বার করে দেওয়া হবে, তখন লিজিয়াকে তারা আমার কাছে দিয়ে দেবে। ভারী শক্ত কথা।

সিজারের আপনি বন্ধু, সিজার তাকে আমার হাতে দিয়েছেন। এখন আপনি আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করুন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের রক্ষা করুন।"

কোন উত্তর না দিয়া পেট্রোনিয়স্ একজন ক্রীতদাসকে আহ্বান করিলেন। তিনি তাহাকে দুইটি কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ আনিতে আদেশ করিলেন। এক জোড়া তরবারীও সেই সঙ্গে আনিতে বলিয়া দিলেন।

তারপর ভিনিসিয়সের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পথে যেতে যেতে তোমার কথার উত্তর দেব। এখন এই কৃষ্ণপরিচ্ছদ ও তরবারী নাও। চল এখন কারাগারের দিকে যাই। সেখানে গিয়ে কারাধ্যক্ষকে একলক্ষ সিষ্টারলি—২ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ১ কোটি সিষ্টারলি, দরকার হলে ১০ কোটি মুদ্রা দেবারও প্রতিশ্রুতি দেবে। এখুনি সে যেন লিজিয়াকে তোমার হাতে দিয়ে দেয়। তা না হলে আর হবে না।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হ'লে চলুন।"

পরমুহূর্ত্তে তাঁহারা রাজপথে আসিয়া পড়িলেন।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "এখন শোন। গতকল্য থেকে আমি সিজারের অপ্রিয়ভাজন হয়েছি। আমার জীবন এখন একটা সুতার ওপর ঝুলছে। সুতরাং সিজারকে বলে কোন সুফল হবে না। বরং আমি যা বল্‌ব, ঠিক তার উল্টা ব্যাপারই ঘট্‌বে—তাতে ফল আরো খারাপ হবে। বরং আমি তোমাকে লিজিয়াকে নিয়ে পলায়ন কর্‌তে বা বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর্‌বার পরামর্শ দিতে পারি। তুমি যদি তাতে সিদ্ধকাম হতে পার, তার ফলে সিজারের যত ক্রোধ আমার উপরেই পড়্‌বে। এখন যে ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার চেয়ে তোমার কথাও বরং শুন্‌তে পারেন। সুতরাং সিজারের কাছ থেকে কোন সুবিধা পাওয়ার কথা ভুলে যাও। তোমার মতলব

লিজিয়াকে কারাগার থেকে বার করে নিয়ে পলায়ন করা। যদি এ ভাবে কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। মনে রেখ, সে খৃষ্টান বলেই তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় নি। পপিয়ার প্রতিশোধ কামনার জন্যই তোমাদের দু'জনকে উৎসর্গ করা হবে। তা না হলে, তার অন্যান্য সঙ্গীকে বাদ দিয়ে তাকে কারাগারে আনবার প্রয়োজন কি হতে পারে? কর্তৃপক্ষকে লিজিয়ার বাসস্থানের সংবাদ কে দিলে? আমি বল্‌ছি, অনেক দিন ধরেই তার পেছনে লোক লেগেছিল। এ কথা বলে তোমার মনের শেষ আশার রশ্মি নিভিয়ে দিলাম বটে; তার কারণ, যে তোমাকে বুঝে নিতে হবে তুমি তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছ, এ সংবাদ প্রকাশ পাবার আগেই লিজিয়াকে উদ্ধার করা চাই। নচেৎ তোমাদের দুজনকে জন্মের মত যেতে হবে।"

হতাশাপূর্ণকণ্ঠে ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা আমি বুঝতে পারছি।"

তখন গভীর রাত্রি। পথে জনমানব মাত্র ছিল না। অকস্মাৎ একজন পানোন্মত্ত পালোয়ান বিপরীত দিক হইতে আগমন করায় তাঁহাদিগের আলোচনায় বাধা পড়িল। লোকটা সহসা হুমড়ি খাইয়া পেট্রোনিয়সের গায়ে পড়িল। সে ধরা গলায় বলিয়া উঠিল, "খৃষ্টানদের সঙ্গে সিংহের মুখে যেতে হবে।"

পেট্রোনিয়স্ শান্তভাবে বলিলেন, "মিরমিলো, সোজা পথে চলে যাও। তোমাকে আমি ভাল পরামর্শ দিচ্ছি।"

লোকটা পেট্রোনিয়সের বাহু ধারণ করিয়া বলিল, "আপনিও বলুন, 'খৃষ্টানদের সঙ্গে সিংহের মুখে যাও!' তা না হলে আপনার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

পেট্রোনিয়স্ ঐ প্রকার শব্দ শুনিয়া শুনিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

এখন দেখিলেন, পালোয়ানের বিরাট মুষ্টি তাঁহার মাথার উপর উদ্যত। তখন তিনি শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বন্ধু, তুমি মদ খেয়েছ। তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি।"

অবলীলাক্রমে তিনি তাঁহার তরবারি লোকটার বক্ষোদেশে আমূল বিদ্ধ করিলেন। তার পর ভিনিসিয়স্‌কে হাত ধরিয়া টানিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। যেন ব্যাপারটা কিছুই নহে।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "সিজার তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে খৃষ্টানরা দেখা দেবে। সে দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই তোমার নিমন্ত্রণ। এর মানে বুঝেছ? এর অর্থ সিজার ও তাঁর অন্তরঙ্গগণ তোমার যন্ত্রণা দেখে আনন্দ লাভ করতে চান। সেই জন্যই তুমি ও আমি এখনো কারাগারের বাইরে আছি। এখুনি যদি লিজিয়াকে উদ্ধার করা না যায়—অবশ্য অ্যাক্‌টী তোমার হয়ে দু' একটা কথা বল্‌তে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হবে না। সম্ভবতঃ সিসিলিতে তোমার যে সম্পত্তি আছে, টিগেলিনসের তার ওপর লোভ আছে। তারা সাধ্যমত সে জন্য চেষ্টা কর্‌বে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "পৃথিবীতে আমার যা কিছু আছে, সব আমি তাঁকে দিতে রাজি আছি।"

ক্যারিণী হইতে ম্যামেরটাইন কারাগার বেশী দূর নহে। সেখানে আসিয়া পেট্রোনিয়স্ সহসা দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রিটোরিয়ানরা এসেছে। আমাদের বড় দেরী হয়ে গেল!"

সত্যই কারাগারের বাহিরে দুইসারি সৈনিক পাহারা দিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। উষার প্রথম আলোক তাহাদিগের বর্শা ও শিরস্ত্রাণের উপর পড়িয়াছিল।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হোক্, চলুন আমরা এগোই।"

সেনাদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি উহাদের নায়ককে আহ্বান করিলেন। পেট্রোনিয়স্ সেনানী ও প্রত্যেক সৈনিককে চিনিতেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি, নাইসার? কারাগারের চারিদিকে পাহারা দেবার কি দর্কার হ'ল?"

"হুজুর, টিগেলিনসের আশঙ্কা আছে, খৃষ্টানদের বলপূর্ব্বক উদ্ধার করবার চেষ্টা হতে পারে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হলে কারাগারে তোমরা কাউকে ঢুক্‌তে দেবে না, এমন হুকুম পেয়েছ?"

"না, হুজুর! আমাদের আশা আছে, যারা বন্দী হয়েছে, তাদের বন্ধু বান্ধব তাদের দেখ্‌তে আস্‌বে। তখন আমরা তাদেরও গ্রেপ্তার করতে পারব।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হ'লে আমাকে ঢুক্‌তে দেও।"

মাতুলের কর চাপিয়া ধরিয়া ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "আপনি আক্‌টীর সঙ্গে দেখা করুন। তার পর আপনার সঙ্গে দেখা করে, তাঁর বক্তব্য জান্‌তে পার্‌ব।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তবে তাই হোক্।"

সেই সময়ে সমগ্র কারাভ্যন্তর হইতে গানের স্বর ভাসিয়া আসিল। ধীরে ধীরে স্তোত্রধ্বনি প্রবলতর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কণ্ঠের ধ্বনিও শুনা যাইতে লাগিল। সেই স্বরে দুঃখ নাই, নৈরাশ্য নাই। যেন বিজয়লাভের আনন্দধ্বনি তাহাতে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকরা বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে নীল আকাশ স্বর্ণ-বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

—চার—

বিরাট সহরের প্রত্যেক রাজপথে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "খৃষ্টানদিগকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দাও।" পুনঃ পুনঃ এইরূপ ধ্বনি শুনিয়া কাহারও মনে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, খৃষ্টানরাই সহরে আগুন দিয়াছে। বিশেষতঃ তাহাদিগকে জনসাধারণের সম্মুখে শাস্তি দেওয়া হইবে ইহা জানিতে পারিয়া কেহ অবিশ্বাসের ইচ্ছা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিল না। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দেবতার ক্রোধ সহরের উপর পড়িয়াছিল বলিয়াই আগুন এমন ভাবে চারি-দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে জন্য প্রতি মন্দিরে বলি দিবার ব্যবস্থা হইল। সমুদ্র তীর হইতে জল বহন করিয়া আনিয়া মন্দির ও বিগ্রহ ধৌত করা হইতে লাগিল। এক কথায় সমগ্র নগরকে তাড়াতাড়ি সুপবিত্র করিয়া পাপ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা হইল।

ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া নূতন রাজপথেরও পত্তন হইল। বড় বড় অট্টালিকার ভিত্তিও স্থাপিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে এক বিরাট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তথায় খৃষ্টানদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। প্রাসাদে মন্ত্রণা-সভার পরই প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আদেশ প্রেরিত হইল যে, যিনি যত পারেন হিংস্র আরণ্য-পশু শীঘ্র রোমে পাঠাইয়া দিবেন। টিগেলিনস্ এ দিকে ইটালীর যাবতীয় পশুশালা হইতে হিংস্র জন্তুসমূহ রোমে আমদানী করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া অসংখ্য ব্যক্তিকে অরণ্য হইতে হিংস্র পশু সংগ্রহে তিনি পাঠাইয়া দিলেন। এশিয়া হইতে হস্তী ও ব্যাঘ্র আসিতে

লাগিল। নীল নদ হইতে কুম্ভীর ও জলহস্তী, আটলাস অঞ্চল হইতে সিংহ, পিরিনিজ হইতে নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুক, হিবেরণিয়া হইতে ভীষণ কুকুর, জার্ম্মানী হইতে মহিষ ও বন্য-ষণ্ড আনীত হইল। সিজারের উদ্দেশ্য, মনুষ্য-রক্তে বহ্নির তীব্র স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবেন। পূর্ব্বে কখনও এমন ভাবে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন কোথাও হয় নাই।

পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ খৃষ্টানদিগকে ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে লাগিল। সহজেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কারণ, সিজারের বহু উদ্যানে জনসাধারণের সহিত খৃষ্টানগণও আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা উচ্চরবেই তাহাদের ধর্ম্মমত ঘোষণা করিত। ধরিতে আসিলে তাহারা বাধা দিত না—জানু পাতিয়া তাহারা স্তোত্রপাঠ করিত। তাহাদিগের এই প্রশান্ত ভাব দেখিয়া জনতা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহাদিগের শান্ত ভাব পাকা দাগী বদ্‌মাসের ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে অনেক সময় জনতা সৈনিকদিগের হস্ত হইতে খৃষ্টান বন্দীদিগকে কাড়িয়া লইয়া, হয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত, অথবা নারীদিগকে টানিতে টানিতে কারাগারে লইয়া যাইত, শিশুদিগকে পাষাণ-প্রাচীরে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিত। কারাগার সমূহ পূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি সেনাদল নূতন নূতন বন্দী আনিতে লাগিল। নাগরিকদিগের মুখে অন্য কোন কথা ছিল না। শুধু "খৃষ্টানদিগকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। সমস্ত বাতাস যেন রক্তের গন্ধে ভারী হইয়া উঠিল।

খৃষ্টানদিগের উপর এই সীমাহীন বর্ব্বর অত্যাচার যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহারা সহিদ হইবার জন্য অসীম আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। স্বেচ্ছায় তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিতে লাগিল। শেষে কঠোর আদেশ বাহির হইল যে, খৃষ্টানরা নগরের প্রাচীরের বাহিরে ব্যতীত অন্যত্র

সমবেত হইতে পারিবে না। অভিজাত খৃষ্টানগণের কেহই ধৃত হইল না। অথচ প্যালেটাইনে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ফ্লাডিয়স্, ডোমিটিলা, পম্পোনীয়া, কর্ণেলিয়স্ পুডেন্স এবং ভিনিসিয়স্ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী। জনসাধারণ কোনমতেই এ কথা বিশ্বাস করিবে না যে, উঁহারা সহরে আগুন দিয়াছেন। সিজার সেই ভয়ে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের দণ্ড পরে হইবে। কেহ কেহ এমন কল্পনা করিয়াছিল যে, অ্যাক্‌টীর প্রভাবেই উঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। ভিনিসিয়সের নিকট হইতে পেট্রোনিয়স্ বিদায় লইয়া অ্যাক্‌টীর কাছে গিয়াছিলেন এবং লিজিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বেচারা অ্যাক্‌টী কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই, শুধু অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। অ্যাক্‌টী তথাপি কারাগারে গিয়া লিজিয়ার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্র দিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে কারারক্ষকরা লিজিয়ার প্রতি অনেকটা অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়াছিল।

পেট্রোনিয়স্ ভুলিতে পারেন নাই যে, তাঁহার জন্যই আজ লিজিয়া কারারুদ্ধ। তিনি যদি তখন কৌশল করিয়া লিজিয়াকে অউলসের আশ্রয় হইতে না আনিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে লিজিয়াকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রতিপত্তিশালী সভাসদ্ এবং ক্রাইসোথেমিস্ প্রভৃতিকে প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি লিজিয়ার মুক্তির চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। কেহ কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াও নিষ্ক্রিয় রহিল। দুই একজন সিজারের কাছে এমন কথাও বলিল যে, তাহাদিগকে উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা হইতেছে। শুধু

আলিটুরস্—প্রথমতঃ খৃষ্টানবিরোধী থাকিলেও—তাহাদিগের দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া লিজিয়ার পক্ষে ওকালতী করায় সিজার উত্তর দিলেন, "আপনি কি মনে করেন, ব্রুটসের চেয়ে আমি দুর্ব্বল-চেতা? রোমের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের সন্তানদের পর্য্যন্ত রেহাই দেন নি।"

এই কথা শুনিবার পর পেট্রোনিয়স্ বলিয়াছিলেন, "নীরো যখন নিজেকে ব্রুটসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তখন আর আশা নেই!"

ভিনিসিয়স্‌ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এমন কি টিগেলিনস্‌কে তাঁহার সিলিলিস্থিত সম্পত্তি পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু টিগেলিনস্ পপিয়ার নেক-নজর লাভের আশায় উৎকোচ গ্রহণে সম্মত হন নাই। সিজারের চরণ ধরিয়া লিজিয়ার প্রাণ-ভিক্ষার সঙ্কল্পও ভিনিসিয়সের ছিল।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "কিন্তু সিজার যদি সম্মত না হন, তখন? তিনি যদি তোমাকে বিদ্রূপ করেন, বা কুৎসিৎ ভয় প্রদর্শন করেন?"

দুঃখে, ক্রোধে ভিনিসিয়সের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল হইল।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "সিজারের কাছে যেতে তোমায় কেন বারণ করছি জান? তাতে লিজিয়ার মুক্তির শেষ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যাবে।"

ভিনিসিয়স্ উদ্গত ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "না, না! আমি নিজেও খৃষ্টান!"

"তবু তুমি সেটা ভুলে যাচ্ছ। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করতে পার। কিন্তু তার সর্ব্বনাশ করবার তোমার কোন অধিকার নেই। সেজানসের মেয়ের কথা মনে কর। প্রাণদণ্ড দেবার আগে তার নারীধর্ম্ম লুণ্ঠিত হয়েছিল।"

—পাঁচ—

কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। সিজার ও পপিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস-দাসীরও সাহায্য গ্রহণে ভিনিসিয়স্ কুণ্ঠিত হন নাই। সে জন্য তিনি প্রচুর উপহার উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে বৃথা আশ্বাস দিয়া প্রতারিত করিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইল, লিজিয়াকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। পেট্রোনিয়স্‌ও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

দিনের পর দিন অতীত হইল। ক্রীড়া প্রদর্শনের প্রাঙ্গন নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া আসিল। সকালের দিকে যে ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবে, তাহার টিকেট বিতরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এবারে অসংখ্য শিকারের প্রাচুর্য্যবশতঃ দিবাভাগের প্রদর্শনী অনেক দিন ধরিয়াই চলিবে। এমন কি সপ্তাহ ছাড়াইয়া মাসব্যাপী হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ ঠিক করিতে পারিলেন না, খৃষ্টানদিগকে কোথায় রাখা হইবে। অসংখ্য বন্দী কারাগারে থাকায় তথায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে সকল খাতে ক্রীতদাসদিগকে সমাধি দেওয়া হয়, তাহাও পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পাছে সহরে মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়, তজ্জন্য শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ করার নির্দ্ধারণ হইল।

এই সকল সংবাদ ভিনিসিয়সের কাণে আসিবামাত্র তাঁহার মনের শেষ আশার রশ্মি নিভিয়া গেল। তাঁহার আননের দীপ্তি, প্রফুল্লতা সবই অন্তর্হিত হইয়া গেল। কেহ প্রশ্ন করিলে, তিনি যেন কলের

পুতুলের ন্যায় মাথা তুলিতেন এবং প্রশ্নকারীর দিকে শূন্য, অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। রাত্রিকালে লিজিয়ার কারাকক্ষের দ্বারের বাহিরে উরসসের সহিত তিনি যাপন করিতেন, দিবাভাগে পেট্রোনিয়সের প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে পাদচারণা করিতেন। ক্রীতদাসরা প্রায়ই দেখিতে পাইত, তিনি নতজানু হইয়া, বাহু উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া খৃষ্টের নিকট হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রার্থনার আকারে নিবেদন করিতেন। কারণ, খৃষ্টই তাঁহার একমাত্র শেষ ভরসাস্থল। কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ ব্যতীত লিজিয়াকে রক্ষা করিবার উপায় ছিল না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ভূমিতলে উপুড় হইয়া তিনি সেই অলৌকিক ঘটনার জন্য আবেদনের পর আবেদন করিতেন।

কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রার্থনায় যতটুকু সুফল ফলিতে পারে,' তদপেক্ষা পিটারের প্রার্থনায় অনেক ফল পাওয়া যাইবে। পিটার তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছেন, লিজিয়াকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি অনেক অলৌকিক ব্যাপারও ঘটাইয়াছেন। সেই পিটারকে লিজিয়ার রক্ষার জন্য ধরিতে হইবে।

অনুসন্ধান লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, কর্ণেলিয়স্ পুডেন্স্এ খৃষ্টানদিগের এক সভা হইবে। রাত্রিকালে তিনি খৃষ্টান সংবাদদাতাকে লইয়া নগর অতিক্রম পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন।

সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, দশ বারজন মাত্র খৃষ্টান নতজানু হইয়া বসিয়া আছে। অতি কষ্টে ইহারা ধরপাকড় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই লোকগুলি স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছিল এবং নারীকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল—"হে খৃষ্ট, আমাদের উপর করুণা কর!"

প্রাচীরে কীলকবদ্ধ এক ক্রুশের সম্মুখে পিটার নতজানু হইয়া প্রার্থনা

করিতেছিলেন। ভিনিসিয়স্ দূর হইতে সেই শ্বেতকেশ বৃদ্ধকে চিনিতে পারিলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল, দৌড়িয়া গিয়া তিনি বৃদ্ধের পদতলে পতিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু সেই গুরুগম্ভীর অবস্থায় তাঁহার সেরূপ কার্য্য করিতে সাহসে কুলাইল না। তিনি নতজানু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খৃষ্ট, আমার উপর করুণা কর!"

প্রত্যেকেই তখন ভাবিতেছিল যে, খৃষ্টানের স্বপ্ন এইবার সার্থক হইবে। প্রভু স্বয়ং আর্বিভূত হইয়া নীরোর সকল অনাচার দমন করিয়া শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাই সকলে পুনঃ পুনঃ ভক্তি-বিগলিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধপানে চাহিয়া হৃদয়ের প্রার্থনা কম্পিতকণ্ঠে নিবেদন করিতেছিল। ভিনিসিয়স্‌ও ভাবিতেছিলেন, এইবার স্বর্গদ্বার মুক্ত হইবে এবং পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিবে। আর স্বর্গের পথে খৃষ্ট আলোকদীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ধরাধামে নামিয়া আসিবেন—তাঁহার পদতলে নক্ষত্রপুঞ্জ লুণ্ঠিত হইতে থাকিবে। তার পর তিনি কর্ম্মবিশ্বাসীদিগকে হাত ধরিয়া তুলিবেন এবং অত্যাচারীদিগকে নরকে পাঠাইয়া দিবেন!

কিন্তু শান্ত নীরবতা ভঙ্গ হইল না। শুধু এক নারীকণ্ঠে ক্রন্দন শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ভিনিসিয়স্ উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের দিকে চাহিলেন।

পিটার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর সমবেত নরনারীদিগের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন।

তিনি বলিলেন, "ভাই সব, ত্রাণকর্ত্তার দিকে তোমাদের অন্তর তুলিয়া ধর এবং তাঁহার কাছে অশ্রু নিবেদন কর।"

জনতার একপ্রান্ত হইতে মর্ম্মভেদীকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "আমি

বিধবা। আমার একটি ছেলে ছিল। সেই আমা[illegible] ভরণপোষণ কর্‌ত। প্রভু, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।"

আবার প্রগাঢ় নীরবতা। পিটারকে দেখিয়া [illegible] হইল তিনি যেন শক্তিহীন জড়ের মত দাঁড়াইয়া। অপর কণ্ঠে ধ্বনিত [illegible], "নরঘাতীরা আমার মেয়েদের ধর্ম্ম নষ্ট করেছে! খৃষ্ট তাতে বাধা দেন নি!"

তৃতীয়কণ্ঠে শব্দ হইল, "ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি আশ্রয়হীন, উপায়বিহীন। আমায় যদি যেতে হয়, কে তাদের জল রুটী দেবে?"

চতুর্থকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "লিনস্‌কে ছেড়ে দিয়েছিল, এখন তাঁকে ধরেছে। তাঁর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চল্‌ছে!"

পঞ্চমকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "আমরা যদি ফিরে যাই, প্রিটোরিয়ানরা আমাদের গ্রেপ্তার কর্‌বে। কোথায় লুকোবো তাও জানিনে। কে আমাদের রক্ষা কর্‌বে?"

চারিদিক হইতে শোকার্ত্তদিগের যন্ত্রণা নিশীথ রাত্রির বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ধীবর নয়নমুদ্রিত করিয়া নতমস্তকে সেই দুঃখ ও ব্যথার কাহিনী শুনিতে লাগিলেন।

ভিনিসিয়স্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিটারের সাহায্য প্রার্থনার [illegible] তিনি জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবেন ভাবিলেন। কিন্তু সহস[illegible] মনে হইল, তাঁহার সম্মুখে বিরাট অন্ধকার গহ্বর বিস্তৃত। খৃষ্ট-শিষ্য কি তাঁহার অসামর্থ্য ঘোষণা করিতে যাইতেছেন? রোমান সিজার খৃষ্ট অপেক্ষা শক্তিমান্ সেই কথাই কি স্বীকার করিতে উদ্যত? যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার শেষ আশা অন্ধকার গুহার ছায়ায় মিলাইয়া যাইবে। শুধু লিজিয়াকে তিনি হারাইবেন না, সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস, নির্ভরতা সবই সমাধি লাভ

করিবে! তখন শুধু মৃত্যু ও অনন্ত অন্ধকার রাত্রি বর্ত্তমান থাকিবে।

পিটার অতঃপর বলিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর প্রথমতঃ অস্পষ্ট।

তিনি বলিলেন, "বৎসগণ! গলগোথায় আমি প্রভুকে ক্রুশকাষ্ঠে কীলকাবদ্ধ হ'তে দেখেছিলাম। আমার এই কাণে হাতুড়ির ঘা শুনেছিলাম। যারা ক্রুশ উপরে তুলে ধরেছিল, তাদের কাণ্ড দেখেছিলাম। মনুষ্য-পুত্রের মৃত্যু যাতে জনসাধারণ দেখ্‌তে পায় তার ব্যবস্থার জন্যই ক্রুশ উঁচু করা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় তোমাদের মতই দুঃখভারে অভিভূত হয়ে আমি বলেছিলাম, "হায়, প্রভু! তুমি নিজে ভগবান্, তবে কেন তুমি এমন কষ্ট সহ্য কর্‌লে? আমাদের বিশ্বাস ছিল, তোমার রাজ সিংহাসন ধরাতলে নেমে এসেছে—আমাদের সে বিশ্বাস কেন কেড়ে নিলে? কিন্তু তৃতীয় দিবসে, আমাদের প্রভু মৃতদেহ হতে উঠে আমাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তার পর আলোকদীপ্তি বেষ্টিত হয়ে তাঁর পিতার প্রাসাদে—স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন। আমরা তখন বুঝেছিলাম, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় নি। এই ব্যাপার দেখ্‌বার পর দৃঢ়বিশ্বাস ফিরে পেলাম এবং তখন থেকেই তাঁর বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছি।"

তারপর প্রথম নারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি অভিযোগ কর্‌ছ কেন? ভগবান্ নিজেই মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন। তথাপি তুমি ভাব্‌ছ সেই ব্যাপার থেকে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন! হে অবিশ্বাসী! তুমি কি তাঁর বাণী বুঝ্‌তে পার নি? তিনি কি তোমাকে এই পার্থিব জীবনের অঙ্গীকারই করেছেন? না, তিনি তোমাকে এই বল্‌ছেন, 'আমার অনুসরণ কর'। তিনি তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। তবু তুমি পৃথিবী আঁকড়ে ধরে বল্‌বে, 'রক্ষা কর প্রভু!' ভগবানের কাছে আমি

ধূলিকণামাত্র। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর বাণীর প্রচারক। তাঁর নাম আমি তোমাদের কাছে প্রচার কর্‌ছি। তোমাদের সম্মুখে মৃত্যু নয়, জীবন—দুঃখ নয়, আনন্দ—দাসত্ব নয়, মুক্তি! হে বিধবা নারী, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার ছেলে মর্‌তে পারে না। সে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাক্‌বে। তুমি তার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমাকে বলি, কন্যার জনক, নরঘাতকরা তোমার মেয়েদের উপর বলাৎকার করেছে, আমি তোমাকে অঙ্গীকার কর্‌ছি তোমরা মেয়েরা পদ্মের অপেক্ষা পবিত্র ও নির্ম্মল হয়ে রয়েছে, একদিন দেখ্‌তে পাবে। তোমরা যারা তোমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখ্‌ছ, যারা আজ নির্য্যাতিত, ভীত ও বিপন্ন, যারা শীঘ্র মর্‌বে, আমি বল্‌ছি, খৃষ্টের দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, তারা আনন্দলোকে চলে যাবে, মহানন্দে যাপন কর্‌বে—অন্ধকার থেকে তারা ঊষার আলোকে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি কর্‌বে। সুতরাং খৃষ্টের নাম করে তোমাদের বল্‌ছি, তোমাদের চোখের ওপর যে অন্ধকার যবনিকা পড়েছে, তা সরে যাক্, তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসের দীপ্ত আলোক জ্বলে উঠুক!"

এই বলিয়া খৃষ্ট-শিষ্য হাত তুলিয়া যেন এক আদেশবাণী প্রচার করিলেন। সেই সঙ্গে সমবেত সকলের ধমনীতে যেন নূতন শোণিতধারা প্রবাহিত হইল, তাহাদিগের অস্থি-মজ্জায় নূতন আবেগকম্পন অনুভূত হইল। তাহারা দেখিল, তাহাদিগের সম্মুখে দুর্ব্বল, ক্ষীণ বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া নাই। তৎপরিবর্ত্তে এমন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যিনি ধূলি হইতে তাহাদিগের আত্মা কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে সুদূর রাজ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত।

পিটার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অশ্রুতে বপন করতে আরম্ভ

কর, তা' হলে আনন্দ ফল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। শয়তানের শক্তির সম্মুখে তোমরা ভীত, সন্ত্রস্ত হবে কেন? বিশ্বের উপর, রোমের উপর, অন্যান্য নগরের উপর প্রভু বিরাজ কর্‌ছেন, অথচ তিনি তোমাদের মধ্যেই রয়েছেন। তোমাদের অশ্রু পাথরে শুষ্ক হলেও, বালুকারাশি রক্তধারা শোষণ করলেও, থানাগুলো তোমাদের দেহে ভর্ত্তি হলেও, আমি তোমাদের বলে রাখ্‌ছি যে, পরিণামে তোমরাই জয়ী হবে। এই পাপ পূর্ণ নগরে, অত্যাচার ভরা সহরে প্রভু নিজে আস্‌ছেন—অহঙ্কারীর, অত্যাচারীর দর্পচূর্ণ কর্‌বার জন্য আস্‌ছেন। তোমরাই তাঁর সেনাবাহিনী। ঈশ্বর নিজে তাঁর দেহের রক্ত-পাত এবং শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করে পৃথিবীর পাপ হরণ করেছেন, তেম্‌নি তোমরাও তোমাদের দেহের রক্তপাত করে, যন্ত্রণা সহ্য করে নগরের এই অত্যাচারজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে। এখন যার মুখ দিয়ে এই কথা শুন্‌ছ, এ তাঁরই ঘোষণা বলে মনে কর্‌বে।"

পিটার তাঁহার বাহু ও দৃষ্টি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন এবং নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে মনে করিল, তাহারা চর্ম্মচক্ষুতে যাহা দেখিতে পাইতেছিল না, পিটার দিব্য দৃষ্টিলাভে তাহা দেখিতে পাইতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর তিনি বলিলেন, "প্রভু তুমি এখানে আছ এবং আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছ! হে খৃষ্ট! জেরুসালেমে তুমি তোমার আসন প্রতিষ্ঠা কর্‌বে না, এই শয়তানের সহরে তুমি আসন প্রতিষ্ঠা করবে বলে স্থির করেছ! অশ্রু ও রক্তে তুমি তোমার ধর্ম্ম-মন্দির এই সহরেই গড়ে তুল্‌বে ঠিক করেছ! এই সহরে যেখানে নীরোর রাজত্ব, সেইখানেই তোমার শাশ্বত রাজত্ব গড়ে উঠ্‌বে। তুমি আদেশ কর্‌ছ, তোমারই লোকরা—যারা এখন ভয়ে অভিভূত, তারাই তাদের অস্থি দিয়ে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কর্‌বে! তুমি

আদেশ কর্‌ছ, তোমার ধর্ম্ম-মন্দিরে এবং বিশ্বের জনসাধারণকে আমার আত্মা প্রভাব বিস্তার কর্‌বে! ভগবান্, তুমি দুর্ব্বলচিত্তে বলাধান কর। হ্যাঁ, তুমি আমাকে আদেশ কর্‌ছ, তোমার মেষপালকে যুগ-যুগান্তর ধরে আমি যেন খাদ্য জুগিয়ে যাই! তুমি আমাদের আদেশ করেছ অগ্রগামী হয়ে জয়লাভ কর্‌বার জন্য। এ জন্য তোমার জয় জয়কার হোক্! হোসানা! হোসানা!"

পিটার যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, অমনই গ্রীষ্মের চন্দ্র বিমল রশ্মিধারায় সমগ্র স্থানটি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

পিটার বলিলেন, "তোমাদের মনের সকল সন্দেহ প্রভু দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা অগ্রগামী হয়ে তাঁর নামে বিজয়লাভ কর!"

তিনি জানিতেন, তাহারা জয়ী হইবে। তিনি জানিতেন, তাহাদের শোণিত ও অশ্রুধারায় নিশ্চয় কিসের উদ্ভব হইবে। তথাপি তাহাদিগের মাথার উপর ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোমরা যন্ত্রণা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অনন্তকালের মধ্যে লীন হয়ে যাও!"

তাহারা তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সমবেতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আপনি নিজেকে বাঁচান। কারণ, আপনি প্রভুর প্রতিনিধি।"

একে একে সকলে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য মাথা পাতিয়া দিল, তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে দৃশ্য এমনই চমৎকার যেন পিতা দূরদেশগামী পুত্রগণকে বিদায় দিতেছেন! ক্রমে সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিল। প্রত্যেকেরই মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহারা প্রচণ্ড পশু-শক্তিকে তাহাদিগের আত্মিকশক্তির দ্বারা প্রতিহত করিবে।

খৃষ্ট-শিষ্যের সঙ্গে কর্ণেলিয়স্ পুডেন্‌সের নিরিয়স্ নামক একজন ভৃত্য চলিল। গুপ্তপথে সে তাঁহাকে বাসস্থানে লইয়া যাইবে। রাত্রির উজ্জ্বল আলোকে ভিনিসিয়স্ তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। নিরিয়সের কুটীর সমীপে আসিয়া তিনি পিটারের পাদমূলে পতিত হইলেন।

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তুমি আমার কাছে কি চাও ?"

যে সব কথা ভিনিসিয়স্ শুনিয়াছেন, তাহার পর তিনি কোন অনুরোধ করিবার মত সাহস দেখাইতে পারিলেন না। পিটারের পাদমূলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া তিনি শুধু আর্ত্তশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন—নীরবে পিটারের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"হ্যাঁ, আমি জানি। তোমার প্রণয়িনীকে ওরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তার জন্য প্রার্থনা কর।"

গুরুর চরণ দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিয়া ভিনিসিয়স্ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "গুরুদেব, আমি অতি হীন, অতি সামান্য কীট মাত্র। আপনি—আপনি খৃষ্টকে জেনেছেন। আমার বদলে আপনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, গুরুদেব !"

পিটার ভিনিসিয়সের দুঃখ দর্শনে বিচলিত হইলেন। একদিন ক্রিস্‌পসের কথায় লিজিয়া কাতর-হৃদয়ে তাহার প্রণয়পাত্রের জন্য তাঁহার চরণ ধারণ করিয়াছিল, তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। আজ তিনি সেই ভাবেই ভিনিসিয়স্‌কে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "পুত্র, তার জন্য আমিই প্রার্থনা করব। কিন্তু যাদের মনে সন্দেহ আছে, তাদের উদ্দেশ করে আজ যে কথা বলেছি, তা তুমি শুনেছ ত ? ঈশ্বর স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তা ছাড়া ভুলে যেও না, এ জীবনের পরও অনন্ত জীবন আছে।

বিবর্ণমুখে গুরুর চরণ ধরিয়া ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা জানি, গুরুদেব, কিন্তু আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না—কিছুতেই পার্‌ছি না! যদি রক্ত দিতে হয়, খৃষ্ট আমার রক্ত গ্রহণ করুন, তার নয়! আমি সৈনিক, তিনি আমাকে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ শাস্তি দিন। শুধু লিজিয়াকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন। সে যদি মুক্তি পায়, তার বিনিময়ে আমি সকল রকম যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি। সে এখন বালিকা মাত্র, গুরুদেব! আর প্রভু আমাদের সর্ব্বশক্তিমান—সিজারের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী, তা আমি জানি—আমি জানি! আর আপনি নিজেই লিজিয়াকে পরম স্নেহ করেন—আমাদের দু'জনকে আপনি আশীর্ব্বাদও করেছেন। সে নির্দ্দোষ শিশু বল্‌লেই হয়। সে—"

আবার নত হইয়া ভিনিসিয়স্ পিটারের জানুদেশে মুখ ঢাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া চলিলেন, "গুরুদেব, আপনি খৃষ্টকে জানেন। তিনি আপনার কথা শুন্‌বেন। লিজিয়ার জন্য আপনি প্রার্থনা করুন!"

খৃষ্ট-শিষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিটারের ওষ্ঠাধরের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ভিনিসিয়স্ জীবন বা মৃত্যুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে পিটার বলিলেন, "ভিনিসিয়স্, তোমার বিশ্বাস আছে?"

"হ্যাঁ, গুরুদেব, তা না হ'লে কি আমি এখানে আস্‌তাম?"

"তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস রেখ। কারণ, বিশ্বাসের বলে পাহাড়কেও সরিয়ে দেওয়া যায়। যদি তুমি এই কুমারীকে সিংহের মুখে যেতে দেখ, তরবারী তার মাথার উপর উদ্যত হতে দেখ, তা হ'লেও বিশ্বাসে অবিচলিত থেক—খৃষ্ট তাকে রক্ষা করবেন। সব সময়ে বিশ্বাস রেখ, তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রো। আমিও তোমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেব।"

তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হে করুণাময় খৃষ্ট, এই দুঃখভার নিপীড়িত অন্তরের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত কর, একে সান্ত্বনা দেও। হে দয়াময় খৃষ্ট, তুমি তোমার জনকের কাছে প্রার্থনা করেছিলে যে, তোমার কাছ থেকে তিনি যেন তিক্ততাপূর্ণ পেয়ালা তাঁর মুখেই ধরেন। সেই রকম ভাবে তোমার সেবকের দুঃখের পেয়ালা সরিয়ে দেও! তথাস্তু!"

ভিনিসিয়স ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খৃষ্ট, আমি তোমারই! তার বদলে আমাকে গ্রহণ কর!"

তখন পূর্ব্বগগন ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

—ছয়—

খৃষ্ট-শিষ্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভিনিসিয়স্ মামারটাইন্ কারাগারে গমন করিলেন। সেখানে যে সকল প্রিটোরিয়ান্ পাহারা দিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে চিনিত এবং প্রায়ই কোনরূপ অসুবিধা না ঘটাইয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে দিত। কিন্তু এবার তাহারা তাঁহাকে ভিতরে যাইবার জন্য পথ করিয়া দিল না। একজন সেনানী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "হুজুর, ক্ষমা করবেন, আজ কা'রও যাবার হুকুম নেই।"

বিবর্ণমুখে ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তোমরা হুকুম পেয়েছ?"

সহানুভূতিভরে সৈনিক-পুরুষ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,

হুজুর, স্বয়ং সিজারের আদেশ। অনেক লোক পীড়িত হয়ে পড়েছে। তাই কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা দর্শকরা কারাগার থেকে পীড়া বাইরে সংক্রামিত করতে পারেন।"

"কিন্তু তুমি এইমাত্র বল্লে, হুকুমটা শুধু আজকের জন্য ?"

"দুপুর বেলা আমরা যাব, অন্য দল আস্‌বে!"

তার পর সেনানী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "হুজুরের কোন আশঙ্কা নেই। কারারক্ষীরা এবং উরসস্ তাঁর কাছে আছে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে নত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ তরবারীর অগ্রভাগের দ্বারা তিনি পাথরের উপর একটি মৎস্য অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ভিনিরিস্ তাঁহার দিকে চাহিলেন।

তিনি বলিলেন, "তবু তুমি প্রিটোরিয়ান্ ?"

কারাগারেরর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যতক্ষণ ওখানে না যাই।"

"আমি খৃষ্টের একজন উপাসক।"

"তাঁর নাম ধন্য হোক্! হ্যাঁ, হুজুর, আমি সব জানি। আমি আপনাকে কারাগারে ঢুক্‌তে দিতে না পারি; কিন্তু কোন লিখন যদি দেন তা আমি কারারক্ষীর হাত দিয়ে যথাস্থানে পাঠাতে পারি।"

"ধন্যবাদ, ভাই!"

সৈনিক পুরুষের কর চাপিয়া ধরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সূর্য্যালোকে কারাগার তখন প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। ভিনিসিয়সের মনে যেন নির্ভরতা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। এই খৃষ্টান সেনানী পুনরায় তাঁহার মনে খৃষ্টের শক্তির পরিচয় প্রদান করিল।

ভিনিসিয়স্ আপন মনে বলিলেন, "আজ তার দেখা পেলাম না, প্রভু ; কিন্তু তোমার দয়ায় আমি বিশ্বাস করি।"

বাড়ী ফিরিয়া তিনি পেট্রোনিয়স্‌কে দেখিতে পাইলেন। তিনি ভিনিসিয়স্‌কে বলিলেন, "খবর আছে। আজ টুলিয়স সেনেসিওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সিজারের সেখানে যাবার কথা ছিল। অগষ্টা কেন যে ক্ষুদ্র রুফিয়স্‌কে সঙ্গে নিয়ে, সেখানে গিয়েছিলেন বল্‌তে পারিনে। সম্ভবতঃ ছেলের সৌন্দর্য্যে সিজারকে মোহিত করে দেবেন এই রকম মতলব হয় ত ছিল। যা হোক্, সিজার যখন পড়্‌ছিলেন, ছেলেটা তখন ঘুমুচ্ছিল। তা দেখে ক্রুদ্ধ সিজার একটা পাত্র তার মাথায় ছুঁড়ে মারেন। ছেলেটার মাথায় সাংঘাতিক আঘাত লাগে। পপিয়া তাই দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যারা তখন সেখানে ছিল, তারা শুন্‌তে পেয়েছিল সিজার বল্‌ছেন, 'ঢের হয়েছে, আর সহ্য হয় না।' তার স্পষ্ট অর্থ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "অগষ্টার ওপর ভগবানের ন্যায়দণ্ড উদ্যত। কিন্তু আপনি আমাকে এ কথা বল্‌ছেন কেন ?"

"মানে এই যে, নিজের দুর্ভাগ্যের চাপে পপিয়া আর তোমাদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর্‌বার সময় পাবেন না। বরং তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হবে। আজ রাত্রিতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা পাড়্‌ব।"

"ধন্যবাদ, পেট্রোনিয়স্! সত্যি আপনি আমাকে সুখবর শোনালেন।"

"এখন যাও, স্নান কর। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুর্ব্বের ভিনিসিয়সের তুমি ছায়ামূর্ত্তি, এত খারাপ হয়েছে তোমার চেহারা।"

"কবে থেকে খেলা আরম্ভ হবে জানেন ?"

"দশ দিনের মধ্যে। তবে ম্যামারটাইন কারাগারে হাত পড়বার আগে অন্য কারাগার শূন্য হবে। সুতরাং অবস্থাটা সম্পূর্ণ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক নয়।"

পেট্রোনিয়স্ একটা সংবাদ ভিনিসিয়সের কাছে চাপিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, সে সংবাদ শুনিলে যুবকের দুঃখ বাড়িবে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিজার ও টিগেলিনস্ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী খৃষ্টান তরুণীদিগকে নিজেদের ও বন্ধুগণের ভোগের জন্য রাখিয়া বাকীগুলিকে প্রিটোরিয়ান্ ও বন্য-পশুর রক্ষকদিগকে ভোগের জন্য প্রদান করিবেন। পেট্রোনিয়স্ জানিতেন, লিজিয়া রক্ষা না পাইলে ভিনিসিয়স্‌কে বাঁচান যাইবে না। সে জন্য তিনি যুবকের মনে আশার সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেন। ভিনিসিয়স্ যদি প্রাণত্যাগই করেন, তবে হাসিমুখে, প্রফুল্লভাবে যেন করেন, বিশীর্ণমুখে যেন না মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আজ আমি অগষ্টাকে বল্‌ব, 'আপনি লিজিয়াকে ভিনিসিয়সের জন্য রক্ষা করুন, আমি আপনার ছেলে রুফস্‌কে রক্ষা করব।' আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে। সিজারের কাছে সময়মত এক কথাতে মানুষকে বাঁচান যায়, আবার সর্ব্বনাশ করাও চলে। যাই হোক্, এই রকমে খানিকটা সময় পাওয়া যেতে পারে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "ধন্যবাদ !"

"আমাকে ধন্যবাদ যদি দিতে চাও ত, আহার করে বিশ্রাম কর। ওডিসিয়স্ গভীর বিপদের সময়ও আহার নিদ্রা ভোলেন নি। সম্ভবতঃ সারারাত তুমি কারাগারে ছিলে ?"

"না। সকালবেলা আমি যখন কারাগারে প্রবেশ কর্‌তে গেলাম, তখন জান্‌তে পার্‌লাম, কাকেও সেখানে যেতে দেওয়া নিষেধ। আপনি

চেষ্টা করে দেখ্‌বেন হুকুমটা শুধু আজকের জন্য, না যতদিন খেলা দেখান না হয় ততদিন পর্য্যন্ত।"

"হ্যাঁ, তা আজই জান্‌ব। এখন আমি বিশ্রাম করব। তুমি আমার অনুকরণ্‌ কর।"

উভয়ে যে যাহার কাজে গমন করিলেন। ভিনিসিয়স্‌ লিজিয়ার জন্য একখানি চিঠি লিখিলেন। তারপর উহা লইয়া কারাগারে গেলেন। সেনানী চিঠিখানি লইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, "লিজিয়া আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর বাকি উত্তর আজই আমি আপনার কাছে নিয়ে যাব।"

ভিনিসিয়স্‌ বাড়ী না ফিরিয়া অদূরে এক প্রস্তরের উপর বসিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ক্লান্তদেহে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, ঘোররাত্রি। তিনি যেন লিজিয়ার দেহ বহন করিয়া চলিয়াছেন। অগ্রে বাতি হস্তে পম্পোনীয়া, এমন সময় বহুদূর হইতে কেহ যেন বলিল, "ফিরে এস!" সে কণ্ঠস্বর যেন পেট্রোনিয়সের মত। সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া ভিনিসিয়স্‌ অগ্রসর হইলেন। একটি কুটীরের কাছে আসিয়া তিনি যেন দেখিলেন, পিটার দাঁড়াইয়া আছেন। লিজিয়াকে দেখাইয়া ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, "আমরা সার্কাস্‌ থেকে আস্‌ছি; কিন্তু লিজিয়াকে জাগাতে পার্‌ছি না, গুরুদেব! আপনি ওকে ডেকে তুলুন।" পিটার উত্তর করিলেন, 'খৃষ্ট নিজেই এসে ওকে জাগিয়ে তুল্‌বেন।'

স্বপ্নের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্বপ্নে নীরোকে দেখিলেন, পপিয়া যেন আহত রুফিয়স্‌কে কোলে করিয়া চলিয়াছেন। টিগেলিনস্‌ যেন টেবলের উপর সজ্জিত আহার্য্যের উপর ভস্ম নিক্ষেপ করিতেছেন,

আর ভিটেলিয়স্ মাংস গ্রোগ্রাসে ভক্ষণ করিতেছেন। তিনি যেন টেবলের পাশে লিজিয়ার সহিত উপবিষ্ট। চারিদিকে সিংহের দল বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের জিহ্বা রক্তরঞ্জিত। লিজিয়া তাহাকে সেখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু ভিনিসিয়সের হস্তপদ নাড়িবার শক্তি যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সূর্যের প্রখর উত্তাপে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মুছিয়া তিনি দেখিলেন, রাজপথ জনসমাগমে পূর্ণ হইয়াছে।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি এক সুদৃশ্য শিবিকার উপর নিপতিত হইল। চারিজন মিশরীয় প্রকাণ্ড দেহ ক্রীতদাস উহা বহন করিয়া চলিয়াছিল। তাহারা জনতাকে পথ দিবার জন্য বলিতেছিল, "হঠ্ যাও, অগষ্টান্ আমীরের জন্য পথ করে দাও!"

কিন্তু জনতা পথ করিতেছে না দেখিয়া আরোহী শিবিকা হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "হতভাগাদের সরিয়ে আমার যাবার পথ করে দেও। খুব তাড়াতাড়ি কর!"

সহসা আরোহী ভিনিসিয়স্‌কে দেখিতে পাইয়া কাগজের তাড়া তুলিয়া মুখ আবৃত করিল। ভিনিসিয়স্ মুখের উপর হাত বুলাইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, তখনও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন না ত?

সেই শিবিকার আরোহী চিলো!

পথ পরিষ্কৃত হইলে বাহকগণ আবার চলিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় ভিনিসিয়স্ নিমেষ মধ্যে শিবিকার সন্নিহিত হইলেন। এতদিন যাহা রহস্যাচ্ছন্ন ছিল, সবই যেন তাঁহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, "ওহে, চিলো!"

গর্ব্বিত ভাবে সে বলিল, "যুবক, আমি আপনাকে অভিবাদন করছি, কিন্তু আমাকে আটকাবেন না। কারণ, আমার বন্ধু পেট্রোনিয়সের বাড়ী আমি যাচ্ছি।"

শিবিকার প্রান্ত ধারণ করিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি লিজিয়াকে বেচেছ।"

ভয়ে চিলো বলিয়া উঠিল, "মেম্নন !"

কিন্তু ভিনিসিয়সের দৃষ্টিতে ভীতিপ্রদর্শনের ভাব ছিল না। চিলো শীঘ্র প্রকৃতস্থ হইল। সে ভাবিয়া দেখিল যে, এখন সে সিজার ও টিগেলিনসের আশ্রয়ে আছে। এই দুই শক্তির কাছে সকলেই ভয়ে কম্পিতকলেবর। তাহা ছাড়া, তাহার বাহকগণ দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। ভিনিসিয়স্ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

ভিনিসিয়সের আরক্ত নেত্রের দিকে চাহিয়া দর্পভরে সে বলিল, "আর আপনি ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধকে বেত্রাঘাত করেছিলেন !"

মুহূর্ত্তমাত্র উভয়েই নীরব। ভিনিসিয়স্ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, চিলো কাজটা আমার অসঙ্গত হয়েছিল।"

চিলো আঙ্গুল মটকাইয়া দর্পিতকণ্ঠে উচ্চস্বরে বলিল, "বন্ধু, আপনার যদি আমার কাছে কিছু অনুরোধ থাকে, সকালবেলা আমার বাড়ীতে যাবেন। সেখানে স্নানের পর আমি পরিচিত ব্যক্তি এবং মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করি।"

সে বাহকগণকে চলিতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল, "ওমরাহ চিলো চিলোনিডেসের শিবিকা চলেছে—পথ ছেড়ে দেও !"

—সাত—

লিজিয়া তাহার সুদীর্ঘ পত্র তাড়াতাড়ি লিখিয়া ভিনিসিয়সের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, কারাগারে এখন কাহারও আসিবার আদেশ নাই। এখন ক্রীড়া প্রাঙ্গণেই লিজিয়া ভিনিসিয়স্‌কে দেখিতে পাইবে। লিজিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, নির্দ্ধারিত দিনে ভিনিসিয়স্ যেন উপস্থিত থাকেন। অন্তিমকালে সে যেন তাঁহাকে দেখিতে পায়।

সে লিখিয়াছিল, "খৃষ্ট আমাকে এ জীবনে রক্ষা করিবেন, কি মৃত্যুর মধ্য দিয়া রক্ষা করিবেন, তাহা আমার কাছে তুচ্ছ। যেরূপেই হউক, গুরুদেবের মুখ দিয়া তিনি আমাকে তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছেন। আমি তোমারই।"

তাহার পর সে ভিনিসিয়স্‌কে দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়াছে। দুঃখ-ভারে তিনি যেন অবসন্ন হইয়া না পড়েন। যে বন্ধন উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, মৃত্যু তাহাকে ছিন্ন করিতে পারিবে না। সে বালিকাসুলভ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছে যে, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে যন্ত্রণাভোগের পর যখন দেহ হইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, অমনই সে খৃষ্টকে বলিবে যে, তাহার বাকদত্ত স্বামী, তাহার মার্কস্ রোমে পড়িয়া আছেন, তিনি তাহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছেন—তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল—সুতরাং খৃষ্ট তাহার আত্মাকে মুহূর্ত্তের জন্য মর্ত্তে ফিরিবার আদেশ দিবেন, তাহাতে ভিনিসিয়স্ বুঝিতে পারিবেন, সে মরে

নাই। সুতরাং ভিনিসিয়স্ আর দুঃখ শোক ভোগ করিবেন না, সুখী হইবেন।

এই পত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইতে চাহিল। তাঁহার মনে হইল, হিংস্র পশুর নখদন্তাঘাতে লিজিয়ার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। তাহাতে খৃষ্ট যে লিজিয়ার উপর প্রসন্ন নহেন তাহাই বুঝাইবে।

ভিনিসিয়স্ প্রতিদিন কারাপ্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, খৃষ্ট অলৌকিক উপায়ে লিজিয়াকে রক্ষা করিবেন। পিটার লিজিয়ার জন্য স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহার মুক্তি নিশ্চয়ই আসন্ন। এই সব কথা লিখিয়া ভিনিসিয়স্ লিজিয়াকে উত্তর দিলেন।

চিঠিখানি সেই সেনানী যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিবস যখন ভিনিসিয়স্ কারাগারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেনানী তাঁহার অবস্থান স্থান হইতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি বলিলেন, "হুজুর, আমার কথা শুনুন। খৃষ্ট আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্য বহু দুঃখের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশও করেছেন। কাল রাত্রিতে সিজার এবং টিগেলিনসের ভৃত্যরা কারাগারে এসেছিল। তারা তাদের মনিবদের জন্য জনকয়েক খৃষ্টান কুমারীকে বেছে নিতে এসেছিল। তারা আপনার বাকদত্ত স্ত্রীর সন্ধানও করেছিল। ভগবান্ অনুগ্রহ করে তাঁকে এমন পীড়ায় আক্রান্ত করেছিলেন যে, সেই রোগে অনেকে কারাগারে মরতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং তারা সাহস করে আপনার বাক্‌দত্তা স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারে নি। সন্ধ্যার মধ্যেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু

ত্রাণকর্ত্তাকে ধন্যবাদ যে রোগ তাঁকে বলাৎকার থেকে রক্ষা করেছে, সেই রোগই শেষকালে তাঁকে রক্ষা কর্‌বে।"

ভিনিসিয়স্ সৈনিক-পুরুষের বাহু অবলম্বন করিয়া আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন। সৈনিক-পুরুষ বলিয়া চলিলেন, "তাঁর এই দয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। লোকগুলো সত্যসত্যই লিজিয়াকে ধরেছিল এবং তাঁকে প্রশ্ন কর্‌ছিল। সেই সময়েই তারা বুঝ্‌তে পারে যে, তিনি পীড়িত। তাই দেখে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। সম্ভবতঃ এবার তাঁকে আপনার হাতে দেওয়া হবে এবং খৃষ্ট তাঁর স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়ে দেবেন।"

"তুমি সত্য কথা বলেছ, সৈনিক। খৃষ্ট তাকে মহা লজ্জাজনক অপমান থেকে রক্ষা করেছেন, মৃত্যু থেকেও তাকে তিনি রক্ষা কর্‌বেন।"

ভিনিসিয়সের কণ্ঠস্বর তখন অত্যন্ত কোমল শুনাইল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি কারাগারের বাহিরেই যাপন করিলেন। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যগণকে [illegible]র সন্ধান লইতে বলিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার কোনও পল্লীভবনে ল[illegible]বার আদেশ দিলেন।

পেট্রোনিয়স্ আরও একপদ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। [illegible]ষ্টার সহিত দ্বিতীয়বার তিনি দেখা করিলেন। তিনি তখন রুফিয়সের [illegible]-পার্শ্বে ছিলেন। শিশুর তখন বিকার উপস্থিত। কারণ, তাহার [illegible]ার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পুত্রের জন্য পপিয়া এমন অভিভূ[illegible] হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লিজিয়া ও ভিনিসিয়সের কথায় তিনি কর্ণপাত করিতেই চাহিলেন না।

কিন্তু পেট্রোনিয়স্ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভয় দেখাইলেন। তিনি

বলিলেন, "আপনি একজন নূতন দেবতাকে অসন্তুষ্ট করছেন। দেখা যাচ্ছে, আপনি ইহুদীদের জেহোভার উপাসনা করেন। কিন্তু খৃষ্টানরা বলে যে, খৃষ্ট জিহোভার পুত্র। এখন ভেবে দেখুন, আপনি পিতার ক্রোধ-ভাজন হয়েছেন কি না? এমন হতে পারে যে, দু'জন দেবতার প্রতিহিংসা আপনার ওপর পড়েছে। এখন আপনার ব্যবহারের ওপরেই আপনার ছেলের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

"আপনি আমায় কি করতে বলেন?"

"ক্রুদ্ধ দেবতাদের শান্ত করুন।"

"কি করে করব?"

"লিজিয়া পীড়িত। আপনি সিজার ও টিগেলিনসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, ভিনিসিয়সের হাতে তাকে ফিরিয়ে দিন।"

হতাশ ভাবে পপিয়া বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন, সে কাজ করবার ক্ষমতা আমার আছে?"

"তা যদি না থাকে, আর একটা কাজ করবার ক্ষমতা আপনার আছে। লিজিয়া যদি রোগমুক্ত হয়, ক্রীড়া প্রাঙ্গণে তার মৃত্যু হবে। আপনি ভেস্‌টাদেবীর মন্দিরে গিয়ে প্রধানা কুমারী পূজারিণীকে আদেশ করুন যে, যখন বন্দিনীদিগকে ক্রীড়া প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তিনি বলবেন, দেবীর আদেশ লিজিয়াকে মুক্তি দেওয়া হোক্। প্রধানা কুমারী আপনার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন।"

"কিন্তু লিজিয়া যদি জ্বরেই মারা যায়?"

"খৃষ্টানরা বলে যে, খৃষ্ট অপরাধীকে তখনই শাস্তি দেন বটে, কিন্তু তিনি ন্যায়বান্। সুতরাং আপনার সদভিপ্রায় আছে, এতেই তিনি আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবেন।"

"আগে তিনি কোন লক্ষণের দ্বারা জানান যে, তিনি রুফিয়স্‌কে রক্ষা করবেন।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আমি খৃষ্টের দূত হয়ে এখানে আসিনি। শুধু এই কথাই আপনাকে জানাতে এসেছি যে, সকল দেবতার অনুগ্রহ লাভ করাই উচিত। তা সে দেবতারা রোমানই হোক্ বা বিদেশীয় দেবতাই হোক্।"

পপিয়া বলিলেন, "আমি ভেষ্টাদেবীর মন্দিরে যাব।"

পেট্রোনিয়স্ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলেন।

তিনি মনে মনে বলিলেন, "যাক্, কিছু ফল হয়েছে।"

বাড়ী ফিরিয়া তিনি ভিনিসিয়স্‌কে বলিলেন, "তোমার দেবতাকে প্রার্থনা জানাও, যেন লিজিয়া কারাগারে মারা না যায়। কারণ, সে বাঁচলে ভেষ্টাদেবীর প্রধানা পূজারিণী তাকে মুক্তি দেবেন। অগষ্টা নিজে সে জন্য মন্দিরে গেছেন।"

ভিনিসিয়স্ উজ্জ্বল-দৃষ্টিতে পেট্রোনিয়সের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খৃষ্ট তাকে রক্ষা করবেন।"

পপিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষাকল্পে প্রত্যেক দেবতার মন্দিরে বলি উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভেষ্টার মন্দিরে স্বয়ং যাইবার সময় বিশ্বাসভাজন ধাত্রী সিলভার উপর রুফিয়সের রক্ষার ভার দিয়াছিলেন।

কিন্তু হতভাগ্য বালকের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। পপিয়ার শিবিকা প্রাসাদের বাহিরে যাইবামাত্র, সিজারের দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্য রুফিয়সের কক্ষে প্রবেশ করিল। একজন বৃদ্ধা সিলভিয়ার মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল, অপর ব্যক্তি তাহার মাথায় একটি ব্রোঞ্জ-মূর্তির আঘাত করিল। তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

বালক কিছুই জানিত না। উহারা তাহার গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করিল। বালক একবারমাত্র "মা, মা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

তার পর বালকের দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অষ্টিয়ার দিকে ধাবিত হইল। সমুদ্রগর্ভে মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইল।

পপিয়া প্রধানা পূজারিণীকে দেখিতে না পাইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। নিহতা ধাত্রী এবং পুত্রের শূন্য-শয্যা দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভের পর তিনি পুত্রশোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তৃতীয় দিবসে সিজার পপিয়াকে এক ভোজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সাজসজ্জা করিয়া সিজারের সে আদেশ তাঁহাকে পালন করিতে হইল। তাঁহার সে সুন্দর মুখে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা!

—আট—

অগ্নিতে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ দগ্ধ হওয়ায় নূতন করিয়া বিরাট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ এবং দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যে দিন হইতে দিবাক্রীড়া প্রদর্শিত হইবার কথা, সেইদিনই সার্কাস-প্রাঙ্গণে দলে দলে দর্শকরা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সিংহ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, হিংস্র সারমেয়দিগের চীৎকার শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। পশুদিগকে দুই দিন অভুক্ত রাখা হইয়াছিল। তাহাদিগের খাঁচার সম্মুখে রক্তসিক্ত মাংস খণ্ড সমূহ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহাতে

তাহাদের ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। হিংস্র পশুদিগের গর্জ্জনধ্বনি ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল।

একদিকে এই দৃশ্য, অপর দিকে সেই প্রভাতেই সার্কাসের সান্নিধ্যস্থান হইতে খৃষ্টানদিগের উত্তেজনাশূন্য, শান্ত গম্ভীর স্তোত্রধ্বনি বাতাসে অনুরণিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সমবেত জনতা বিস্মিতভাবে উহা শ্রবণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "খৃষ্টানরা! খৃষ্টানরা!" গত রজনীতে নানা কারাগার হইতে বন্দী খৃষ্টানগণকে সার্কাসের কক্ষসমূহের মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে, একটি কারাগার শূন্য হইলে অপর কারাগার হইতে খৃষ্টানগণকে আনয়ন করা হইবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পুরুষ, নারী ও শিশুর সংখ্যা এত অধিক যে, হিংস্র শ্বাপদদিগের অল্পেই ক্ষুধা তৃপ্তি হইবে এবং তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। এত অধিক সংখ্যক শিকারকে তাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিবে না। ইহাতে তামাসার আনন্দ দর্শকগণ তেমনভাবে উপভোগ করিতেও পারিবে না।

সার্কাসের তোরণ উন্মুক্ত হইবার সময় যতই আসন্ন হইতে লাগিল, ততই উন্মুখ জনতার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খৃষ্টানগণের পূর্ব্বে পালোঁয়ানরা রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবে, দর্শক জনগণ সে বিষয়েও আলোচনা করিতে লাগিল। এই সকল মল্লও ক্রমে অর্দ্ধনগ্ন দেহে দেখা দিতে লাগিল। তাহাদিগের সুগঠিত, সুন্দর, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া তরুণীরা তাহাদিগের দিকে সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে মল্লবীরগণ তোরণ অন্তরালে অন্তর্হিত হইল।

মল্লগণের পশ্চাতে বেত্রাধারীরা আসিতে লাগিল। তাহারা দ্বন্দ্বযোদ্ধৃগণকে বেত্রাঘাত করিয়া দ্বন্দ্বে উত্তেজিত করিয়া থাকে। তাহার

পর শকট ও অশ্বতরগণ আসিতে লাগিল। শকটগুলির উপর শরাধার। এই দৃশ্যে দর্শকগণ খুব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল।

জনসাধারণের জন্য ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রবেশ পথ সমূহ উন্মুক্ত হইল। দলে দলে দর্শকগণ প্রবেশ করিতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর দল জনতা দেখিয়া ভীষণ ভাবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন পশুর গর্জ্জন মানুষের কোলাহল সমুদ্রগর্জ্জনবৎ অনুভূত হইতে লাগিল।

রোমের প্রিফেক্ট তাঁহার দেহরক্ষী ও সেনাবাহিনীসহ তথায় আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেনেটরগণ, রাজদূতবৃন্দ, প্রিটোরিয়ান সেনানী প্রভৃতি শিবিকা বা রথে আরোহণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। মহিলারাও একে একে সমবেত হইতে লাগিলেন।

বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতগণ অবশেষে আগমন করিলেন। সর্ব্বশেষে ভেষ্টার কুমারীগণ শিবিকারোহণে উপস্থিত হইলেন।

সিজার আসিলেই ক্রীড়া আরম্ভ হইবে। জনসাধারণের তুষ্টি সাধনের জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। তাই অনতিকাল মধ্যে পপিয়া ও অগষ্টানগণ বেষ্টিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সে দলে পেট্রোনিয়স্ ও ভিনিসিয়স্ ছিলেন। উভয়ে একই শিবিকায় আসিয়াছিলেন।

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে যাবতীয় ভৃত্য ও সহকারীরা ভিনিসিয়সের অর্থপুষ্ট ছিল। তাহাদিগের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, হিংস্র জন্তুর রক্ষকগণ ভূগর্ভস্থ একপ্রান্তে লিজিয়াকে সন্ধ্যা সমাগম পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিবে। সেই সময় ভিনিসিয়সের প্রধান পরিচারকের হস্তে লিজিয়াকে অর্পণ করা হইবে। সে অমনই তাহাকে আলবান্ শৈলমালার দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে। পেট্রোনিয়স্ এই পরামর্শের ভিতর ছিলেন। তিনি ভিনিসিয়সকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রকাশ্য

ভাবে অবস্থান করেন—সকলেই যেন তাঁহাকে দেখিতে পায়, এমন স্থানে থাকিবেন। তার পর যে সকল সৈনিক প্রহরায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদিগের সহায়তায় অলক্ষ্যে সে স্থান ত্যাগ করিবেন। তিনি স্বয়ং গুহার অন্ধকারে গিয়া লিজিয়াকে দেখাইয়া দিবেন। পাছে কোন ভুল-ভ্রান্তি না ঘটে, সেই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা। রক্ষকরা তদনুসারে লিজিয়াকে লুকাইয়া রাখিবে।

এ পর্য্যন্ত ব্যবস্থামত কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ভিনিসিয়স্ যখন লিজিয়াকে দেখাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, তখন খৃষ্টান-বন্দী-দিগের অভিমুখে তাঁহাকে লইয়া যাইবার সময় সাইরস্ নামক কারারক্ষী তাঁহাকে বলিল, "হুজুর, আপনি যাঁকে খুঁজছেন, তাঁকে পাবেন কি না সন্দেহ। আমরা লিজিয়া নাম্নী তরুণীর সন্ধান করেছি, কিন্তু আমাদের আহ্বানে কোন সাড়া পাই নি। তবে এমন হতে পারে যে, বন্দীরা আমাদের বিশ্বাস করে না। বলেই হয়ত সাড়া পাওয়া যায় নি।"

রক্ষকের সহিত প্রকাণ্ড হলঘরে ভিনিসিয়স্ প্রবেশ করিলেন। তথায় আলো ছিল না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পরে অন্ধকার অভ্যস্ত হইলে ভিনিসিয়স্ দেখিলেন, খৃষ্টান-বন্দীদিগকে নেকড়ে ও ভল্লুকের পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইয়াছে। নারীদিগকেও স্ত্রী নেকড়ে বা ভাল্লুকীর বেশ পরান হইয়াছে। পুরুষ ও নারীরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত। শুধু শিশুরা পশুর গর্জ্জনে ভীত হইয়া কাঁদিতেছিল।

ভিনিসিয়স্ প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করিতে করিতে চলিলেন কিন্তু লিজিয়াকে দেখিতে পাইলেন না। এক স্থানে ক্রিস্পস্‌কে দেখিলেন। তিনি তখন বক্তৃতা করিতেছিলেন। সকলকে পাপের জন্য অনুতাপ করিতে বলিতেছিলেন। ভিনিসিয়সের মনে হইল, পিটারের উপদেশের সহিত ক্রিস্পসের কথার কত পার্থক্য!

সময় অল্প। যে কোন মুহূর্ত্তে ভূগর্ভস্থ কক্ষের লৌহদ্বার মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং বিলম্ব করা চলে না। ভিনিসিয়স্ লিজিয়া ও উরসসের নাম ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন।

এই সময়ে ভল্লুকচর্ম্মাবৃত এক ব্যক্তি তাঁহার বসন আকর্ষণ করিল। সে বলিল, "হুজুর, তাঁরা এখনো কারাগারে আছেন। আমি সব শেষে এসেছি। লিজিয়া এখন জ্বরে শয্যাশায়ী।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তুমি কে?"

"হুজুর, আমি সেই লোক, যার কুটীরে আপনার দীক্ষা হয়েছিল। তিন দিন আমি কারাগারে আছি। আজ আমার মৃত্যু হবে।"

ভিনিসিয়স্ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

লোকটি বলিল, "আপনি আমায় এখন চিন্‌তে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"পিটার আমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে তিনি উপস্থিত থেকে সকলকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। আমি সব সময়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, মৃত্যুকালে যেন তাঁকে দেখ্‌তে পাই। হুজুর, আপনি যদি জানেন, তিনি কোন্ দিকে আছেন, তা হলে দয়া করে আমায় বলুন।"

ভিনিসিয়স্ কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিলেন, "তিনি পেট্রোনিয়সের ভৃত্যদের সঙ্গে ভৃত্যের পোষাকে আছেন। কোথায় তারা বসেছে আমি জানিনে। কিন্তু আমার আসনে ফিরে গিয়ে খোঁজ নেব। তুমি যখন প্রাঙ্গণে যাবে আমার দিকে তুমি চেয়ে থেক। আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে পিটার যে দিকে আছেন সেই দিকে মাথা ফেরাব। তখন তুমি তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।"

"ধন্যবাদ, হুজুর! আপনার মনে শান্তি আসুক।"

"ত্রাণকর্ত্তা তোমায় করুণা করুন!"

"তথাস্তু!"

ভিনিসিয়স্ অন্ধকার গহ্বর হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পেট্রোনিয়সের পাশে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

পেট্রোনিয়স্ প্রশ্ন করিলেন, "সে নিরাপদে আছে?"

"না। কারাগারেই এখন পড়ে আছে।"

"তা হলে আর একটা মতলবের কথা শোন। আমার কথা শুন্‌বার সময়, তুমি নিজিডিয়ার দিকে চেয়ে থাক্‌বে। তা হলে লোকে ভাব্‌বে যে নিজিডিয়ার মাথার টুপী নিয়েই আমরা আলোচনা কর্‌ছি। টিগেলিনস্ ও চিলো আমাদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছে। আমার মতলবটা এই রকম। আজ রাত্রিতে একটা শবাধারে লিজিয়াকে রেখে মৃত দেহ বলে চালান দেওয়া যাবে। বাকিটা তুমি অনায়াসে বুঝে নিতে পার।"

ভিনিসিয়স্ দ্রুত উত্তর দিলেন, "আচ্ছা।"

এমন সময় টুলিয়স্ সেনিসিও তাঁহাদিগের আলোচনায় বাধা দিয়া বলিলেন, "খৃষ্টানদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হবে কি না জানেন?"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "না, আমরা তা জানিনে।"

"কিন্তু আমার মনে হয়, দেওয়া উচিত। তা না হলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই মনে হবে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণটা কশাইখানায় পরিণত হয়েছে।"

সিজার হীরক-হার গলদেশে ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত মুকুট শিরে পরিয়া আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে অগষ্টা—তাঁহার সুন্দর আননে প্রতিশোধস্পৃহার ভাব দেদীপ্যমান। তাঁহার কিছু দূরে ভেষ্টাল কুমারীগণ। তাঁহাদের পার্শ্বে অগষ্টান দল। সামরিক পরিচ্ছদে সেনাপতিবৃন্দ সভা-শোভন করিতেছিলেন।

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের আসন সমূহ দর্শকে পরিপূর্ণ। সর্ব্বত্রই জনগণ উচ্চৈস্বরে কথা কহিতেছিল। সকলেই কৌতুক দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। টিগেলিনস্ দলবলসহ চারিদিক প্রদক্ষিণ করিবার পর ক্রীড়ারম্ভের সঙ্কেত করিলেন।

প্রথমেই বন্য পশু সমূহ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। অসভ্য বর্ব্বরগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিল। তার পর সৈন্যগণ অস্ত্র ও বর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল এবং অন্ধভাবে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। কেহ ভূপতিত হইলে সে দর্শকদিগের করুণা উদ্রেকের জন্য প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। কিন্তু দর্শকগণের তাহাতে তৃপ্তি হইতে পারে না। তাহারা বিজয়ীকে উৎসাহিত করিতে লাগিল, সে যেন পরাজিতকে হত্যা করিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমেই দ্বন্দ্ব-যোদ্ধার সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল। অবশেষে দুইজন মাত্র রঙ্গক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে দেখা গেল। উহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে শেষে উভয়েই উভয়কে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। মৃতদেহগুলি রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা হইল এবং দাসগণ জাফ্‌রান্ পত্র সমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া শোণিত-সিক্ত বালুকারাশি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ইহার পর প্রসিদ্ধ মল্লবীরগণ রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। ঘোড়দৌড়ে যেমন বাজি রাখা হয়, সেই ভাবে প্রত্যেক মল্লবীরের উপর আমীর ওমরাহ এবং জনসাধারণ বাজি ধরিতে লাগিল। সিজার পর্য্যন্ত বাদ গেলেন না। প্রায় পঁচিশজন মল্লবীর সশস্ত্র হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল।

কুয়ো ভেডিস্ বা

দুইজন করিয়া প্রতিযোগী পরস্পরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। লাসিও নামক একজন গল, ক্যানেনডিও নামক অপর মল্লবীরের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অমনই বাজি আরম্ভ হইল। কেহ লাসিও, কেহ ক্যালেনডিওর উপর সহস্র সহস্র মুদ্রা বাজি ধরিতে লাগিল।

উভয়ের মধ্যে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই বীর, উভয়েই কৌশলী যোদ্ধা। কিন্তু লাসিও অবশেষে ক্যালেনডিওর অস্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইল। সে তখনও মরে নাই।

সিজার লাসিওর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, অগ্নিকাণ্ডের কিছুদিন পূর্ব্বে লাসিওর উপর বাজি ধরিয়া তিনি লিনিসিয়সের কাছে বহু টাকা হারিয়া ছিলেন। এখন তাহাকে ভূপতিত দেখিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্নদিকে রাখিলেন। ক্যালেনডিও ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল। তখন সে লাসিওর বুকের উপর জানুপাতিয়া বসিয়া ত্রিফলা ছোরা খুলিল এবং উহা লাসিওর বক্ষোদেশে আমূলে বসাইয়া দিল। বীর যোদ্ধা দুই চারিবার খাবি খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মৃতদেহ অপসারিত হইল। তখন অন্যান্য মল্লবীর রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। সে যুদ্ধ জয়লাভের জন্য নহে—পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য। কয়েকজন যোদ্ধা যুদ্ধ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলে, বেত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া পুনরায় মৃত্যুমুখে তাহারা ঝাঁপ দিল। এই নৃশংস বর্ব্বর আনন্দে রোমের নাগরিকগণ মহানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দেখা গেল, দুই চারিজন আহত যোদ্ধা রক্তাপ্লুত দেহে রঙ্গক্ষেত্রে ধুঁকিতেছে। আর সব শোণিত-স্রোতে ভাসিয়া শবে পরিণত হইয়াছে। জয়ী বীরগণকে মাল্যভূষণে ভূষিত করা হইল।

ইহার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম। তখন সিজারের আদেশে ভোজের আয়োজন হইল। জনসাধারণের মধ্যে ভাজা মাংস বিতরিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট পিঠা, ফল ও সরবৎ দেখা দিল।

তার পর লটারী টিকিট বিতরিত হইতে লাগিল। উহা লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। লটারীর টিকিট অনুসারে কাহারও ভাগ্যে বাড়ী, বাগান, ক্রীতদাস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি উঠিতে লাগিল। সেই জন্য জন-সাধারণের মধ্যে এত হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি। অবশেষে প্রিটোরিয়ান বাহিনী সেই গণ্ডগোল থামাইয়া দিল। ইহাতে কাহারও হাত, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল। দুই চারিজন চাপা পড়িয়া প্রাণও হারাইল।

ধনশালীরা লটারী টিকিটের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা —বিশেষতঃ অগষ্টানগণ চিলোর ব্যবহারে আমোদ প্রকাশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই ভীষণ রক্তপাত ও যুদ্ধ ব্যাপারে সে অন্যান্য সকলের ন্যায় বাহিরে অবিচলিত ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এরূপ নির্ম্মম কশাইতুল্য ব্যবহার সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। গ্রীসের জন-সাধারণের মনোবৃত্তি অনুসারেই সে এই প্রকার হত্যাকাণ্ড দর্শনে অভ্যস্ত ছিল না। তাই বহু চেষ্টার পরও সে আপনাকে রোমকদিগের ন্যায় অবিচলিত রাখিতে পারিল না। তাহার ললাটে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, সমস্ত দেহ আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে লাগিল।

প্রথমাংশ অভিনীত হইবার পর, দর্শকদল হাত পা ছড়াইয়া খানিক গল্প করিবার সুযোগ গ্রহণ করিল।

ভাটিনিয়স্ চিলোর শ্মশ্রু আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, গ্রীক্? মানুষের গাত্র-চর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হচ্ছে দেখে কি তুমি অসহ্য বোধ করছ?"

চিলো ক্লান্তিজনক হাস্য করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখবিবরের অবশিষ্ট দুইটি পীত দন্ত দেখা দিল। সে বলিল, "আমার বাবা ত মুচি ছিলেন না, তাই চামড়া কি করে সেলাই করতে হয়, তা কখনো শিখি নি।"

বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ম্যাকৃটে! হ্যাবেট্!" (চমৎকার! লোকটা জিতে গেছে!)

সেনেসিও বলিয়া উঠিলেন, "এটা অবশ্য ওঁর দোষ নয় যে, ওঁর হৃদয়টা পনীরের মত নরম হবে।"

চিলো বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলিল, "এটা আপনারও দোষ নয় যে, শূয়োরের শ্বাসযন্ত্র আপনার মাথার বদলে রয়েছে!"

"চিলো, এখনো তুমি মল্লবীর হতে পার। তোমার হাতে যদি জাল দেওয়া যায়, তা হলে রঙ্গভূমিতে তুমি মন্দ অভিনয় করবে না।"

"আপনাকে যদি জালে ধর্‌তে পারি, তাহলে দুর্গন্ধযুক্ত একটা পশুকেই ধরা হবে!"

ফেস্‌টস্ লিগুরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "খৃষ্টানদের খবর কি? তুমি শিকারী কুকুরের মত তাদের তাড়া দিয়ে মজা দেখ্‌তে চাও না কি?"

"আপনার ভাই হওয়ার চেয়ে সেটা ঢের ভাল।"

"মেওটিয়ান্ কুষ্ঠরোগী, সরে পড়!"

"লিগুরীয় অশ্বতর, তুমিও সরে দাঁড়াও!"

"তোমার পিঠের চামড়া সুড় সুড় করছে। তোমাকে চুল্‌কে দিতে যেন না হয়।"

"নিজের গায়ের চামড়া চুল্‌কোতে থাক। তবে যদি পিঠে দাদ থাকে তা হলে সেটা সারাতে যাওয়া মানে, তোমার যেটা ভাল জিনিষ তাই যাবে!"

এইরূপে বাগ্‌বৈদগ্ধ চলিতে লাগিল। চিলো কাহারও বিদ্রূপে জবাব না দিয়া থাকিল না। ইহাতে বেশ হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সিজার মাঝে মাঝে করতালি দিয়া বলিতেছিলেন, "বা!—চমৎকার!" সেই সঙ্গে পরিহাসকারীদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। অবশেষে পেট্রোনিয়স্ চিলোর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার পৃষ্ঠদেশে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত যষ্টির প্রান্তভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দার্শনিক, তুমি বেশ বল্‌ছ। কিন্তু আসলে তোমার ভীষণ ভুল হয়েছে। দেবতারা তোমাকে টাকার থলে সংগ্রহের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তা না করে তুমি দানবের ভূমিকা গ্রহণ করেছ। এ ভূমিকা তুমি শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে পার্‌বে না।"

বৃদ্ধ তাহার পীতাভ নেত্রযুগল তুলিয়া কিছুক্ষণ পেট্রোনিয়স্‌কে দেখিল। তাহার মুখে সহসা উত্তর আসিল না। অবশেষে অনেক চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত ভূমিকা ঠিক অভিনয় করে যেতে পার্‌ব।"

এমন সময় ভেরীনিনাদ ঘোষিত হইল, এইবার নূতন খেলা আরম্ভ হইবে। সকলেই যে যাহার আসন গ্রহণ করিতে লাগিল। একদল ভৃত্য রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া রক্তচিহ্ন ঢাকিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। সুগন্ধী দ্রব্য চারিদিকে ভূরি পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

এইবার খৃষ্টানদিগের পালা। জনসাধারণ এবার নূতন ধরণের আমোদ ক্রীড়া দর্শন করিবে! খৃষ্টান শিকারগণ কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা কেহ ধারণা করিতে পারিল না। প্রত্যেক দর্শকের আননে খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিল। কারণ, জনসাধারণ শুনিয়াছিল, এই খৃষ্টানরাই নগরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে বহু প্রাচীন যুগের ধনরত্ন, ঐশ্বর্য্যসম্ভার ভস্মে পরিণত হইয়াছে। এই খৃষ্টানরাই শিশুদিগের

রক্তপান করিয়া থাকে, উৎসের জলধারা বিষাক্ত করিয়া দেয়। ইহারা অসংখ্য প্রকার পাপ আচরণ করিয়া মনুষ্যজাতিকে কলঙ্কিত করিতেছে। সুতরাং খৃষ্টানদিগের প্রতি জনসাধারণ এমন বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভীষণতম শাস্তিও যেন তাহাদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, ইহাই জনসাধারণের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ভাবিতেছিল, খৃষ্টানরা যেরূপ ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে, শাস্তি যদি তদনুরূপ না হয়, তাহা হইলে সবই ব্যর্থ হইল।

সূর্য্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে। রঙ্গভূমিতে সূর্য্যের দীপ্ত কিরণধারা বর্ষিত হইতেছিল। সমগ্র বাতাস যেন তখন বিভীষিকা ও মৃত্যুর বার্ত্তা বহন করিয়া বহিতেছিল। দর্শকরা নীরবে ভ্রূভঙ্গিভীষণ মুখে বসিয়া রহিল। কাহারও মুখে করুণার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না।

টিগেলিনস্ সঙ্কেত করিলেন। অমনই একজন বৃদ্ধ এক প্রকাণ্ড দরজায় তিনবার হাতুড়ির আঘাত করিল।

তখন চারিদিকে শব্দ হইল, "খৃষ্টান! খৃষ্টান!" ভূগর্ভস্থ পথের লৌহ-দ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল। সেই পথে কশাধৃত রক্ষিদলের চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পশুপরিচ্ছদধারী জনতায় ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। সকলেই সম্মুখভাগে দ্রুত ধাবিত হইল। রঙ্গভূমির মধ্য স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা নতজানু হইয়া সারি বাঁধিয়া বসিল। সকলেরই বাহু ঊর্দ্ধপানে উত্থিত হইল।

দর্শকদল অনুমান করিল খৃষ্টানগণ বুঝি প্রাণভয়ে দয়া প্রার্থনা করিতেছে। এরূপ কাপুরুষতা দেখিয়া তাহারা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন চারিদিক হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল, "বুনো জানোয়ারদের ছেড়ে দেওয়া হোক্!"

কিন্তু অকস্মাৎ এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। পশুচর্ম্মাবৃত নরনারীর কণ্ঠ হইতে সমস্বরে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। রোমক ক্রীড়া রঙ্গ-ভূমে সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "জয়, খৃষ্টের জয়!"

ঊর্দ্ধনেত্র খৃষ্টানগণ গান গাহিতেছে দেখিয়া জনতা স্তব্ধবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। প্রত্যেক শিকারের মুখ বিবর্ণ, কিন্তু তাহাদের আননে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি! অবশেষে দর্শকদল বুঝিতে পারিল, খৃষ্টানরা দয়া প্রার্থনা করিতেছে না। তাহাদিগের কাছে, রঙ্গভূমি, সার্কাস, সিজার, জনতা কিছুই নাই। উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে "জয়, খৃষ্টের জয়" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সমবেত দর্শকবৃন্দের মুখে প্রশ্ন শুনা গেল, "খৃষ্ট কে? যারা মর্‌বার জন্য প্রস্তুত, তাদের প্রত্যেকের মুখে ঐ নাম কেন?"

আর একটি লৌহদ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে মুক্ত হইল। সেই দ্বারপথে বন্য, দুর্দ্দান্ত, ভীষণ প্রকৃতির অতিকায় সারমেয়দল রঙ্গভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র প্রকৃতির সারমেয়গণ অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। তাহাদিগের গর্জ্জনে সমগ্র ক্রীড়াভূমি বিকম্পিত হইয়া উঠিল। খৃষ্টানরা তাহাদিগের স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া নিশ্চল অবস্থায় জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল। যেন তাহারা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। শুধু তাহাদিগের মুখে একসঙ্গে ধ্বনিত হইতেছিল, "জয়, খৃষ্টের জয়!"

পশুচর্ম্মাবৃত দেহ হইতে মনুষ্যগন্ধ নির্গত হইতেছে জানিয়াও হিংস্র সারমেয় দল, নিশ্চল প্রাণিগুলিকে প্রথমে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। বরং কোন কোন সারমেয় বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। কোন কোন কুকুর ডাকিতে ডাকিতে রঙ্গভূমির মধ্যে ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল। যেন তাহারা কোন অদৃশ্য বস্তুর অনুসরণ করিতেছে। দর্শক-বৃন্দ অবশেষে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কণ্ঠে নানাবিধ

বন্য জন্তুর গর্জ্জন ও ধ্বনির অনুকরণ চলিতে লাগিল। ইহাতে কুকুরের দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং নতজানু খৃষ্টানদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া গেল। অবশেষে একটা প্রকাণ্ড মলোসিয়ান কুকুর এক নারীর স্কন্ধদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ভূপাতিত করিল। ইহা দেখিয়া কুকুরের দল খৃষ্টানদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জনসাধারণ তখন চীৎকার বন্ধ করিয়া নারকীয় ধ্বংসলীলা দেখিতে লাগিল। কিন্তু কুকুরের গর্জ্জন ও চীৎকারকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "এস খৃষ্ট, এস খৃষ্ট !"

মনুষ্য দেহ স্তূপীকৃত হইয়া রঙ্গভূমিতে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। অর্দ্ধভুক্ত কুকুরের দল, নরমাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিতেছিল। রক্তের গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে দেখা গেল, রঙ্গভূমিতে কদাচিৎ দুই একজন খৃষ্টান নতজানু হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের চারিদিকে ডালকুত্তাদিগের দন্ত-ঘর্ষণের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

খৃষ্টানরা যখন রঙ্গভূমিতে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই ভিনিসিয়স্ তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিটার যেখানে ছিলেন, সেইদিকে মস্তক হেলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পুনরায় নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। ভীষণ দৃশ্য তিনি নিষ্পলক-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার আনন মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার মনে হইল, লোকটা যদি ভুল বলিয়া থাকে! ভ্রমক্রমে লিজিয়া যদি এই দলের মধ্যেই ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিয়া থাকে! এই চিন্তা মনে হইবামাত্র তাঁহার সমগ্র দেহ ও মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু যখন তাঁহার কর্ণে, "জয় খৃষ্ট,

জয়!" ধ্বনি প্রবেশ করিল এবং সেই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে খৃষ্টানগণ বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে ভীষণ যন্ত্রণা হইলেও, মনে পড়িল, স্বয়ং খৃষ্ট এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তখন মনে হইল, এই যে রক্তের স্রোতোধারা বহিয়া চলিয়াছে, যদি এই দলে লিজিয়া থাকে, তবে সেই স্রোতোধারায় দুই চারি ফোঁটা রক্ত মিশ্রিত হইলেই বা বিশেষ কি ক্ষতি হইবে? সুতরাং এ সময়ে করুণা প্রার্থনা করা পাপ। তিনি তখন শুষ্ককণ্ঠে শুধু প্রার্থনা করিতেছিলেন, "খৃষ্ট! খৃষ্ট! তোমার প্রধান শিষ্য তার জন্য প্রার্থনা কর্ছেন!" অবশেষে তিনি সংজ্ঞাহারা হইলেন। তখন চারিদিক বিস্মৃতিতে ভরিয়া গেল। সেই অবস্থায় তাঁহার মনে হইল, যেন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া সার্কাসভূমিকে গ্রাস করিয়া সমগ্র রোমে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন কুকুরের চীৎকার, জনতার উচ্চ কলরব অথবা অগষ্টানগণ চীৎকার করিতেছিলেন, "চিলো অজ্ঞান হয়েছে," কোন শব্দই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

পেট্রোনিয়স্ বলিয়া উঠিলেন, "চিলো অজ্ঞান হয়েছে।" সত্যই গ্রীক-বৃদ্ধ শূন্যদৃষ্টিতে, আসনের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আনন কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং মুখবিবর বিস্ফারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাকে শবের ন্যায় দেখাইতেছিল।

সেই সময়ে নূতন একদল খৃষ্টান পশুচর্ম্মে আবৃত হইয়া রঙ্গভূমিতে তাড়িত হইয়া প্রবেশ করিল। তাহারাও নতজানু হইয়া বসিল। এখন ডালকুত্তার দল নরহত্যা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না। তাহারা মুখব্যাদান করিয়া ঘনঘন শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল।

তখন দর্শকদল নরমেধ যজ্ঞের উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল—"সিংহ! সিংহ! সিংহদের ছেড়ে দেও!"

পরদিনের জন্য সিংহদিগকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দের দাবী অবশেষে সিজারকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিল। শুধু কা[illegible] জনতার এই দাবীর প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু নীরো জনতার তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহাদিগকে শান্ত করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সেই উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি নিরপরাধ খৃষ্টানদিগের স্কন্ধে নগরে আগুন দিবার অপরাধ চাপাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি তখন সিংহবিবরগুলির দ্বার মুক্ত করিয়া দিবার সঙ্কেত করিলেন। অমনই জনতা শান্ত হইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার সমূহ মুক্ত হইতে লাগিল। সিংহগণকে রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডালকুত্তার দল রঙ্গভূমির একপ্রান্তে সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। সিজার স্বয়ং প্রবেশান্মুখ সিংহবৃন্দের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অগষ্টানগণ সিংহগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রশংসাধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জনসাধারণ অঙ্গুলিরপর্ব্বে তাহাদিগের সংখ্যাগণনা করিতে লাগিল। খৃষ্টানগণ এখন কি করে তাহা দেখিবার জন্য সকলেরই প্রচণ্ড কৌতুহল জন্মিল। তাহারা তখনও পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছিল, "খৃষ্ট এস! খৃষ্ট এস!" ইহাতে দর্শকদল অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনশনপীড়িত হইলেও সিংহগণ শিকারের উপর তখনই আপতিত হইল না। তাহারা আলস্যভরে হস্ত পদের জড়তা ভাঙ্গিতে লাগিল। ক্রমে রক্তের গন্ধ তাহাদিগের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সহসা দলমধ্য হইতে একটি সিংহ একটি মৃত নারীদেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে মৃতদেহের জমাট রক্ত জিহ্বার দ্বারা চাটিতে

আরম্ভ করিল। অপর সিংহ একজন খৃষ্টানের দিকে অগ্রসর হইল। সে তাহার শিশুপুত্রকে বক্ষোমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পশু চর্ম্মদ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। শিশু ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পার্শ্বের ব্যক্তির হস্তে তাহাকে অর্পণ করিবার চেষ্টায় পিতা শিশুকে বাহু-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। সিংহ শিশুর ক্রন্দন শব্দে বিরক্ত হইয়া এক থাবায় শিশুর প্রাণহরণ করিল। পরে পিতার মাথা মুখবিবরে ধরিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

এই দৃষ্টান্তের পর সিংহগণ খৃষ্টানদিগের উপর আপতিত হইল। কোন কোন খৃষ্টান নারী সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু দর্শক-বৃন্দের আনন্দ-কোলাহলে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল। দর্শকদল ভাল করিয়া এই দৃশ্য দেখিবার জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যই সে দৃশ্য কি ভীষণ—সিংহের মুখবিবরে মানুষের মাথা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। বুকের অস্থিপঞ্জর থাবার এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল। চারিদিকে অস্থির চর্ব্বণ শব্দ! কোন কোন সিংহ শিকারকে মুখে ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় রঙ্গভূমির চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মনের সুখে মনুষ্য-মাংস গ্রাস করিবে ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রেত।

সিজার অভিনিবেশ সহকারে এই পৈশাচিক মৃত্যুলীলা দেখিতেছিলেন, কিন্তু পেট্রোনিয়স্ বিরক্তি গোপন করিতে পারিতেছিলেন না। চিলোকে তখন সেখান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ খৃষ্টানগণকে গহ্বর হইতে তাড়াইয়া রঙ্গভূমিতে পাঠান হইতেছিল। পিটার সেই ভবনের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। কারণ, সকলেরই দৃষ্টি রঙ্গভূমির প্রতি ন্যস্ত।

পিটার ক্রুশ উন্নত করিয়া মৃত, মরণোন্মুখ খৃষ্টানগণের উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। দুই চারিজন আহত খৃষ্টান সেই সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইল—তাহাদের মুখে শান্তির হাস্যদীপ্তি [illegible] উঠিল।

কিন্তু পিটারের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তোমার গৌরব প্রতিষ্ঠায় আমার মেষপাল ধ্বংস হচ্ছে—সত্যকে তারা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে! তুমি আমাকে বলেছিলে, 'আমার মেষপালকে পালন করো।' প্রভু, তুমি দেখ, আমি তাদের তোমার কাছেই পাঠাচ্ছি। তুমি তাদের তোমার কাছে টেনে নেও, তাদের তুমি আপনার করে নেও। তাদের [illegible]ত পূর্ণ করে দেও, তাদের যন্ত্রণার অবসান করে দেও। তারা যত যন্ত্রণা পেয়েছে, তার শতগুণ আনন্দ তাদের দান কর!"

সিজার সহসা উত্তেজনাবশে নূতন কিছু করিবার বাসনা করিলেন। টিগেলিনসের কাণে কাণে তিনি কি বলিয়া দিলেন। টিগেলিনস্ কারা-গুহার দিকে অগ্রসর হইলেন। জনতা স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখিল, পশুশালার সমস্ত রুদ্ধদ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে উন্মুক্ত হইল। মুক্ত দ্বারপথে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অরণ্যচর হিংস্র পশু রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। এরূপ দৃশ্য রোম পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সম্মিলিত পশুপালের গর্জ্জন, চীৎকার সমগ্র রঙ্গভূমিকে উৎকট [illegible] ভীষণ করিয়া তুলিল। দর্শক মঞ্চ হইতে নারীরা ভয়ে চীৎকার ক[illegible] উঠিল—পুরুষ দর্শকদিগেরও স্নায়ু যেন সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে সহনাতীত অবস্থায় উপনীত হইল। সকলেরই মুখে ঘনান্ধকারের ছায়া ব্যাপ্ত হইল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!"

কিন্তু শ্বাপদকুলকে ছাড়িয়া দেওয়া সহজ, তাহাদিগকে গুহায় ফিরাইয়া

লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। সিজার তখন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ধনুর্ধারী নিউমিডীয় দাসগণ প্রবেশ করিল। তাহারা প্রত্যেক প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া রঙ্গভূমি লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন নির্ব্বিচারে পশু ও মানবের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল, কোনও জীবিত প্রাণী রঙ্গভূমিতে নাই। শরাঘাতে সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নিহত বন্দী খৃষ্টানদিগের পার্শ্বে, নিহত ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, নেকড়ে, শৃগালের দল ভূতলশায়ী হইয়াছে।

যখন দেখা গেল একটি জীবও বাঁচিয়া নাই, তখন শত শত ক্রীতদাস নানাপ্রকার যন্ত্র ও আধার সহ রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মৃত দেহগুলি স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রঙ্গক্ষেত্র জীবশূন্য হইল। তখন নূতন বালি ছড়াইয়া, গন্ধদ্রব্য ঢালিয়া রক্ত মাংসের দুর্গন্ধ দূরীভূত করা হইল। চারিদিকে সুগন্ধি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

এই সময় নীরো নববেশ ধারণ করিয়া দ্বাদশজন বীণাবাদকসহ আবার পূর্ব্বস্থানে দেখা দিলেন। দর্শকদল সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, আবার কি নূতন দৃশ্যের অবতারণা হইবে!

বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিয়া নীরো গান ধরিলেন। সে সঙ্গীতে বিষাদধারা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে তখন পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। গান গাহিতে গাহিতে নীরোর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তখন জনতা প্রশংসাধ্বনি করিতে লাগিল।

এ দিকে পিটার তখন উচ্চরবে বলিতেছিলেন, "প্রভু, প্রভু! কার হাতে তুমি বিশ্বের ভার দিয়েছ, নাথ? কবে তুমি এই নগরে তোমার রাজধানী স্থাপন করবে?"

—নয়—

সূর্য্যাস্তের পর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের খেলা শেষ হইল! দর্শকদল রাজপথের দিকে ছুটিল। শুধু অগষ্টানগণ ভীড়ের অতিশয্য হ্রাস না পাওয়া পর্যান্ত বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সিজারের কাছে তাঁহারা সমবেত হইলেন। সিজার তাঁহাদিগের মুখে প্রশংসাকীর্ত্তন শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। অবশ্য দর্শকদল তাঁহার রচিত গানের প্রশংসা করিলেও তিনি নিজে তেমন সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, সকলেরই কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি এমনভাবে উত্থিত হইবে, যাহা পূর্ব্বে কখনও কেহ দেখে নাই, শুনে নাই! অগষ্টানগণ প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে নীরোর তৃপ্তি হয় নাই। পেট্রোনিয়স্ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ দেখিয়া নীরোর অসন্তোষের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। একটি মাত্র বাক্যে যদি পেট্রোনিয়স্ তখন নীরোর রচনার গুণের প্রশংসা করিতেন, তাহা হইলে নীরোর পক্ষে খুবই হৃদ্য হইত। অবশেষে অধীর হইয়া সিজার পেট্রোনিয়স্‌কে কাছে আহ্বান করিলেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কথা কচ্ছেন না কেন?"

অনাসক্তকণ্ঠে পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "বল্‌বার মত কথা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি নিজেকেও অতিক্রম করে চলে গেছেন।"

"আমারও তাই ধারণা; কিন্তু এই জনসাধারণ—"

"কবিতার সমজদার হবে এই সব হাট-মাঠের লোক? এ আপনি কি ক'রে প্রত্যাশা কর্‌তে পারেন?"

"তা হ'লে আপনিও লক্ষ্য করেছেন, আমার যতখানি প্রশংসা পাওয়ার কথা, তা আমি পাই নি?"

"সময়টা কিন্তু সুনির্ব্বাচিত হয়নি।"

"তার মানে?"

"মানুষ যখন রক্তের গন্ধে নিশ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন তার কাণের কাজ ভাল রকম চলে না।"

নীরো হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ওঃ, খৃষ্টানরাই সব অনিষ্টের মূল! তারা রোম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আর আমাকেও আক্রমণ করতে চায়! আর কি রকম যন্ত্রণা ওদের দেওয়া যায়?"

পেট্রোনিয়স্ বুঝিলেন, তিনি ঠিক পথ ধরেন নাই। সুতরাং সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার গান অতি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এখানে নিবেদন করে রাখি। তৃতীয় শ্লোকের চতুর্থ ছত্রে ছন্দঃ একটু থেমে গেছে।"

নীরো যেন কোন মহা অপরাধ করার সময় ধরা পড়িয়াছেন, এমনই ভাবে লজ্জায় আরক্ত-বদন হইলেন। একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিলেন, পরে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আপনি—আপনি সবই লক্ষ্য করেন। বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। ও ছত্রটা আমি বদলে দেব। আপনি কি মনে ক'রেন, আর কেউ ওটা লক্ষ্য করেছে? ঠিক জানেন, আর কেউ ওটা ধরে নি? যাই হোক্, সকল দেবতার দোহাই, এ কথা জনপ্রাণীর কাছে বল্বেন না—যদি প্রাণের মায়া করেন, কাকেও জানাবেন না!"

পেট্রোনিয়স্ ভ্রূভঙ্গী করিলেন। তার পর ক্লান্তকণ্ঠে উপেক্ষা ভরে বলিলেন, "সম্রাট! যদি আপনার অসন্তোষভাজন হয়ে থাকি, আপনি আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে পারেন। কিন্তু আপনার কাছে এই নিবেদন,

আমাকে প্রাণের ভয় দেখাবেন না। কারণ, ওরকম ভয় আমি গ্রাহ্য করিনে।”

তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে নীরোর দিকে চাহিলেন।

সিজার অতঃপর বলিলেন, “না, না, আপনি কোন দুশ্চিন্তা কর্‌বেন না। আপনি ত জানেন, আপনাকে আমি ভাল বাসি।”

পেট্রোনিয়স্ মনে মনে বলিলেন, “এটা শুভ-লক্ষণ নয়।”

সিজার বলিতে লাগিলেন, “আজই আপনাকে ভোজে আমি নিমন্ত্রণ কর্‌তাম্। কিন্তু তা কর্‌ব না। কারণ, আজ কবিতাটিকে সংশোধন কর্‌তে হবে। তা যদি না করি, অপরেও হয়ত দোষটা ধরে ফেল্‌বে। সেনেকা বা সেকণ্ডস্ কারিনাস্ ধরে ফেল্‌তে পারে। অবশ্য শীঘ্রই ওদের তাড়াতে হবে।”

তিনি সেনেকাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে এবং আক্রাটস্ ও সেকণ্ডস্ কারিনাস্‌কে মফঃস্বলে টাকা সংগ্রহের জন্য পাঠাতে চান। সেনেকা বুঝিলেন, এই টাকা সংগ্রহের অর্থ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি বলিলেন, “সম্রাট্, পল্লী অঞ্চলে গিয়ে আমি এখন শেষ দিনের প্রতীক্ষায় থাক্‌ব ঠিক করেছি। কারণ, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার স্নায়ু পেশীও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।”

সত্যই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল।

নীরো তাঁহার দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, এই বৃদ্ধ আর বেশীদিন তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না।

সিজার বলিলেন, “বেশ। আপনি যখন পীড়িত, তখন আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে। আপনাকে আমি ভালবাসি। আপনি

আমার কাছে কাছেই থাকুন। আপনি বাড়ী যান। সেথান থেকে আর বেরুবেন না।"

তার পর উচ্চহাস্য সহকারে নীরো বলিলেন, "যদি আক্রাটস্ ও কারিনস্‌কে শুধু পাঠাই, তা হ'লে ওঁরা নেকড়ে বাঘের মত আমার জন্য ভেড়া সংগ্রহে লেগে যাবেন। ওঁদের ওপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার মত কাকে পাঠান যায়?"

ডমিটিয়স্ আফার বলিলেন, "হুজুর, আমাকে পাঠাতে পারেন।"

সিজার বলিলেন, "না, তা হয় না। মার্করি দেবের ক্রোধ রোমের ওপর পড়ে, এ আমি চাইনে। সেনেকার মত কোন দার্শনিক পণ্ডিতকে পাঠাতে চাই। অর্থাৎ আমার নতুন বন্ধু দার্শনিক চিলোর মত লোক চাই।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "চিলো কোথায়? কি হ'ল তার?"

চিলো তখন সুস্থ হইয়া সেখানে ফিরিয়া আসিতেছিল। সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "হে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশধর, আমি এখানেই আছি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু আপনার গান শুনে আবার তাজা হ'য়েছি।"

সিজার বলিলেন, "তা হ'লে তোমাকেই এচিয়ানদের কাছে পাঠাব। তুমি বোধ হয় জান, সেখানকার প্রত্যেক মন্দিরে কত ধনরত্ন আছে?"

চিলো বলিল, "আপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে। প্রত্যেক দেবতার মন্দির হতে এত ধনরত্ন আস্‌বে, যা কোন নশ্বর মানুষ পূর্ব্বে কল্পনাও করে নি।"

"বেশ। কিন্তু এখানকার আমোদ-প্রমোদ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে কর্‌ছি না।"

অগষ্টানগণ নীরোর বিদ্রূপের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিলেন, "না, সম্রাট্, এই নির্ভীক গ্রীক্‌কে রঙ্গভূমির প্রমোদ-দৃশ্য থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন না।"

চিলোও বিদ্রূপভরে বলিয়া উঠিল, "সম্রাট্, এই সব বদমাসের মুখ যাতে দেখ্‌তে না হয়, সে ব্যবস্থা আপনি করুন। সহরের এই সব হাঁসের মস্তিষ্ক জড় করলেও একটা পেয়ালা ভর্ত্তি করা চল্‌বে না। সম্রাট্, আপনার উদ্দেশে একটা গ্রীক্ স্তোত্র আমি রচনা কর্‌তে চাই। সে জন্য সঙ্গীতদেবীর মন্দিরে দিনকয়েক আমি দ্বার বন্ধ করে থাক্‌তে চাই।"

সিজার বলিলেন, "না, না, তুমি ঐ অছিলায় বাকি আমোদ প্রমোদে অনুপস্থিত থাক্‌তে চাও। না, চিলো, তা হ'বে না।"

"হুজুর, সত্যই আমি স্তোত্র রচনা করব।"

"বেশ ত, রাত্রিবেলা সে কাজ করতে পার।"

চিলো নত হইয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হাস্যকারী অগষ্টানদিগের প্রতি চাহিল। সম্রাট, সেনেসিও এবং স্থুলিয়স্ নেরিস্ট্রলিনসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আজকের দিনের জন্য যে সব খৃষ্টানকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাদের অর্দ্ধেকের আজ শেষ হয়েছে বলে মনে হয় কি?"

বৃদ্ধ একুইলস্ রেগুলস্ এ সকল বিষয়ে ওস্তাদ। তিনি মুহূর্ত্ত চিন্তার পর বলিলেন, "নিরস্ত্র এবং অকুশলী অভিনেতারা অনেকক্ষণ সময় নিয়েছে, কাজেই দৃশ্যটা উপভোগ্য হয় নি।"

সিজার বলিলেন, "তা হ'লে ভবিষ্যতে এদের হাতে অস্ত্র দেবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

এই কথা শুনিয়া কুসংস্কারান্ধ ভেস্‌টিনস্‌ সহসা রহস্যময় ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "লক্ষ্য করে দেখেছেন কি, এই খৃষ্টানরা মৃত্যুকালে যেন কোন অপূর্ব্বদৃশ্য দেখ্‌ছে, এম্‌নি ভাব প্রকাশ করেছে। তারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃত্যু বরণ করে—যেন কোন যন্ত্রণাই তাদের হয় নি। আমার বিশ্বাস, তারা নিশ্চয় কিছু অভাবনীয় বিষয় দেখ্‌তে পায়।"

এই কথা বলিয়া তিনি নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিলেন। অন্য অগষ্টানরা ইহাতে হাসিতে লাগিল। সিজার তখন ক্রীতদাসগণকে মশালের আলো ধরিতে বলিয়া সার্কাস প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

বাহিরে অনেকে সিজারকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা জয়ধ্বনিও করিল। কিন্তু তাহা এত মৃদু ও উত্তেজনাশূন্য যে সহসা সে জয়ধ্বনি বাতাসে মিলাইয়া গেল। তখনও গাড়ী বোঝাই মৃতদেহ বাহিরে আসিতেছিল।

পেট্রোনিয়স্‌ ও ভিনিসিয়স্‌ নিঃশব্দে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। বাড়ীর কাছে আসিয়া পেট্রোনিয়স্‌ বলিলেন, "আমি যা তোমাকে বলেছিলাম, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি?"

"হাঁ।"

"সিজার ও টিগেলিনসের চাল ব্যর্থ করে, লিজিয়াকে উদ্ধার করা আমার পক্ষে জীবন মৃত্যুর ব্যাপার, তা জান? আমার মনে হয়, শেষকালে আমি হয়ত জয়ী হতে পারি—আমার জয়লাভ নিশ্চিত, তবে আমার প্রাণ যেতে পারে। আজকের ব্যাপার দেখে আমি সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়েছি।"

"খৃষ্ট আপনার মঙ্গল করুন!"

"আচ্ছা। তুমি তুমি দেখ্‌তে পাবে।"

শিবিকা প্রাসাদ সমীপে থামিল। তাঁহারা অবতরণ করিবামাত্র একটি মূর্ত্তি অন্ধকার হইতে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল।

মূর্ত্তি বলিল, "আপনি কি ভিনিসিয়স্?"

"হ্যাঁ, তুমি কি চাও?"

"আমি মিরিয়মের ছেলে, নাজারস্। আমি লিজিয়ার খবর নিয়ে কারাগার থেকে আস্‌ছি।"

ভিনিসিয়স্ যুবকের বাহুর উপর ভর দিয়া চন্দ্রালোকে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নাজারস্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। উরসস্ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। জ্বরের ঘোরে তিনি প্রার্থনা-কালে খালি আপনার নাম করেছেন।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "খৃষ্টের জয় হোক্! শুধু তিনিই লিজিয়াকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

নাজারস্‌কে লইয়া ভিনিসিয়স্ পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। পেট্রোনিয়স্‌ও তথায় আসিয়া জুটিলেন।

নাজারস্ বলিয়া চলিল, "পীড়ার জন্যই লিজিয়ার ওপর অত্যাচার হয় নি। বদমাস শয়তানরা ভেবেছিল, পাছে রোগের ছোঁয়াচ তাদেরও ধরে। উরসস্ ও গ্লৌকস্ দিনরাত তাঁর শুশ্রূষা কর্‌ছেন্।"

"কারারক্ষীরা বদল হয়নি ত? সেই সব লোকই আছে?"

"হ্যাঁ, হুজুর। লিজিয়া তাদের ঘরেই আছেন। যে সকল ভাই ভূগর্ভস্থ ঘরে ছিল, তারা সবাই জ্বরে এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে।"

এই সময় পেট্রোনিয়স্ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?"

যুবক বলিল, "ভিনিসিয়স্ আমায় ভাল চেনেন। যে বিধবার কাছে লিজিয়া বাস করতেন, আমি তাঁরই ছেলে।"

"তুমি খৃষ্টান ?"

"সে বলিল, "হ্যাঁ, হুজুর।"

"তুমি কি করে জেলে ঢুকলে ?"

"মৃতদেহ সরাবার অজুহাতে ঢুকেছি। ভাইদের সাহায্য করতে পারব মনে করেই ঢুকেছি। তাছাড়া তাদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহও অন্য উদ্দেশ্য।"

পেট্রোনিয়স্ যুবককে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

"বন্ধু, তুমি কোন্ দেশের লোক ?"

"হুজুর আমি একজন গ্যালিলীয়।"

"লিজিয়ার মুক্তিলাভ তোমার কাম্য ?"

"প্রাণ দিলেও যদি তাঁকে রক্ষা করা যায়, সেজন্য আমি প্রস্তুত।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তাহ'লে কারারক্ষীদের বলে দেও যে, তারা যেন লিজিয়ার দেহ একটা শবাধারে রাখে। সে যেন মারা গেছে এই ভাবটা প্রকাশ করতে হবে। তুমিও জনকয়েক লোক ঠিক কর। রাত্রিকালে তাকে ঐ রকমে ওখান থেকে সরাতে হবে। কবরস্থানের কাছে লোকজন একখানা শিবিকা নিয়ে অপেক্ষা করবে। তাদের হাতে শবাধারটা দিয়ে দেবে। আমার তরফ থেকে প্রত্যেক কারারক্ষীকে এত মোহর দেবে যা তারা পকেটে করে নিয়ে যেতে পারে।"

নাজারস্ দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "খৃষ্ট তাঁকে সুস্থ করে তুলুন, তাঁকে মুক্ত করতেই হবে !"

পেট্রোনিয়স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারারক্ষীরা রাজি হবে ত ?"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তা হবে। তারা এর মধ্যেই লিজিয়াকে পালিয়ে যাবার জন্য মত দিয়েছে। মৃতদেহ হিসাবে তাকে বার করবার ব্যবস্থায় তাদের কাজও হাল্কা হয়ে যাবে।"

নাজারস্ বলিল, "একজন লোক জলন্ত লোহা দিয়ে প্রত্যেক মৃতদেহ পরীক্ষা করে থাকে। কিন্তু খানকয়েক মোহর তার হাতে গুঁজে দিলেই সে আর সে কাজ করবে না। মৃতের বস্ত্রের একপ্রান্তে সে জলন্ত লোহাটা লাগিয়ে সে কর্ত্তব্য পালন করবে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "লোকটাকে বলো যে, এক থলে মোহর এ কাজের জন্য সে পাবে। কিন্তু বাকি কাজের জন্য তুমি বিশ্বাসী লোক পাবে মনে কর কি?"

"হ্যাঁ, এমন লোক পাব, যারা এ কাজের জন্য নিজের স্ত্রী-কন্যাকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, তারা যে কোন লোককে কারাগারে প্রবেশ করতে দেবে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "বেশ, আমাকেও সে দলের একজন ধরে রেখ।"

কিন্তু পেট্রোনিয়স্ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। প্রিটোবিয়ানরা ভিনিসিয়সকে চিনিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

তিনি বলিলেন, "তোমার কোথাও যাওয়া হতে পারে না—কারাগার বা সমাধিক্ষেত্র কোনখানেই তুমি যেতে পাবে না। প্রত্যেক লোককে—সিজার ও টিগেলিনস্‌কে বুঝতে দেওয়া চাই যে লিজিয়া মারা গেছে। কিছু সন্দেহ হলেই তারা হাঁকডাক আরম্ভ করে দেবে। সকল রকম সন্দেহ এড়াতে হলে লিজিয়াকে আলবিয়ন্ পাহাড়ে পাঠিয়ে, তোমাকে আমাকে রোমেই থাকতে হবে। দু'এক সপ্তাহ পরে তোমাকে অসুখে পড়তে

হবে। নীরোর চিকিৎসককে দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে যে, তোমার শরীর বড় খারাপ, পাহাড়ে যাওয়া তোমার দরকার। সেখানে তখন লিজিয়ার সঙ্গে তুমি মিলিত হতে পার্‌বে এবং তখন—”

কিছু থামিয়া তিনি পরে বলিলেন, “হয় ত তখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে।”

ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, “খৃষ্ট এখন লিজিয়াকে দয়া করুন! সে পীড়িত। তাকে সরাবার সময় হয় ত মারা যেতেও পারে।”

“প্রথমতঃ তাকে নিকটে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে। নির্ম্মল বাতাসে সে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে। আলবান্‌ পাহাড়ে তোমার বিশ্বাসী লোক আছে না?”

“হ্যাঁ, তা আছে। সে আমাকে ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল।”

পেট্রোনিয়স্‌ বলিলেন, “তা হলে এখুনি লেখন পাঠিয়ে দেও। তাকে বলে দেও, কাল যেন সে এখানে আসে। আমি লেখনটা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অশ্বপৃষ্ঠে দূত ধাবিত হইল।

বিদায়কালে নাজারস্‌ একান্তে ভিনিসিয়স্‌কে বলিল, “হুজুর, আমাদের এই ব্যবস্থার কথা কাকেও বল্‌ব না—আমার মাকেও না। কিন্তু পিটার আমাদের কাছে আস্‌বেন। তাঁর কাছে সব কথা বলা দরকার বলে মনে করি।”

ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, “তুমি বড় করেই সব কথা বল্‌তে পার। পেট্রোনিয়সের ভৃত্যদের মধ্যে গুরুদেব আত্মগোপন করে রঙ্গভূমিতে ছিলেন। বাকি সব বলবার সময় আমি তোমার সঙ্গেই থাক্‌ব।”

একটি অঙ্গাবরণে দেহ আবৃত করিয়া ভিনিসিয়স্ নাজারসের সঙ্গে বাহির হইলেন।

পেট্রোনিয়স্ একাকী রহিলেন। তিনি গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে আহেনোবারবস্! প্রেমিকের যন্ত্রণা দেখে তুমি পরমানন্দ ভোগ করছ, কেমন নয়? অগষ্টা, এই তরুণীর সৌন্দর্য্য দেখে তোমার মনে ঈর্ষা জেগেছিল। তোমার রুফিয়স্ মারা গেছে, তাই এখন তুমি এই মেয়েটির ধ্বংসসাধন করতে চাও। আর টিগেলিনস্? তুমি মেয়েটির সর্ব্বনাশসাধন করে আমার ওপর এক হাত নিতে চাও? কিন্তু আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলে দিচ্ছি, মেয়েটি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে কথনই প্রবেশ করবে না। তোমাদের হাত থেকে আমি তাকে কেড়ে নেব—এমন কৌশলে নেব যে, তোমাদের সব জল্পনা কল্পনা ধোঁয়ার মত উড়ে যাবে! পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে বলব, 'নির্ব্বোধের দল, পেট্রোনিয়স্ তোমাদের বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেছে'!"

মনে মনে খুসী হইয়া তিনি ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ইউনিসের সঙ্গে আহারে বসিলেন

বহুক্ষণ আমোদ-প্রমোদের পর তাঁহারা শয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময় ভিনিসিয়স্ ফিরিয়া আসিলেন। পেট্রোনিয়স্ তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গমন করিলেন।

"ব্যাপার কি? নাজারস্ কারাগারে গেছে ত?"

"হ্যাঁ, কারারক্ষীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য সে সেখানে গেছে। পিটারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে শুধু প্রার্থনা করতে বলেছেন। শেষে সবই ভাল হবে এই বিশ্বাস তিনি আমাকে রাখতে বলেছেন।"

"বেশ। যদি আমাদের কৌশলমত কাজ হয়, তা হ'লে কাল রাত্রিতে লিজিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারব।"

"হ্যাঁ, আমার লোক কাল সকালবেলাই এখানে এসে পৌছুবে।"

ভিনিসিয়স্ শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সকালবেলা নিগার আসিয়া পৌছিল। সমস্ত আয়োজন সে করিয়া রাখিয়াছে। লিজিয়াকে বহন করিবার জন্য অশ্বতর এবং ডুলি সবই প্রস্তুত।

যুবক-প্রভুকে দেখিয়া নিগার অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আপনার শরীর মোটেই ভাল নয়, হুজুর! প্রথমে আমি আপনাকে চিন্‌তেই পারি নি।"

ভিনিসিয়স্ গোপনে তাহার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেন।

নিগার বলিল, "তিনি তা হলে খৃষ্টান!"

"হ্যাঁ, আমিও খৃষ্টান হয়েছি।"

আনন্দে নিগার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "খৃষ্ট, শত শত ধন্যবাদ! আমি যাদের ভালবাসি তাদের জ্ঞাননেত্র দিয়েছ, এ জন্য তোমায় ধন্যবাদ!"

এমন সময় পেট্রোনিয়স্ নাজারস্‌কে লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "ভিনিসিয়স্, সুখবর আছে।"

সত্যই সুখবর। গ্লৌকস্ বলিয়াছেন, এই জ্বর হইতে লিজিয়া বাঁচিবে। শত শত লোক এই রোগে মরিলেও লিজিয়ার জন্য সে ভয় নাই। কারারক্ষীরা সম্মত। যে পরীক্ষা করিবে, সেও অর্থলোভে বশীভূত।

নাজারস্ বলিল, "শবাধারে আমরা গোটা কয়েক ছিদ্রেরও ব্যবস্থা করেছি। তবে একটা ভয়, আমরা যখন শবাধার নিয়ে সেনাদলের মধ্য দিয়ে যাব, সে সময় যদি লিজিয়া কোনরকম শব্দ করে ওঠেন, তবেই

মুস্কিল। তাই গ্লৌকস্‌ তাঁকে একটা ঘুমোবার ঔষধ দেবেন। শবাধারের ডালায় পেরেক মারা হবে না। যথাস্থানে পৌঁছে, তাড়াতাড়ি অন্য শবাধারে তাঁকে তুলে দেওয়া যাবে।"

পেট্রোনিয়স্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন শবাধার সেই সঙ্গে বেরোবে নাকি?"

"হ্যাঁ, হুজুর, প্রায় জন কুড়ি লোক মারা গেছে। সন্ধ্যের মধ্যে আরও জনকয়েক মারা যেতে পারে। আমাদের শবাধারটা সব শেষে থাক্‌বে। অর্থাৎ আমরা রাজপথে পড়বামাত্র, আমাদের শবাধার বাহকরা খোঁড়াতে আরম্ভ কর্‌বে। সেই সময় আর সকলে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এ দিকে আপনি লিবিটিনা মন্দিরের কাছে থাক্‌বেন। আর, সেই সময় যদি খুব অন্ধকার থাকে!"

নিগার বলিল, "ভগবান আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। কাল রাত্রিটা খুব পরিষ্কার ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। আজও রাত্রিতে আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু বাতাস খুব ভারী বোধ হচ্ছে। এখনকার রাত্রিগুলো অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি ভরা হয়ে থাকে।"

ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, "তোমরা নিশ্চয় মশাল জ্বেলে পথ চল্‌বে না?"

"শব-শোভাযাত্রার মোহড়ায় যারা থাক্‌বে, তাদের হাতেই মশাল থাক্‌বে। যাই হোক্‌, আপনারা সন্ধ্যার পরেই ঐ মন্দিরের কাছাকাছি থাক্‌বেন। সাধারণতঃ রাত দুপুরের আগে মড়া বার কর্‌বার নিয়ম নেই।"

অবশেষে পেট্রোনিয়স্‌ বলিলেন, "কাল ভেবেছিলাম যে, আমরা দু'জনেই বাড়ী থাক্‌ব। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা হবে না।"

ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। অন্ততঃ আমাকে সেখানে থাক্‌তে হবে। শবাধার থেকে আমাকেই তার দেহ বার কর্‌তে হবে।"

নিগার বলিল, "তার পর করিওলায় আমার বাড়ীতে একবার তাঁকে নিয়ে যেতে পার্‌লে, আমি তাঁর জন্য দায়ী থাক্‌ব।"

আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইল। নিগার পান্থশালায় তাহার লোক-জনের কাছে চলিয়া গেল, নাজারস্‌ কারাগারে প্রত্যবর্ত্তন করিল। তাহার হাতে এক বড় আধারে স্বর্ণমুদ্রা। সে তাহার পরিচ্ছদের অন্তরালে উহা লুকাইয়া রাখিল।

পেট্রোনিয়স্‌ ভিনিসিয়স্‌কে বলিলেন, "ব্যাপারটা সফল হতে বাধ্য। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হ'তে পারে না। অবশ্য দিনকয়েক তোমাকে শোকার্ত্ত হয়ে থাক্‌বার অভিনয় কর্‌তে হবে—কৃষ্ণপরিচ্ছদ ধারণ করাও চাই। সে অবস্থায় সার্কাসে অনুপস্থিত থাকারও বাধা হবে না। হ্যাঁ, সেখানে তোমার উপস্থিত থাকা চাই। যে রকম যোগাযোগ হয়েছে, তাতে ভুল হবার আশঙ্কা নেই। আচ্ছা তোমার এই কৃষকটিকে বিশ্বাস করা চলে ত?"

ভিনিসিয়স্‌ বলিলেন, "সে খৃষ্টান।"

পেট্রোনিয়স্‌ সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তার পর আপন মনে বলিলেন, "এত বাধাসত্ত্বেও এই ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা কেমন বেড়ে চলেছে! আশ্চর্য্য! মানুষের মনে খৃষ্টানধর্ম্ম শিকড় গেড়ে বস্‌ছে! অন্য কোন দেবতার উপাসকদের ওপর যদি এই রকম অত্যাচার হ'ত, তারা নিশ্চয় সে দেবতার সেবা ত্যাগ কর্‌ত।"

পেট্রোনিয়স্‌ কক্ষান্তরে গমন করিলেন। ভিনিসিয়স্‌ পথে বাহির হইলেন। যে বাড়ীতে পিটার তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, ঘুরিতে ঘুরিতে ভিনিসিয়স্‌ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই পবিত্র স্থানে বসিয়া প্রার্থনা করিলে খৃষ্টের কাছে তাহা অল্পে পৌঁছিতে পারে। তিনি

সেই কক্ষ মধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া খৃষ্টের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কোন বাহ্যচৈতন্য ছিল না।

অবশেষে সার্কাসে যাইবার তূরীধ্বনি যখন প্রব[illegible] হইতে লাগিল, তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন, পাহাড়ের দিকে মেঘের সমারোহ হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবামাত্র পেট্রোনিয়সের সহিত তাঁহার দেখা [illegible]।

তিনি বলিলেন, "আমি প্যালেটাইনে গিয়েছিলাম। সেখানে এক-দান দাবাও খেলেছি। আজ এলিসিয়স্ এক ভোজ দেবেন। বলে এসেছি আমরা তাতে যোগ দেব, তবে রাত দুপুরের আগে আস্‌তে পার্‌ব না। কারণ, বড় ঘুম পেয়েছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। আমি সেখানে যাব, তোমাকেও যেতে হবে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "নাজারস্ বা নিগার কারও কোন খবর পেয়েছেন?"

"না। রাত্রি দুপুরের আগে তাদের সঙ্গে দেখা হবার ত কথা নয়। কাল খৃষ্টানদের ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। কিন্তু সম্ভবতঃ বৃষ্টির জন্য হয় ত সেটা বন্ধ থাক্‌বে।"

তার পর ভিনিসিয়সের বাহুস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাকে দেখ্‌তে পাবে, ক্রুশে নয়, করিওলায়। তাকে রক্ষা কর্‌বার পর রোমের সমস্ত রত্নের বিনিময়েও তাকে হাতছাড়া করা চল্‌বে না।"

সন্ধ্যার পরই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তার পর মাঝে মাঝে বৃষ্টি চলিতে লাগিল।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "চলুন, এইবার যাই। ঝড় বৃষ্টি দেখে হয় ত আগেই তারা বেরিয়ে পড়তে পারে।"

"হ্যাঁ, এখনই যাওয়া উচিত।"

সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহারা যাত্রা করিলেন। প্রত্যেকেরই কাছে একখানা করিয়া ছোট তরবারী ছিল। ঝড় বৃষ্টির জন্য পথে লোকজন বিশেষ চলিতেছিল না।

ক্রমশঃ তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট মন্দিরের কাছে আসিলেন। সেখানে কয়েকটি অশ্বতর এবং অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

মৃদুকণ্ঠে ভিনিসিয়স্ ডাকিলেন, "নিগার!"

"হুজুর, আমি এখানে আছি।"

"সব প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ, হুজুর! কিন্তু আপনারা বৃষ্টিতে ভিজবেন না। মন্দিরের ভেতর আসুন। এখুনি শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হবে।"

সত্যই অল্প পরে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

নিগার বলিল, "কেউ যদি আমাদের দেখতে পায়, তাতে কোন সন্দেহ আস্‌বে না। ভাব্‌বে ঝড় বৃষ্টির জন্য এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু হয়ত শবদেহ আজ না বেরোতেও পারে।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "শিলাবৃষ্টি এখনি থেমে যাবে। আমরা ভোর পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌ব।"

সকলে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শিলাবৃষ্টি সত্যই থামিয়া গেল।

সহসা নিগার বলিয়া উঠিল, "কুয়াশার মধ্যে আলো দেখা যাচ্ছে। অনেক আলো। নিশ্চয় মশালের আলো।"

সে তাহার লোকজনকে বলিল, "তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাক।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "হ্যাঁ, তারাই আস্‌ছে বটে।"

ক্রমেই মশালের আলো কাছে আসিল। নিগার ক্রুশচিহ্ন শূন্যে অঙ্কিত করিল।

একদল শববাহী চলিয়া গেল। একটা শবাধার মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভিনিসিয়স্ সম্মুখে তীরবেগে ছুটিয়া গেলেন। পেট্রোনিয়স্ ও নিগারও দৌড়িলেন। হ্যাঁ, নাজারস বটে। সে বিষাদ-ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "লিজিয়া ও উরসস্‌কে এস্‌কুইলাইন কারাগারে চালান দিয়েছে। আমরা অন্য একটা শব নিয়ে যাচ্ছি।"

বাড়ীতে ফিরিয়া পেট্রোনিয়স্ অন্ধকার মুখে দাঁড়াইলেন। ভিনিসিয়সকে প্রবোধ দিবার কোন চেষ্টাই তিনি করিলেন না। এসকুইলাইন কারাগার হইতে লিজিয়াকে উদ্ধার করা অসম্ভব। তিনি বুঝিলেন, জ্বরে লিজিয়া মারা যায়, ইহা সিজারের অভিপ্রেত নহে। তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াই হত্যা করা হইবে। ভিনিসিয়সের জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। এমন ভাবে জীবনে পেট্রোনিয়স্ কখনও কোন কাজে ব্যর্থমনোরথ হন নাই।

তিনি ভাবিলেন, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বাম। ভিনিসিয়সের মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমার কি জ্বর হ'ল নাকি?"

বিচিত্রকণ্ঠে ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "আমার এখনো বিশ্বাস, তিনি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

তখন ঝড় থামিয়া আসিতেছিল।

—দশ—

তিনদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝড় সহরের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, ক্রীড়ার আমোদ প্রমোদ বন্ধ রহিল। মন্দিরের পুরোহিতরা ঘোষণা করিল যে, দেবতার ক্রোধ নগরের উপর বর্ষিত হওয়ায় এই প্রকার অনাসৃষ্টি ব্যাপার ঘটিতেছে। খৃষ্টানদিগকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই এই প্রকার অঘটন ঘটিতেছে। ইহাতে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া ক্রীড়া আরম্ভের জন্য জিদ করিতে লাগিল। সম্রাটের ঘোষণা বাহির হইল যে, ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই ক্রীড়ারম্ভ হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল—ঝড় বৃষ্টির চিহ্ন রহিল না। সহস্র সহস্র দর্শক সার্কাসে সমবেত হইল। সিজারও সভাসদবৃন্দ পরিবৃত হইয়া সকাল সকাল রঙ্গক্ষেত্রে আগমন করিলেন।

খৃষ্টানদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টানরা রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াই অস্ত্র ও বর্ম্ম ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইল। এ দৃশ্যে দর্শকদল ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। কেহ কেহ তাহাদিগকে কাপুরুষ, ভীরু বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিল যে, জনসাধারণের প্রতি আক্রোশ বশতঃ তাহারা এইরূপ করিতেছে। সিজার তখন আদেশ দিলেন, মল্লবীরগণ রঙ্গক্ষেত্রে সশস্ত্র অবস্থায় উহাদিগকে আক্রমণ করিল। নতজানু খৃষ্টানগণ মল্লবীরগণের অস্ত্রাঘাতে কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিহত হইল।

তাহাদিগের দেহ স্থানান্তরিত করা হইলে সিজারের উদ্ভাবিত ব্যবস্থার পৌরাণিক দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইল। হার্কুলিসের ভূমিকায় একজন খৃষ্টানকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। ভিনিসিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, উরসস্‌কেই হয়ত হার্কুলিসের ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, উরসস্ নহে। অন্য একজন খৃষ্টানকে এই ভাবে জীবন্ত দগ্ধ করা হইল। ইকারসের ভূমিকায় ইউরিসিয়সের পুত্র কোয়ার্টসকে এবং ডেভালস্ ভূমিকায় বৃদ্ধ ইউরিসিয়সকে নামান হইল। উভয়কে যন্ত্র সাহায্যে বহু উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া তথা হইতে তাহাদিগকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করা হইল। চিলো এই সময় নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল। তথাপি মৃত্যুর সে বীভৎস দৃশ্যে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত-প্রায় হইল। এইরূপে নানা পৌরাণিক ভূমিকায় খৃষ্টানদিগের মৃত্যুলীলা চলিতে লাগিল। মল্লবীরগণ যে সকল খৃষ্টান কুমারীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে পশুচর্ম্মে আবৃত করিয়া ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। দর্শকদল এ দৃশ্যে পরম কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালিকাকে বন্য অশ্বপদতলে নিক্ষিপ্ত করা হইল। তাহাদিগের কোমল দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সিজারের এই নবোদ্ভাবিত ব্যবস্থায় দর্শকবৃন্দ প্রচুর উল্লাস অনুভব করিল।

তাহার পর একজন খৃষ্টানের হাত জ্বলন্ত উনানের উপর বাঁধি[illegible] দেওয়া হইল। তাহার মাংস দগ্ধ হইতে লাগিল। খৃষ্টান উর্দ্ধদৃষ্টিতে নীরবে সেই অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দৃশ্যের পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম।

সিজার পারিষদবৃন্দসহ প্রকাণ্ড এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায়

সকলে জলযোগে বসিলেন। পানাহার শেষে সকলে আবার দর্শকের আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রঙ্গক্ষেত্রে বড় বড় গর্ত্ত খনন করা হইয়াছিল। সম্রাটের আসনের অনতিদূরেও কয়েকটি গর্ত্ত খনিত হইয়াছিল। ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূগর্ভস্থ কক্ষ সমূহের দ্বার মুক্ত হইল। সেই পথে নগ্নদেহ খৃষ্টান পুরুষ ও নারীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রশ পৃষ্ঠে বহন করিয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তরুণ তরুণী, বালক বালিকা—সকলকেই তাড়না করিয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করান হইল। যুবতীরা মুক্তকেশদামে তাহাদিগের নগ্নতা আবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া প্রত্যেক খৃষ্টান গর্ত্তের মধ্যে স্ব স্ব ক্রশ স্থাপন করিল।

কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসগণ খৃষ্টানগণকে ক্রশে তুলিয়া তাহাদিগের দেহ কীলকবদ্ধ করিতে লাগিল। এই দলে ক্রিস্পস্ ছিলেন। সিংহমুখে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিবার সুযোগ হয় নাই। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সেই মুহূর্ত্ত আসিয়াছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কটিদেশ ও মস্তকে ফুলের মালা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় ছিল। কিন্তু তাহার নয়ন হইতে শক্তির দিব্যদ্যুতি নির্গত হইতেছিল। তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ত্রাণকর্ত্তা, তোমাকে ধন্যবাদ! তিনি নিজে যে ভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁর সেবকের অদৃষ্টেও আজ তাই ঘটল!"

যে সকল খৃষ্টানকে তখনও ক্রশে চড়ান হয় নাই, তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া ক্রিস্পস্ বলিলেন, "আকাশ খুলে যাচ্ছে, আমি দেখ্তে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে নরকের দ্বারও মুক্ত হচ্ছে দেখ্তে পাচ্ছি। এখন ত্রাণ-কর্ত্তার কাছে আমার জীবনের কাজের পরিচয় দিতে হবে। মৃত্যুকে ভয়

করি নে—পাপকে ঘৃণা করি! আমি এখন পুনর্জ্জন্মের কথা ভাব্ছি। সমস্ত কাজের জবাবদিহি এখন কর্তে হবে। কারণ, ভগবানের ক্রোধের পরিচয় দেবার সময় আগত।"

এমন সময় রঙ্গক্ষেত্রের এক পার্শ্বস্থ কোন আসন হইতে প্রশান্তকণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "না, ক্রোধের দিন নয়, দয়ার দিন, মুক্তির দিন, আনন্দের দিন এসেছে। আমি বল্ছি, খৃষ্ট তোমাদের সকলকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন। তিনি তোমাদের সান্ত্বনা দেবেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে তোমরা স্থান পাবে। বিশ্বাস রাখ, সত্যই স্বর্গদ্বার মুক্ত হচ্ছে!"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলের দৃষ্টি বক্তার দিকে ধাবিত হইল। যাহারা ইতিমধ্যে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছিল তাহারাও তাহাদিগের বিবর্ণ, যন্ত্রণামিশ্রিত আনন সেই দিকে ফিরাইল। রঙ্গভূমির বেড়ার প্রান্তে বক্তা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা রঙ্গভূমিস্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রিস্পস্ যেন বক্তাকে দৃষ্টিদ্বারা ধ্বংস করিবার উদ্দেশে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু দৃষ্টিপাত মাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং নতজানু হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খৃষ্ট শিষ্য পল!"

যে সকল খৃষ্টানকে তখনও ক্রুশে চড়ান হয় নাই, তাহারা সকলেই সেই মুহূর্ত্তে নতজানু হইয়া বসিল। ক্রিসপসের দিকে ফিরিয়া পল বলিলেন, "ওদের ভয় দেখিও না, ক্রিস্পস্! ওরা সবাই আজ তোমার সঙ্গে স্বর্গে চলে যাবে। তুমি ভাব্ছ ওরা অভিশপ্ত হবে। কিন্তু কে ওদের অভিশপ্ত কর্বে? যিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে ওদের মুক্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন, তিনি কি ওদের অভিশপ্ত কর্তে পারেন? খৃষ্ট তাঁর মতবাদ প্রচার করে গেছেন। সেই মতবাদ মর্বার পথে যাচ্ছিল। ওরা সেই মতবাদের জন্য তাঁরই মত প্রাণ দিতে চলেছে বলে, তিনি কি ওদের অভিশপ্ত কর্তে

পারেন? তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদের ওপর কি অভিশাপ দিতে পারেন যে, তারা মুক্তি পাবে না? প্রভুর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির ওপর কে অভিযোগ আন্‌বে? ওদের রক্তপাত দেখে, কে ওদের ওপর অভিযোগ আন্‌বে?"

বৃদ্ধ ক্রিসপস্ বলিলেন, "আমি শয়তানকে কিন্তু ঘৃণা করি।"

"খৃষ্ট ঘৃণার বদলে প্রতিবেশীকে ভাল বাস্‌তে বলেছেন। তাঁর ধর্ম্ম হচ্ছে প্রেমের, ঘৃণার নয়।"

বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রিসপস্ বলিলেন, "শেষ মুহূর্ত্তে আমি পাপ কর্‌লাম!"

এমন সময় একজন সৈনিক পলের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বল্‌ছ?"

প্রশান্তভাবে পল বলিলেন, "আমি একজন রোমক নাগরিক।" তারপর ক্রিসপসের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নেই, আজ করুণার দিন। ভগবানের বিশ্বস্ত লোক, শান্তিতে প্রাণ ত্যাগ কর।"

এমন সময় দুইজন নিগ্রো ক্রিস্‌পস্‌কে ক্রুশে তুলিয়া কীলকাবদ্ধ করিবার জন্য আসিল।

"আমার জন্য প্রার্থনা কর, ভাই সব!" তারপর আর কোন কথা না বলিয়া তিনি দৃঢ়গম্ভীর মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার আননে শান্তির মাধুর্য্য বিকশিত হইল। স্বেচ্ছায় তিনি জল্লাদদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কীলকাবদ্ধ হইয়া তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন একান্তমনে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার হস্তে ও চরণে কীলক প্রোথিত হইতেছিল, একবারও তিনি মুখ বিকৃত করিলেন না। তিনি শুধু প্রার্থনা করিয়াই চলিলেন।

এই সময়ে দর্শকদল বিশ্রামশেষে আসনে বসিবার জ[illegible] [illegible]াহল করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। শুধু সেই সময়ে তাঁহার আননে [illegible]টিরেখা দেখা দিল। মৃত্যুকালেও মানুষকে শান্তিতে মরিতে দিবে না ভা[illegible] বোধ হয় তাঁহার মনে ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

সমগ্র প্রাঙ্গণে ক্রুশের অরণ্য। প্রত্যেক ক্রুশে এক একজন খৃষ্টান। প্রথম সারিতে নারীদিগকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহারা ঠিক দর্শকদিগেরই সম্মুখে। ক্রিস্‌পস্‌ খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ক্রুশ ঠিক সিজারের আসনের সম্মুখেই স্থাপিত হইয়াছিল।

সহিদগণের কেহই তখনও প্রাণত্যাগ করে নাই। তবে অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি একজনেরও মুখ হইতে কাতরতা-সূচক ধ্বনি নির্গত হইল না। কাহারও কণ্ঠে দয়ার জন্য নিবেদন ছিল না। শুধু কাহারও কাহারও মস্তক বক্ষোদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। যেন ঘুমঘোরে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও দৃষ্টি ঊর্দ্ধপানে নিবদ্ধ, কেহ ক্ষীণভাবে ওষ্ঠ সঞ্চালন করিতেছিল। ক্রুশের এই ভীষণ অরণ্য, তদুপরি কীলকাবদ্ধ দেহ প্রসূত। এ দৃশ্য দর্শনে জনতার কোহাহল সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। নারীর সম্পূর্ণ নগ্নদেহ ক্রুশে বিদ্ধ দেখিয়া জনতার লালসা পর্য্যন্ত উদ্দীপ্ত হইল না। কেহ তাহাদিগের সম্বন্ধে বাজি পর্য্যন্ত ধরিল না। এমন কি সিজার পর্য্যন্ত এ দৃশ্য দর্শনে যেন ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন

সহসা ক্রিস্‌পস্‌ নয়ন উন্মীলিত করিলেন। নীরোর মূর্ত্তি তাঁহ[illegible] দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাঁহার নয়নযুগল সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নের সে ভীষণ দৃষ্টি দেখিয়া অগষ্টানগণ পরস্পরের মধ্যে অস্ফুটশব্দে কি যেন আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ক্রিস্‌পস্‌কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে সিজারও ক্রিস্‌পসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করিলেন। চারিদিকে গভীর নীরবতা—সকলেই ক্রিস্পসের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রিস্পস্ তাঁহার দক্ষিণ হস্তকে মুক্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "রে মাতৃহন্তা, তোর দুঃখের শেষ নেই!"

প্রজাসাধারণের সম্মুখে এইরূপে অপমানিত হইয়া সিজার ভ্রূভঙ্গী করিলেন। তাঁহার রত্নময় চশমা হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ক্রিস্পসের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চসপ্তকে উত্থিত হইল। সমগ্র রঙ্গভূমির দর্শকগণ শুনিতে পাইল, তিনি বলিতেছেন, "ওরে মাতৃহন্তা, ভ্রাতার প্রাণ-নাশকারী! রে খৃষ্টবিদ্বেষী তোর সর্ব্বনাশ হবে! তোর পদতলে নরকের দ্বার মুক্ত হচ্ছে। মৃত্যু তোকে গ্রাস কর্‌বার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। তোর মৃতদেহ শীঘ্র কবরে যাবে! ওরে জ্যান্তে মরা, তোর সর্ব্বনাশ আসন্ন! তুই প্রাণভয়েই মারা যাবি এবং চিরদিনের জন্য নরকে থাক্‌বি!"

ক্রিসপসের সমস্ত দেহ যেন কঙ্কালের মত দেখিতে হইল। তিনি শুভ্র শ্মশ্রু সম্রাটের আননের উপরে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিরোদেশে সংলগ্ন গোলাপের মালা হইতে ফুলের পাপড়ি খসিয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি তৃতীয়বার বলিয়া উঠিলেন, "নরঘাতুক, তোমার সর্ব্বনাশ আসন্ন! তোমার মৃত্যুকাল আসন্ন!"

শেষবার তিনি হস্ত বিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। মনে হইল বন্ধন হইতে হস্ত বুঝি মুক্ত হইয়া আসিল। তার পর তিনি নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। মাথা বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল। তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই ক্রশ-অরণ্য মধ্যে সহিদগণের মধ্যে বলহীনগণ তখন অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

—এগারো—

চিলো বলিল, সম্রাট, সমুদ্র এখন স্থির, তরঙ্গহীন। চলুন আমরা হেলাস্ যাই। হেলাসে আপোলোর মত গৌরব আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছে। সেখানকার লোকরা আপনাকে দেবতার মত গ্রহণ করবে।' আর দেবতারাও আপনাকে তাঁদের সমকক্ষ অতিথি বলে অভিনন্দিত করবেন। আর এখানে হুজুর—"

সে আর বলিতে পারিল না। তাহার ওষ্ঠ এমন ভীষণভাবে কম্পিত হইতেছিল যে, কথা আর বাহির হইল না।

নীরো বলিলেন, "হ্যাঁ, এখানকার এই খেলার কাজগুলো শেষ হলেই আমরা চলে যাব। কিন্তু এর মধ্যেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেছে যে, খৃষ্টানরা নিরপরাধ। এখুনি যদি আমি চলে যাই, প্রজারা ঐ কথাই বারবার বলতে থাকবে। কিন্তু তোমার এত ভয় কিসের ?"

কথাটা উপেক্ষাভরে বলিলেও গ্রীককে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। সত্য কথা বলিতে কি, ক্রিস্পসের কথায় তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। এমন কি প্রাসাদে ফিরিবার পরও ক্রোধে, লজ্জায়, ভয়ে তিনি মোটেই নিদ্রিত হইতে পারেন নাই।

ভেস্টিনিয়স্ চারিদিকে চাহিয়া রহস্যপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "সম্রাট, ঐ বৃদ্ধের কথা শুনলেন ত ? এই খৃষ্টানরা ভারী অদ্ভুত লোক। অন্ততঃ এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে, ওদের দেবতা ওদের মৃত্যুকে বেশ সহজ করে দিয়েছেন। ওদের এই রকমে মৃত্যু হ'ল বলে কি ওদের দেবতা তার প্রতিশোধ নিতে পারেন না ?"

সিজার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সে দোষ আমার নয়। টিগেলিনস্‌ই এই সব ব্যবস্থা করেছে।"

টিগেলিনস্‌ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই করেছি ত! সমস্ত পৃথিবীর খৃষ্টানদের আমি ভয় করিনে। ভেস্‌টিনয়স্‌ ভয়তরাসে লোক। আর আপনার এই সিংহবিক্রম গ্রীকটি ত মুরগীর পাখা ঝট্‌ফট্‌ কর্‌তে দেখ্‌লে ভয়ে মূর্চ্ছা যান।"

নীরো বলিলেন, "আচ্ছা বেশ! কিন্তু ভবিষ্যতে এই রকম খৃষ্টানের জিভ উপড়ে ফেল্‌বে, নয় ত ভাল করে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবে।"

"হ্যাঁ, হুজুর, এবার থেকে ওদের আগুন দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেব।"

চিলো ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আমারই সর্ব্বনাশ!"

টিগেলিনসের গর্ব্বিত আশ্বাসবাক্যে সিজার সাহস ফিরাইয়া পাইলেন। তিনি বৃদ্ধ গ্রীককে নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এচিলিসের বংশধরের ব্যবহার দেখ্‌ছ!"

প্রকৃতই চিলোর মুখায়বয়বে ভীষণ দুর্ভাবনার চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল। তাহার বিরল-কেশ মস্তকের অবশিষ্ট কয়েকগাছি চুল সম্পূর্ণ সাদা হইয়া গিয়াছিল। মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। অনেক সময় তাহার ব্যবহারে এমন ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যেন, তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। এক এক সময় সে প্রশ্নের উত্তর দিতে বিস্মৃত হইতেছিল, আবার এক এক কথায় এমন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল যে, অগষ্টানগণ তাহার রাগ বাড়াইবার ইচ্ছা দমন করিতেছিলেন।

চিলো বলিয়া উঠিল, "আমাকে নিয়ে আপনারা যা খুসী কর্‌তে পারেন, কিন্তু ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে আর আমি যাচ্ছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়াভাবে সে আঙ্গুলগুলি মটকাইতে লাগিল।

নীরো মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে চাহিলেন, তার পর টিগেলিনসের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বাগানে চিলো আমার সঙ্গে সঙ্গে যাতে থাকে তার ব্যবস্থা তুমি কর্‌বে। আমার দেখ্‌বার সাধ আ... আমাদের মশালগুলো ওকে কি রকম মুগ্ধ করে।"

সিজারের কণ্ঠস্বরে যে ভীতিপ্রদ ভাব প্রকাশ পাইল, তাহাতে চিলো কাঁদিতে লাগিল।

সে বলিল, "সম্রাট্, আপনার সঙ্গে থাক্‌লেও আমি কিছুই দেখতে পাব না। রাত্রিবেলা আমি চোখে দেখ্‌তে পাইনে।"

সিজার অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন, "সে সময় প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাক্‌বে। দিনের আলোর মত আলো হবে।"

ইহার পর তিনি অগষ্টানগণের সহিত রথে... দৌড় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

পেট্রোনিয়স্ অগ্রসর হইয়া চিলোর স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে ঠিকই বলেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তুমি ভূমিকা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

সে বলিল, "তা থাক্‌তে গেলে আমাকে মাতাল হতে হবে।"

সে হাত বাড়াইয়া সুরাপাত্র হইতে সুরা লইবার চেষ্টা করিল। তাহা হাত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভেস্‌টিনিয়স ...হার হাত হই পাত্রটি লইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রুদ্ধ দেবতা... কি তোমাকে তা করেছে?"

হাঁ করিয়া বৃদ্ধ বক্তার দিকে চাহিল, যেন সে প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পা নাই। ভেস্‌টিনিয়স্ আবার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিলেন।

চিলো বলিল, "না। কিন্তু আমি চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি।"

"অন্ধকার? দেবতারা তোমার ওপর দয়া করুন! কি বলছ তুমি? অন্ধকার?"

"হ্যাঁ, সে অন্ধকার যেমন ভীষণ, তেম্‌নি অতলস্পর্শ। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কি যেন এগিয়ে আস্‌ছে। সেটা যেন বিভীষিকাভরা!"

"আমার বরাবরই বিশ্বাস যে, যাদুকর এখনো আছে। তুমি কি এখন দুঃস্বপ্ন দেখ?"

"না। কারণ, আমি ঘুমুতেই পারিনে। লোকগুলোর উপর নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দেওয়ার ছবি আমাকে ঘুমুতে দেয় না।"

"তা হ'লে ওদের জন্য তুমি দুঃখিত?"

"না, কিন্তু এত রক্তপাতের কি প্রয়োজন ছিল? ক্রুশের ওপর থেকে ঐ লোকটা কি বল্‌ছিল, তা শুনেছেন ত? আমাদের সর্ব্বনাশ হবে।"

নিম্নস্বরে ভেস্‌টিনিয়স্‌ বলিলেন, "হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু ওরা ঘরে আগুন দিয়েছে।"

"না, সে কথা সত্য নয়।"

"মানুষের ওরা শত্রু।"

"সে কথাও সত্য নয়।"

"ওরা জলের উৎসে বিষ মিশিয়ে দেয়।"

"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!"

"শিশুদের গিলে খায়।"

"আমি বল্‌ছি ঘোর মিথ্যে কথা!"

ভেস্‌টিনিয়স্‌ সবিস্ময়ে বলিলেন, "অ্যাঁ! তুমি টিগেলিনসের হাতে ওদের ধরিয়ে দিয়েছ, আর তুমি বল্‌ছ যে, এ সব সত্য নয়?"

"হ্যাঁ, আমি অন্ধকারে ডুবে গেছি—মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে

আস্‌ছে। এক একবার মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি, আর আপনারাও সব মরেছেন।"

"না, খৃষ্টানরাই মরেছে। আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু সত্যি করে বলত, মর্‌বার সময় ওরা কি দেখ্‌তে পায়?"

"ওরা খৃষ্টকে দেখে।"

"ওদের দেবতা ত? খুব শক্তিশালী দেবতা নাকি?"

চিলো প্রতিপ্রশ্ন কর্‌ল, "উদ্যানে ওরা কি রকম মশাল জ্বাল্‌বে বলুন ত? সিজার বলছিলেন, শুনেছেন ত?"

"হ্যাঁ, আমি জানি। খৃষ্টানদের দেহে তেলে ভেজা, চর্ব্বি দেওয়া কাপড় জড়িয়ে আগুন দেওয়া হবে। ওদের দেবতা প্রতিশোধ দেবার জন্য সহরে নতুন বিপদ না এনে দেন! সেমাক্‌সাই—এই মশাল জ্বালান শাস্তি অত্যন্ত ভীষণ!"

চিলোর অপর সঙ্গীরা তখন খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

ডমিটিয়স্ আফের বলিলেন, "ওদের সংখ্যা এত বেশী যে, ওরা ঘরোয়া যুদ্ধ লাগাতে পার্‌ত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওরা কোন রকম অস্ত্র নিতে রাজি হয় নি। ওরা ভেড়ার মত মরে গেল!"

ভীতি প্রদর্শনের ভঙ্গীতে টিগেলিনস্ বলিলেন, "অন্য রকমের একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারে!"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তুমি ভুল বল্‌ছ। ওদের অস্ত্র আছে।"

"কি রকম অস্ত্র বলুন ত?"

"সাহস।"

"ভারী নতুন অস্ত্র বটে!"

"সম্ভব। কিন্তু তুমি কি বল্‌তে চাও, তারা সাধারণ অপরাধীর মত প্রাণ ত্যাগ করেছে? না। তারা এমন ভাবে প্রাণ দিয়েছে যে, যারা তাদের প্রাণদণ্ড করেছে, তারাই যেন অপরাধী! অর্থাৎ তুমি, আমি—রোমান জনসাধারণই যেন অপরাধী!"

টিগেলিনস্ বলিয়া উঠিলেন, "কি বাজে বল্‌ছেন!"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধের রাজা!"

উপস্থিত সকলেই মনে করিলেন পেট্রোনিয়সের কথায় যুক্তি আছে। সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

একজন বলিলেন, "কথাটা ঠিক। খৃষ্টানরা যে ভাবে মৃত্যু বরণ করেছে তা অসাধারণ।"

ভেস্‌টিনিয়স্ বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, ওরা মৃত্যুকালে ওদের দেবতাকে দেখ্‌তে পায়।"

কয়েকজন অগষ্টান চিলোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বৃদ্ধ! তুমি ত ওদের ভাল করে জান। বলত ওরা মর্‌বার সময় কি দেখে?"

এক ঢোক মদ গিলিতে গিলিতে চিলো বলিল, "তারা খৃষ্টের পুনর্জ্জন্ম দেখ্‌তে পায়!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ভীষণ ভাবে শিহরিয়া উঠিল যে, অপর সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

—বারো—

কিছুদিন ধরিয়া ভিনিসিয়স্ রাত্রিতে বাড়ী থাকিতেন না। পেট্রোনিয়স্ ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার উদ্ধার সাধনের জন্য কোন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি ভাগিনেয়কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্য-লক্ষ্মী অপ্রসন্ন। সুতরাং তিনি আর কোন কিছু করিতে পারিবেন না।

ভিনিসিয়স্ও যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, সে বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না। এস্কুলাইন কারাগারে লিজিয়াকে লইয়া যাওয়ার অর্থ, এই কুমারী যাহাতে জ্বরে প্রাণ ত্যাগ করিতে না পারে। রঙ্গভূমিতে তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড দৃশ্য সিজার সম্ভোগ করিতে পারিবেন না।

তিনি ভাবিলেন যে, লিজিয়াকে অতি বীভৎসভাবে হত্যা করিয়া জনসাধারণের বিস্ময়োৎপাদনের জন্যই সিজার ও টিগেলিনস্ লিজিয়াকে শেষ পর্য্যন্ত জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ভিনিসিয়সের আশা করিবার কোন পথই নাই। শুধু শুধু তিনি মারা পড়িবেন।

ভিনিসিয়সেরও আর নিজের বুদ্ধির উপর কোন আস্থা ছিল না। একমাত্র খৃষ্টই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। এখন যুবক শুধু চেষ্টা করিতেছিলেন, কি করিয়া তিনি লিজিয়ার সহিত দেখা করিবার সুযোগ করিয়া লইতে পারেন। নাজারস্ মৃতদেহ বহন করিবার কাজ যোগাড় করিয়া লইয়াছে। সেই সুযোগে সে কারাগারে প্রবেশ করিতে পাইতেছে।

ভিনিসিয়স্ এইরূপ একটা কাজের যোগাড় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বহু অর্থ উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিয়া অবশেষে তিনি সমাধিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হাত করিলেন। তাহার ফলে শববহনকারীদিগের দলে তিনি প্রবিষ্ট হইলেন। বিভিন্ন কারাগারে শববহনকারীরা প্রবেশের ছাড়পত্র পাইয়াছিল। ক্রীতদাসের জীর্ণ-মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কারাগারের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে কক্ষে শবের সন্ধানে ভ্রমণ করিলে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। বিশেষতঃ এমন কথা কাহারও মনে আসিতে পারে না যে, সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূতের পৌত্র, অভিজাত বংশের ধনী যুবক ক্রীতদাস সাজিয়া শববহনের কার্য্য করিতে পারেন।

যে সকল সামরিক কর্ম্মচারী কারাগার রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা শববাহকের নিদর্শন দেখিয়া তাহাদিগকে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিতেছিল। নিদর্শন দেখাইয়া ভিনিসিয়স্ও প্রবেশ করিলেন। নানা কক্ষ মধ্যে তিনি লিজিয়ার সন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু কক্ষে বহু শব পড়িয়া পচিতেছে। সে দৃশ্যে ভিনিসিয়স্ শিহরিয়া উঠিলেন।

কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার কোন সন্ধানই পাইলেন না। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। আর বোধ হয় জীবিত অবস্থায় তিনি লিজিয়াকে দেখিতে পাইবেন না।

সমাধিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি বহু শব কারাগার হইতে চালান দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অন্য বাহকরা সে কাজ করিতে লাগিল। শুধু আরও শবের সন্ধান করিবার জন্য ৪জন লোককে তিনি কারাগারের মধ্যে রাখিলেন। সেই চারি জনের মধ্যে ভিনিসিয়স্ও রহিলেন।

অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি কক্ষমধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। লণ্ঠন তুলিয়া সেই কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

একটি বায়ু নির্গমনের লৌহদণ্ডবেষ্টিত বাতায়নের নিম্নে উরসসের বিরাট দেহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিভাইয়া দিয়া তিনি লিজিয়ানের কাছে আসিলেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "উর্সস্ না ?"

লোকটি বলিল, "তুমি কে ?"

"আমাকে তুমি চিন্তে পারছ না ?"

"কেমন করে চিন্‌ব ? তুমি ত চিনবার আগেই আলো নিভিয়ে দিলে।"

কিন্তু ভিনিসিয়স্ অদূরে লিজিয়াকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রাচীরের পার্শ্বে একটি অঙ্গাবরণের উপর সে শায়িত ছিল। কোন কথা না বলিয়াই ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিলেন। তখন উরসস্ তাঁহাকে চিনিতে পারিল।

"জয় খৃষ্টের ! কিন্তু ওকে আপনি এখন জাগাবেন না।"

অশ্রুসিক্তনয়নে ভিনিসিয়স্ লিজিয়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অন্ধকার সত্ত্বেও তিনি লিজিয়ার বিবর্ণমুখ, শীর্ণদেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন। ব্যথা যন্ত্রণা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রাবল্যে তিনি অভিভূত হইয়া লিজিয়ার বসনপ্রান্ত ওষ্ঠদ্বারা স্পর্শ করিলেন।

উরসস্ নীরবে বহুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। তার পর সে বলিল, "হুজুর, আপনি এখানে এলেন কি করে ? ওকে রক্ষা করবার জন্য এসেছেন ?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "আমাকে পথ দেখিয়ে দেও !"

"আমার মনে হয়েছিল, আপনি বুঝি কোন উপায় ঠাউরেছেন, হুজুর ! একটা মাত্র পথ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—" এই বলিয়া সে বাতায়নের লৌহ

গরাদের দিকে চাহিল। তারপর আবার নিজেই বলিল, "কিন্তু ওপাশে ত সেনাদল রয়েছে।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "হ্যাঁ, শ'খানেক ত বটেই।"

"ওদের ভেতর দিয়ে পথ করে নেওয়া যায় না?"

"না।"

উরসস্ ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "আপনি এখানে এলেন কি করে?"

"শববাহক সেজে।" বলিয়াই সহসা তাঁহার মাথায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ঠিক হয়েছে। আমার এই সঙ্কেত চিহ্নটা ওর মাথায় বেঁধে দেও। আমার এই অঙ্গাবরণ দিয়ে ওকে ঢেকে দেও। আমি এখানে থাকি, লিজিয়া আমার বেশ পরিধান করে চলে যাক্। শববাহকদের মধ্যে অনেক ছোকরা আছে, সেনাদল লিজিয়াকে সন্দেহ কর্‌বে না। একবার পেট্রোনিয়সের বাড়ী পৌঁছুতে পার্‌লে, আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না।"

উরসস্ নতমস্তকে বলিল, "লিজিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হবে না। সে আপনাকে ভালবাসে। তা ছাড়া সে পীড়িতা, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পার্‌বে না। আপনি ও পেট্রোনিয়স্ যখন তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না, তখন আর কে পার্‌বে?"

"খৃষ্ট—খৃষ্টই পারেন!"

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। উরসস্ ভাবিল, "খৃষ্টই আমাদের রক্ষা কর্‌তে পারেন। তিনি যখন তা কর্‌লেন না, তখন শাস্তি আসন্ন, মৃত্যু অদূরে।" নিজের মৃত্যুর জন্য সে আদৌ ভীত নহে। কিন্তু যাহাকে সে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছে, যাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষাও স্নেহ করে, তাহার জন্যই উরসস্ কাতর হইল।

এমন সময় লিজিয়া নেত্র-উন্মীলন করিল। সে তাহার জ্বরতপ্ত কর-পল্লব ভিনিসিয়সের করে স্থাপন করিল।

সে বলিল, "তোমাকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি জানতাম্ তুমি আস্‌বে।"

"হাঁ, প্রাণাধিকা আমি এসেছি! খৃষ্ট তোমাকে তাঁর আশ্রয়-ছায়ায় রাখুন! তিনি তোমাকে রক্ষা করুন, লিজিয়া!"

তিনি অধিক বলিতে পারিলেন না। পাছে লিজিয়ার কাছে তিনি নিজের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বসেন।

"মার্কস্, আমি পীড়িত। এখানেই হোক্ বা অন্য প্রাঙ্গণেই হোক্, মরতে আমাকে হবে; কিন্তু আমি প্রার্থনা করেছিলাম, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে যেন তোমাকে দেখ্‌তে পাই। খৃষ্ট আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তুমি তাই এসেছ!"

ভিনিসিয়স্ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। শুধু লিজিয়াকে নিজের বুকের মধ্যে সন্তর্পণে চাপিয়া ধরিলেন। লিজিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আমি জান্‌তাম তুমি আস্‌বেই। ত্রাণকর্ত্তা আজ আমাদের পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে শীঘ্র যাচ্ছি বটে, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, মার্কস! চিরদিন তোমাকে ভালবাসব!"

ভিনিসিয়স্ আত্মসংবরণ করিলেন—দুঃখকে চাপিয়া রাখিয়া প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "প্রাণাধিকা, তুমি মরতে পাবে না। গুরুদেব আমাকে বলেছেন, বিশ্বাস রাখ্‌তে। তিনি তোমার জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি নিজে খৃষ্টকে জান্‌তেন। খৃষ্ট তাঁকে ভালবাসেন, সুতরাং তাঁর প্রার্থনা বিফল হবে না। তিনি আমায় বলেছেন, 'বিশ্বাস রাখ।' লিজিয়া, খৃষ্ট আমাদের প্রতি দয়া করবেন—তিনি কখনই তোমাকে মরতে দেবেন না। এ রকম

ব্যাপার তিনি কথনই ঘটতে দেবেন না। আমি ত্রাণকর্ত্তার নামে তোমায় শপথ করে বল্‌ছি, পিটার তোমার জন্য প্রার্থনা কর্‌ছেন।"

এক মাত্র যে লণ্ঠনটি জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। কিন্তু বাতায়ন পথে চন্দ্রালোক সেই কারাকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। বিপরীত দিকে একটি বালক আর্ত্তনাদ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল। বাহিরে প্রিটোরিয়ানদিগের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

লিজিয়া অবশেষে বলিল, "মার্কস, খৃষ্ট একবার বলেছিলেন, 'পিতঃ, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আমার কাছ থেকে পানপাত্র সরিয়ে নেও।' তবু তিনি সেই পানপাত্র হতে পান ক'রে, ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর জন্য প্রাণ দিচ্ছে। তবে আমি একা কেন রক্ষা পাব? আমি কে, মার্কস? পিটার বলেন নি, তাঁকেও সহিদ হতে হবে? তাঁর তুলনায় আমি কত তুচ্ছ! প্রিটোরিয়ানরা যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিল, তখন আমি যন্ত্রণা ও মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি তাদের ভয় করিনে। এই কারাগার কি ভীষণ স্থান দেখ্‌ছ ত। এখান থেকে স্বর্গে যাব বলে আমার আনন্দ হচ্ছে না কি? এখানে সিজার আছেন সত্য, কিন্তু স্বর্গে ত্রাণকর্ত্তা রয়েছেন। তিনি দয়ালু এবং করুণাময়। মৃত্যু সেখানে নেই। তুমি আমাকে ভালবাস। স্নুতরাং তাঁর সঙ্গে আমি মিলিত হব, এজন্য কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না? তুমি আমাকে ভালবাস, এক দিন তুমিও আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

শ্বাস গ্রহণের জন্য সে একটু থামিল। ভিনিসিয়সের করপল্লব ওষ্ঠে স্থাপন করিয়া সে বলিল, "মার্কস!"

"কি প্রাণাধিকা?"

"তুমি আমার জন্য কেঁদ না। মনে রেখ শীঘ্রই তুমি স্বর্গে আমার সঙ্গে

মিলিত হবে। দীর্ঘ দিন বাঁচব না, কিন্তু ভগবান তোমার আত্মাকে অমূল্য সম্পদরূপে আমাকে দিয়েছেন। খৃষ্টের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে বল্‌তে পার্‌ব, আমি মৃত, তুমি আমাকে মর্‌তে দেখেছ, সে জন্য আমাকে তুমি দেখ্‌তে চাও! তুমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কর নি। তিনি আমাদের আবার মিলিয়ে দেবেন। আমি সব সময় তোমার কাছে থেকে তোমায় ভালবাস্‌ব।"

এবার প্রায় অশ্রাব্যস্বরে সে বলিল, "মার্কস্ তুমি এ বিষয়ে আমায় অঙ্গীকার কর।"

"নিশ্চয়, ভগবানের অঙ্গীকার, আমি নিশ্চয় তা কর্‌ব।"

ভিনিসিয়স্ দেখিলেন অন্ধকারে লিজিয়ার আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার সে তাঁহার কর তুলিয়া ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিল।

"আমি তোমারই স্ত্রী—সত্যই আমি তোমার পত্নী!"

কারাগারের অপরপ্রান্তে প্রিটোরিয়ানরা খেলা করিতে করিতে পরস্পর কলহ জুড়িয়া দিল। কিন্তু কারাগারের মধ্যে এমন আত্মা ছিল যাহারা কারাগারের কথা বিস্মৃত হইয়া, কারারক্ষীদিগের কথা ভুলিয়া গিয়া, এমন কি এই বিশ্বকে পর্য্যন্ত স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, ভগবানের প্রার্থনায় আপনাদিগকে বিলাইয়া দিল।

—তেরো—

তিন দিন, তিন রাত্রি ধরিয়া এই যুগল প্রণয়ীর আনন্দে কোন বাধা পড়িল না। কারারক্ষীরা ভিনিসিয়স্‌কে অবাধে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। ভিনিসিয়স্‌ও লিজিয়ার কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভিনিসিয়স্ যখন সকালে কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেন, তখন বাহিরের জগৎ তাঁহার কাছে স্বপ্নের মত মনে হইত। এই পৃথিবীর সুখ দুঃখ সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই উদাসীন হইয়া পড়িলেন। লিজিয়া ও ভিনিসিয়সের একমাত্র কাম্য ছিল যে, খৃষ্ট তাহাদের উভয়কে আর বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। উভয়েরই মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, খৃষ্ট তাহাদিগের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। উভয়ে অনন্তপ্রেমে অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিবে। কারাগারের সেই জঘন্য আবহাওয়া ও আবেষ্টনের মধ্যেও তাহাদের মনে হইত, তাহারা যেন স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছে। লিজিয়া যেন হাত ধরিয়া ভিনিসিয়স্‌কে জীবনের অফুরন্ত উৎপত্তিস্থলে লইয়া চলিল।

পেট্রোনিয়স্ বুঝিতে পারিলেন না, ভিনিসিয়সের আননে ও ব্যবহারে গভীর শান্তির ভাব কি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। আগে ত কোন দিন তিনি এমন ভাব লক্ষ্য করেন নাই! প্রথমতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগিনেয় বোধ হয় লিজিয়ার উদ্ধারের কোনও উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। অথচ সে কথা তাঁহার কাছে গোপন করায়, তিনি মনে মনে আহত হইলেন।

এক দিন তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার খুব পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি। আমাকে অপরিচিতের মত মনে কর্‌ছ কেন? আমি তোমার কাজে লাগ্‌তে পারি। নতুন কোন কিছু ঘটেছে কি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে ব্যাপারে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। লিজিয়ার মৃত্যুর পর, আমি প্রকাশ্য ভাবে আমার ধর্ম্মমত প্রকাশ কর্‌ব এবং তার অনুগামী হব।"

"তা হ'লে সব আশা তুমি ছেড়ে দিয়েছ?"

"খৃষ্ট তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। তারপর দু'জনের আর কখনো বিচ্ছেদ হবে না।"

"সে জন্য খৃষ্টের সাহায্যের কি দরকার। থানাটস্ সে সাহায্য তোমাকে কর্‌তে পারেন।"

"না, বন্ধু, আমার কথার অর্থ আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।"

"না, তা পার্‌ব না। আর সে ইচ্ছেও নেই। তবে যে রাত্রিতে লিজিয়াকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে আমরা ব্যর্থমনোরথ হই, সে দিন তুমি বলেছিলে, খৃষ্ট তোমার কাছে লিজিয়াকে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেবেন। তা তিনি দেবেন! আমি যদি একটা আঙ্গটী সমুদ্রে ফেলে দেই, আমাদের প্রাচীন কোন দেবতা তা আমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন না। তোমার দেবতাও যদি তা না পারেন, তা হলে অন্য দেবতার চাইতে তাঁকে কেন বেশী শ্রদ্ধা কর্‌ব?"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "তিনি আমাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

পেট্রোনিয়স্ স্কন্ধদেশ কম্পিত করিলেন। তার পর বলিলেন, "কাল সিজারের বাগানে আলো দেওয়া হবে। জীয়ন্ত খৃষ্টানদের মশাল করা হবে তা জান?"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "কাল ?"

ভীত মনে যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে ভিনিসিয়স্ গোরস্থানের অধ্যক্ষের নিকট হইতে মুদ্দফরাসের "ব্যাজ" আনিবার জন্য গমন করিলেন। অধ্যক্ষ আজ আর সে চিহ্ন তাঁহাকে দিতে চাহিলেন না।

তিনি বলিলেন, "হুজুর, ক্ষমা করুন! আপনার জন্য যতদূর পারি তা আমি করেছি। কিন্তু নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে পারিনে! আজ রাত্রিতে খৃষ্টানদের সিজারের বাগানে পাঠান হবে। তখন কারাগার সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারীতে পূর্ণ থাক্‌বে। আপনাকে চিন্‌তে পার্‌লেই আমার প্রাণ যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেমেয়েরাও মারা যাবে।"

ভিনিসিয়স্ বুঝিলেন, আর অনুরোধ করা নিরর্থক। তবে তাঁহার মনে হইল, যে সকল সৈনিক পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা বিনা চিহ্নেও হয় ত তাঁহাকে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিতে পারে। রাত্রিকালে ক্রীতদাসের ছদ্মবেশে কারাগারের কাছে আসিলেন।

সে রাত্রিতে খুব কড়া পাহারা ছিল। প্রত্যেকের নিদর্শন ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছিল। সেভিনস্ নামক সিজারের অনুরক্ত একজন সামরিক কর্ম্মচারী সে দিন উপস্থিত ছিল। সে খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ। সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল।

কিন্তু বর্ম্মধারী কঠোর সৈনিকের হৃদয়েও ভিনিসিয়সের জন্য দয়া জন্মিল। সে তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ না করিয়া একান্তে ডাকিয়া বলিল, "হুজুর, আপনি বাড়ী যান। আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি। ভিতরে আপনাকে ঢুক্‌তে দিতে পার্‌ব না। দেবতারা আপনার মনে শান্তি দিন।"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "বুঝ্‌লাম, তুমি আমাকে কারাগারে যেতে দিতে

পার্‌বে না। কিন্তু কারাগারের বাইরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেবে কি? আমি শুধু দেখ্‌ব, কারা বাগানে যাচ্ছে।"

"অবশ্য আমার উপর যে আদেশ আছে, তাতে এটা বিরোধী বলে মনে হয় না।"

প্রধান তোরণের পার্শ্বে ভিনিসিয়স্ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই পথেই খৃষ্টানরা নির্গত হইবে। যাহাদিগকে পুড়াইয়া মারা হইবে, তাহারা সকলেই এই তোরণ দিয়া বাহির হইবে। প্রহরীবেষ্টিত হইয়া পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাহিরে আসিতে লাগিল। ভিনিসিয়স্ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে লাগিলেন। প্রতি সারিতে দুইজন করিয়া বন্দী ছিল। সুতরাং মানুষ চিনিবার কোন অসুবিধা হইল না। সকলে যখন বাহির হইয়া গেল, তখন ভিনিসিয়স্ দেখিলেন, সে দলে লিজিয়া বা উরসস্ কেহই নাই। তবে চিকিৎসক গ্লোকস্‌কে তিনি দেখিতে পাইলেন।

—চৌদ্দ—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই নাগরিকগণ সিজারের উদ্যান সমূহে যাত্রা করিল। অবকাশ দিনের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, মাথায় ফুলের মালা ধারণ করিয়া, গান করিতে করিতে জনসাধারণ অসাধারণ অভিনব দৃশ্য দর্শনে পথ চলিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেক লোকই সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিল। প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হইতেছিল—"সেমাক্‌সাই, সারামন্‌টেটাই!"—জীবন্ত মানুষকে মশালরূপে জ্বালাইবার অভিনব ব্যবস্থা! সমগ্র রোম তখন ঐ প্রকার শব্দে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছিল। এক এক

স্থানে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিয়া জীয়ন্ত দগ্ধ করিবার এই পৈশাচিক ব্যবস্থা রোমে বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু জীয়ন্ত দগ্ধ করিবার লোক-সংখ্যা এত অধিক কখনও হয় নাই। খৃষ্টানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া কারাগারের সংক্রামক ব্যাধিকে সেই সঙ্গে নির্ম্মূল করিবার জন্য সিজার ও টিগেলিনস্ প্রত্যেক কারাগার খালি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শুধু জনকয়েককে শেষ ক্রীড়ার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল। জন-সাধারণ উদ্যানে প্রবেশ করিতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক গুল্ম, প্রত্যেক বৃক্ষবীথিতে, প্রত্যেক জলাশয়ের ধারে সর্ব্বত্রই এক একজন মানুষকে ধূনার দ্রাবকে ভিজাইয়া দাহ্য পদার্থের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

উচ্চ স্থানে সারি সারি মানুষকে অনুরূপ অবস্থায় দেখা যাইতেছিল। তাহাদিগের শিরোদেশে ফুলের মালা, লতার হার।

অনতিবিলম্বে প্রদোষান্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যেক দণ্ডিত ব্যক্তির পার্শ্বে ক্রীতদাসগণ মশাল হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। তূরীধ্বনি হইবামাত্র দাসগণ প্রত্যেক স্তূপের নিম্নদেশে আগুন ধরাইয়া দিল। শুষ্ক তৃণ তৈলসিক্ত করিয়া ফুলের মালার নিম্নে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। আগুন বেশ ধরিয়া উঠিল। দর্শকগণ নীরবে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সমগ্র উদ্যানে এক সঙ্গে বিরাট কাতরধ্বনি উত্থিত হইল। তথাপি অনেক খৃষ্টান ঊর্দ্ধমুখে খৃষ্টের স্তব গান গাহিতে লাগিল। ছোট ছোট স্তূপ হইতে যখন শিশুকণ্ঠে "মা! মা!" আর্ত্তনাদ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয় দর্শকও বিচলিত হইয়া উঠিল। অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির সুরামত্ত পাষণ্ডগণও মুহূর্ত্তের জন্য সে আর্ত্তনাদে শিহরিয়া উঠিল।

নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ শিশুগণ অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের মুখমণ্ডল অগ্নির লেলিহান শিখায় পুড়িয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দর্শনে তাহারাও যেন অস্থির হইয়া উঠিল।

দৃশ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সিজার সুদৃশ্য, চতুরশ্ববাহিত রথে উদ্যানে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সভাসদ্গণের রথও আসিতে লাগিল। সকলেই পানোন্মত্ত—প্রত্যেকের হাতে সুরাপাত্র। সকলেই সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত দেহ। রোমান্ কুমারীগণও অর্দ্ধনগ্ন দেহে সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় রঙ্গস্থলে দেখা দিল। এইরূপে জীয়ন্ত মনুষ্য মশালের মধ্য দিয়া সিজারের শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল। সিজারের পার্শ্বে টিগেলিনস্ ও চিলো ছিল। সিজার হাসিতে হাসিতে রথে চলিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট বাহু যেন জনসাধারণের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিল।

প্রত্যেক কুমারীর অনাবৃত বক্ষে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহার রথ সেইখানে থামাইতেছিলেন—যেখানে শিশুর মুখ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, তথায় তাঁহার রথ থামিতেছিল। তাঁহার পশ্চাতে পানোন্মত্ত সভাসদ্বৃন্দ। মাঝে মাঝে তিনি জনতাকে অভিনন্দন জ্ঞাপ[illegible] করিতেছিলেন। আবার মাঝে মাঝে টিগেলিনসের সঙ্গে কি আলা[illegible] করিতেছিলেন। এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে এক প্রকাণ্ড উৎস সন্নিধা[illegible] তাঁহার রথ আসিয়া থামিল। সেইখানে তিনি রথ হইতে নামিলেন এ[illegible] জনতার মধ্যে অগ্রসর হইলেন। সভাসদ্গণও তাঁহার অনুসরণ করিল।

উৎসের ধারে একশত জীয়ন্ত মশাল এইবার জ্বলিয়া উঠিল। উ[illegible] চীৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। চিলোর মুখমণ্ডল সে দৃ[illegible] বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তাহাকে লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ আ[illegible] করিয়া দিল।

অবশেষে সকলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা স্তূপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই স্তূপটি নানাবিধ লতাপাতার দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। তলদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে ধাবিত হইতেছিল। বাতাসে ধূমরাশি সরিয়া যাইবামাত্র স্তূপের মধ্যে আবদ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তির শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখা গেল। উহা দেখিবামাত্র আহত সর্পের ন্যায় চিলো পশ্চাতে হঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যে চীৎকার ধ্বনি তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইল, তাহা মনুষ্য কণ্ঠের ধ্বনি নহে যেন বায়সের কর্কশ অস্বাভাবিক শব্দ!

সে বলিয়া উঠিল, "গ্লোকস্! গ্লোকস্!"

প্রজ্বলিত স্তূপের উপর হইতে চিকিৎসক গ্লোকস্ নীচের দিকে চাহিয়া চিলোর উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিলেন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ব্যক্তিই তাঁহাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। তথাপি তিনি তাহাকে খৃষ্টের নামে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তথাপি এই ব্যক্তি পুনরায় তাহার উপকারককে জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছে! গ্লোকস্ তাহার উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই ধূম্ররাশি তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতেছিল, কিন্তু বাতাসের প্রভাবে ধূম্রজাল সরিয়া যাইবামাত্র চিলো দেখিতেছিল, গ্লোকসের দৃষ্টি যেন তাহার অন্তর ভেদ করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, স্থাণুর ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, তাহার অন্তর মধ্যে কি যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার যেন চরম অবস্থা আসন্ন। সিজার, পারিষদবর্গ, রোম সবই যেন তাহার দৃষ্টিপথে ম্লান হইয়া গেল। শুধু তাহার সম্মুখে অসীম, অনন্ত শূন্য—যেন তথায়

আলোকের লেশ মাত্র নাই। শুধু ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগকারীর দুইটি উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি অগ্নি-গোলকের ন্যায় তাহাকে বিচারকের কাছে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। গ্লোকসের মাথাও ক্রমশঃ ঝুলিয়া পড়িতেছিল, তথাপি দৃষ্টি চিলোর উপরই নিবদ্ধ। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা অনুমান করিল, যেন উভয়ের মধ্যে কি একটা বুঝাপড়া চলিয়াছে। কিন্তু কাহারও মুখে হাস্যধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না। কারণ, চিলোর মুখ তখন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছিল, অগ্নির জিহ্বা যেন তাহার দেহকে লেহন করিতেছিল। সহসা চিলো বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অতি হৃদয়বিদারক ভীষণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "গ্লোকস্! খৃষ্টের দোহাই! আমায় ক্ষমা কর!"

উপস্থিত সকলেরই কণ্ঠ তখন নীরব। তাহারা যখন অগ্নিদগ্ধপ্রায় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল, অমনই তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া প্রচণ্ড শিহরণ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

ধীরে ধীরে সহিদের মাথা নড়িল। উপর হইতে যন্ত্রণাদিগ্ধ স্বরে ভাসিয়া আসিল, "তোমায় ক্ষমা করলাম!"

আহত বন্য-পশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া চিলো উপুড় হইয়া ভূমিতলে লুটাইল। দুই হাত দিয়া মাটী খুঁড়িয়া মাথার উপর সে নিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গ্লোকসের দেহ অগ্নিতে আবৃত হইয়া গেল।

চিলো ভূমি হইতে উঠিবামাত্র তাহার আননে এমন পরিবর্ত্তন দেখা গেল যে, অগষ্টানদিগের মনে হইল, তাঁহারা স্বতন্ত্র মানুষকে দেখিতেছেন। তাহার চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত—এমন দীপ্তি সহসা দেখা যায় না। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে কাপুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে যেন ঈশ্বরানুগ্রহে তত্ত্বকথা বলিবার মত শক্তিলাভ করিয়াছে।

অনেকে বলিয়া উঠিল, "লোকটার হ'ল কি? পাগল হ'ল নাকি?"

তাহাদের এই কথা শুনিয়া চিলো মুখ ফিরাইল। দক্ষিণ বাহু উদ্যত করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন ভাবে চীৎকার করিল যে, জনতা পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিতে পাইল।

সে বলিল, "রোমবাসি! আমার জীবনের শপথ নিয়ে আমি বল্‌ছি, নির্দ্দোষ লোকগুলো ধ্বংস হচ্ছে! রোমে আগুন লাগিয়েছিল ঐ ব্যক্তি!" —সে নীরোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

মুহূর্ত্ত মাত্র চারিদিক প্রগাঢ় নীরবতায় ভরিয়া উঠিল। সভাসদ্‌গণ ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিল। তখনও চিলো কম্পিত হস্তের অঙ্গুলি নীরোর দিকে উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার পরই একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। ঝটিকা-তড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় জনতরঙ্গ বৃদ্ধের দিকে ছুটিয়া আসিল। সকলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহে। কেহ বলিল, "ওকে ধর।" অপর সকলে বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! আমাদের মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়েছে!" ক্রমেই জনতার মধ্যে কোলাহল বাড়িতে লাগিল। চীৎকার করিতে করিতে জনতা নীরোর রথের দিকে ধাবিত হইল। তাহাদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল, "মাতৃহন্তা! সহর দাহকারী!" সহসা কতকগুলি স্তূপ সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। দর্শকদলের যাহারা চিলোকে ঘিরিয়াছিল, তাহারা তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে উদ্যানের অপর পার্শ্বে লইয়া গেল।

ক্রমে স্তূপগুলি জ্বলিয়া পুড়িয়া নিভিয়া গেল। চারিদিকে মানব দেহের চর্ব্বির গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে বাগান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। জনতা সভয়ে উদ্যান তোরণের দিকে ধাবিত হইল। মুখে মুখে তখন রটনা চলিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, সিজার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ

বলিতেছিল, তিনি স্বীকার করিয়াছেন, সহরে তিনিই আগুন দিয়াছিলেন। আবার এমনও রটিল যে, সিজার অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায়, রথে করিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের জন্য কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতে লাগিল। "তারা যখন রোমে আগুন দেয় নি, তখন এমন ক'রে তাদের রক্তপাত করা, পুড়িয়ে মারা ঘোর অন্যায় হয়েছে। নিরপরাধদের ওপর এমন অত্যাচার করায় দেবতারা কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না? এখন দেবরোষ থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাওয়া যাবে?"

"এরা নির্দ্দোষ!" এই শব্দটা ক্রমেই মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। শিশুদিগকে অরণ্য-পশুর মুখে ফেলিয়া দেওয়া, পোড়াইয়া মারার জন্য নারীরা উচ্চঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে করুণার আতিশয্যে জনতা সিজার ও টিগেলিনস্‌কে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। সহসা একদল লোক একস্থানে থামিয়া বলিল, "এমন ধৈর্য্য এমন সহিষ্ণুতা এরা যে দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে, তিনি কে?" চিন্তিত মনে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল।

এ দিকে চিলো উদ্যান মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কোন দিকে সে চলিয়াছে সে বিষয়ে তাহার জ্ঞানই ছিল না। সমগ্র উদ্যান তখন গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। স্তূপসমূহ তখনও অনেক স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। চিলোর মনে হইতেছিল, সর্ব্বত্রই সে যেন গ্লোকসের চক্ষু দেখিতে পাইতেছে। সে দৃষ্টি কি ভীষণ দীপ্তিময়। অবশেষে সে পুনরায় গ্লোকস্ যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন সেই দিকে চলিতে লাগিল। কে যেন তাহাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সহসা কে যেন তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

বৃদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চাহিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সে দেখিতে পাইল।

"একি? কে আপনি?"

"আমি খৃষ্টের একজন শিষ্য—আমি টারসসের পল।"

"আমি অভিশপ্ত জীব। আপনি কি চান?"

"আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই।"

চিলো কম্পিতদেহে এক বৃক্ষদেহে টলিয়া পড়িল।

হতাশ ভাবে চিলো বলিল, "আমার আত্মার মুক্তি অসম্ভব!"

"তা হলে তুমি জান না যে, খৃষ্ট ক্রুশে উঠেও চোরকে ক্ষমা করেছিলেন!"

"আপনি কি জানেন, আমি—হ্যাঁ আমি, কি করেছি?"

"জানি। কিন্তু আমি তোমার দুঃখও দেখেছি। তোমাকে সত্য ঘোষণা করতেও শুনেছি।"

"হা প্রভু! হা প্রভু!"

"খৃষ্টের সেবক মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তোমাকে যখন ক্ষমা করতে পেরেছেন, তখন খৃষ্ট নিজে কি তোমায় ক্ষমা করবেন না?"

চিলো দুই হাতে তাহার মাথা চাপিয়া ধরিল। সে যেন এখনই পাগল হইয়া যাইবে।

সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা? আমার মার্জ্জনা?"

পল বলিলেন, "হ্যাঁ। কারণ, আমাদের ঈশ্বর ক্ষমাময়!"

যন্ত্রণাভরে চিলো বলিয়া উঠিল, "আমার মত পাপীর জন্যও?"

খৃষ্টশিষ্য বলিলেন, "আমার হাতে ভর দিয়ে চল।"

অন্ধকারের মধ্য দিয়া তিনি চিলোকে লইয়া উৎসের কাছে গমন

করিলেন। ধর্মের জন্য যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগের শোকে যেন উৎসের বুকে শোকের ঝরণা বহিতেছিল।

পল বলিলেন, "আমাদের ঈশ্বর প্রেমময়। তাঁহার অনন্ত প্রেম চারিদিকে বহে চলেছে। তাঁর ভালবাসার সীমা নেই। তাঁর প্রেম সর্ব্বত্র বিরাজিত। গ্লৌকস্ যেখানে পুড়ে মরেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি যন্ত্রণায় অভিভূত হয়েছিলে। খৃষ্ট তা দেখেছেন। কোন পরিণাম না ভেবেই তুমি নীরোকে দেখিয়ে যখন বলে উঠেছিলে, ঐ লোকটাই আগুন দিয়েছে, তখনই খৃষ্ট তা শুনেছেন। সে কথা তিনি কখনো ভুলবেন না। তোমার অযোগ্যতা, তোমার প্রতারণা করবার প্রকৃতি একবারে শেষ হয়ে গেছে। তোমার অন্তরে এখন সীমাহীন অনুতাপ চলেছে। আমার কথা শোন। এক সময়ে আমিও তাঁকে ঘৃণা করতাম। ঈশ্বরের প্রতিনিধিকে আমি অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিলাম। এক সময়ে তাঁর জন্য আমার কোন আগ্রহই ছিল না। তাঁকে বিশ্বাসও করতাম্ না। একদিন তিনি আমাকে দেখা দিয়ে আমায় ডাক্‌লেন। সেই দিন থেকে তাঁকে ছাড়া আমি কাকেও ভালবাসতে পারি নি। আমার কথা শোন, তিনি তোমার মনে অনুতাপ দিয়েছেন, দুঃখ দিয়েছেন, তিনি তোমাকে কোলে নেবেন বলেই করেছেন। তুমি তাঁকে ঘৃণা করলেও, তিনি তোমাকে সব সময়েই ভালবেসেছেন। তাঁর সন্তানদের তুমি যন্ত্রণা দিয়ে বধ করবার জন্য ধরিয়ে দিলেও, তিনি তোমাকে ক্ষমা করতে চেয়েছেন, তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন!"

তাঁহার কথায় শ্রোতা তন্ময় হইয়া গেল। তিনি তাহাকে জয় করিলেন। সৈনিক যেমন বন্দীকে ধরিয়া লইয়া যায়, তিনিও তেমনই চিলোকে লইয়া চলিলেন।

"তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। আমি তোমাকে কেন খুঁজে বের করেছি? তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন, তাঁর প্রেমের শক্তিতে যত আত্মাকে পারি যেন সংগ্রহ করি। তাঁর ইচ্ছা আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। তুমি আমাকে বলেছ যে, তুমি অভিশপ্ত-প্রাণী। কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌ছি, ধৈর্য্য ধর, তুমি মুক্তি পাবে। তুমি বল্‌ছ, তোমার মুক্তি হবে না। আমি তোমাকে বল্‌ছি, তিনি তোমায় ভালবাসেন। আমার দিকে চেয়ে দেখ, এক সময়ে আমার বুকে তাঁর সম্বন্ধে অবজ্ঞা ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে প্রেমের আসন পেতেছেন। ধন-দৌলত, পিতামাতা সব তিনিই অধিকার করেছেন। তাঁতেই মুক্তি, তিনিই তোমার অনুতাপকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে তোমায় দয়া করবেন। তোমার দুঃখ, দুর্দ্দশা, ভয় সব তিনি হরণ ক'রে, তোমাকে তাঁর পাশে বসাবেন।"

উৎসের জলধারা চন্দ্রালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত। ক্রীতদাসরা কেহই সেদিকে ছিল না।

চিলো জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। নক্ষত্রালোকমণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া পল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"জগৎপিতা, এই পাপীর দিকে চাও—অনুতপ্তের চোখের জল, যন্ত্রণা লক্ষ্য কর! হে করুণাময়, আমাদের পাপের জন্য তুমি রক্তপাত করেছ! আমি তোমার কাছে এই নিবেদন করছি যে, তোমার দেহত্যাগ, তোমার পুনরুত্থান, তোমার দয়ায় এই অনুতপ্ত আত্মাকে ক্ষমা কর।"

বহুক্ষণ তিনি নীরবে প্রার্থনা করিলেন। এমন সময় নতজানু চিলো বলিয়া উঠিল, "খৃষ্ট! খৃষ্ট! আমায় ক্ষমা কর!"

পল উৎসের কাছে অগ্রসর হইয়া করপল্লবে জল গ্রহণ করিলেন এবং নতজানু হতভাগ্যের কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বলিলেন, "চিলো, আমি পরমপিতার নামে তোমায় দীক্ষা দিলাম। পরমপিতা, তাঁর পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তোমায় মন্ত্র দিলাম। তথাস্তু!"

চিলো তাহার মাথা তুলিয়া বাহু প্রসারিত করিল। চন্দ্রালোক যেন এখন তাহার উপর স্নিগ্ধ কিরণধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন কুক্কুট-রব উষার আগমন ঘোষণা করিতেছিল। তখনও চিলো বিষাদ প্রতিমার মত নতজানু হইয়া বসিয়া রহিল।

অবশেষে সে প্রশ্ন করিল, "মৃত্যু আস্‌বার আগে আমি কি কর্‌ব?"

পল বলিল, "বিশ্বাসে অবিচলিত থাক্‌বে এবং সত্যকে ঘোষণা কর্‌বে।"

তার পর উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিল। উদ্যানের তোরণের কাছে পল চিলোকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর উভয়ে যে যাহার পথে চলিল। চিলো বুঝিয়াছিল, সিজার ও টিগেলিনস্ তাহাকে ছাড়িবেন না।

বাড়ী আসিবামাত্র সে দেখিল, সেনাদল তাহার গৃহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া প্যালেটাইনে লইয়া গেল।

সিজার তখন বিশ্রামাগারে। টিগেলিনস্ তখনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ গ্রীককে নীরবে দেখিলেন। তাঁহার মুখে ভ্রূকুটি।

তিনি বলিলেন, "তুমি সিজারকে অপমান করে মহাপাপ করেছ। তোমার সে অপরাধের দণ্ড হবে। তবু তুমি যদি কাল প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে

ঘোষণা কর যে, মদ খেয়ে তুমি জ্ঞান-হারা হয়েছিলে, তাই যা খুসী বলেছ, খৃষ্টানরা সত্যই রোমে আগুন দিয়েছিল, তা হলে শাস্তি কম হবে—কয়েক ঘা বেত আর নির্ব্বাসন।"

শান্তস্বরে চিলো বলিল, "সে আমি পার্‌ব না, হুজুর!"

টিগেলিনস্ দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে তাহার কাছে আসিয়া, ভীষণস্বরে বলিলেন, "কি? তুই পার্‌বি না? ওরে গ্রীক্ কুকুর, পার্‌বি না কিরে? তুই কি মদ খেয়ে মাতাল হস্‌নি? তোর অদৃষ্টে কি আছে তা যদি না বুঝতে পেরে থাকিস্, তবে ঐ দেখ চেয়ে!"

গৃহকোণে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বেঞ্চির পাশে চারজন থ্রেসীয় ক্রীতদাস রজ্জু ও সাঁড়াশী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

চিলো পুনরায় বলিল, "না, হুজুর, পার্‌ব না।"

টিগেলিনস্ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি খৃষ্টানদের মৃত্যু দেখেছ ত। সেই রকম ভাবে মর্‌তে চাও?"

বৃদ্ধ তাহার বিবর্ণ মুখ তুলিল। তাহার ওষ্ঠ একবার স্পন্দিত হইল। তার পর সে বলিল, "আমি খৃষ্টে বিশ্বাসবান!"

টিগেলিনস্ বিস্ময়ভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রে কুকুর! তুই নিশ্চয় পাগল হয়েছিস্!"

এক লম্ফে চিলোর কাছে আসিয়া তিনি তাহার শ্মশ্রু ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। তাহাকে ভূপাতিত করিয়া তিনি তাহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

"তোকে ও কথা ফিরিয়ে নিতেই হবে। নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

পদাঘাতে ক্লিষ্ট হইলেও, গ্রীক গোঁ গোঁ শব্দ [illegible] করিতে বলিল, "আমি পার্‌ব না।"

"তা হলে একে নিয়ে যা, যন্ত্রণা দে।"

ক্রীতদাসরা চিলোকে ধরিয়া লইয়া বেঞ্চির উপর ফেলিল। তার পর তাহাকে রজ্জুর দ্বারা বেঞ্চির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিল। তার পর সাঁড়াশীর দ্বারা তাহার অঙ্গের মাংস টানিতে লাগিল। চিলো ক্রীতদাসের করচুম্বন করিল। তার পর মৃতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

কিন্তু তখনও তাহার প্রাণ বাহির হয় নাই। কারণ, টিগেলিনস্‌ যখন তাহার উপর নত হইয়া প্রশ্ন করিল, "এখনও বল্‌, তোর অভিযোগ ফিরিয়ে নিবি ?"

অস্ফুটস্বরে চিলো বলিল, "আমি—তা—পার্‌ব না।"

টিগেলিনসের ইঙ্গিতে তখন যন্ত্রণা প্রদান বন্ধ হইল। তিনি তখন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা একটা নূতন ফন্দী মাথায় আসিল। ক্রীতদাসদিগের প্রতি ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "ওর জিভ্‌ উপ্‌ড়ে ফেল।"

—পনর—

ক্রীড়াভূমিতে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সিজারের উদ্যান-দৃশ্যের পর সাধারণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। একখানা নাটকের বর্ণিত ব্যাপারটি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ক্রুশবিদ্ধ ক্রীতদাসকে কিরূপে ভল্লুক গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দৃশ্যটি জনসাধারণকে দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নাটকের এই ভূমিকায় মানুষ ভল্লুক চর্ম্মাবৃত হইয়া দেখা দিত। কিন্তু এবার স্বাভাবিক দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। ইহা টিগেলিনসের পরিকল্পনা। সিজার প্রথমতঃ এই নাটকাভিনয় দর্শন করিবেন না বলিয়াছিলেন। কিন্তু টিগেলিনস্ গোপনে কি পরামর্শ দিলেন। তাহার ফলে সিজার অভিনয় দর্শনে সম্মত হইলেন। অর্থাৎ বাগানের ব্যাপারের পর, সিজার সকল ব্যাপারে যদি দর্শকদিগের সম্মুখে উপস্থিত না থাকেন, তবে তাহার ফল শুভ না হইতে পারে। এ জন্য জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত থাকাই সঙ্গত। তিনি এমন আশ্বাসও দিলেন যে, ক্রিস্পসের ন্যায় ক্রুশবিদ্ধ ক্রীতদাস তাঁহাকে কোন কথাই বলিতে পারিবে না। জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য টিগেলিনস্ প্রচুর ভোজের ব্যবস্থাও করিলেন।

প্রদোষকালে সার্কাস প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পূর্ণ হইল। সমগ্র অগষ্টান টিগেলিনস্ পরিচালিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ উপভোগের জন্য নহে, রাজভক্তি প্রদর্শনই তখন মুখ্য ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল। তখন সমগ্র সহরবাসী চিলোর কথারই আলোচনা করিতেছিল। শুধু কয়েকজন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক মানবতার দোহাই দিয়া টিগেলিনস্‌কে এ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।*

বার্কস্ সোরানস্ বলিলেন, "ভেবে দেখুন তারা আপনাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। অবশ্য আপনার লক্ষ্য জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা। কারণ, তারা প্রতিশোধ চায়। আপনি তাই সমগ্র জাতিকে বুঝতে দিচ্ছেন যে, যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের উপরই ন্যায়দণ্ড প্রদত্ত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে ঠিক বিপরীত অবস্থা ঘটছে না কি?"

এন্‌টিস্‌টিয়স্ ভেরস্ বলিলেন, "ঠিক তাই। খুব সত্য। এখন প্রত্যেক লোকই বল্‌ছে যে, খৃষ্টানরা নিরপরাধ। আপনি যদি তবু নিজেকে খুব চতুর বলে মনে করেন, তা হ'লে চিলো যে বলেছিল, আপনার মাথায় একদানা বুদ্ধিও নেই। সেটা ঠিকই বলেছিল।"

টিগেলিনস্ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "লোকে বল্‌ছে যে, আপনার মেয়ে বার্কস্ সোরানস্ এবং আপনার স্ত্রী এন্‌টিস্‌টিয়স্ ভেরস্ তাঁদের খৃষ্টান ক্রীতদাসদিগকে সিজারের ন্যায়বিচার থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।"

উৎকণ্ঠিতভাবে বার্কস্ বলিলেন, "সে কথা সত্য নয়!"

এন্‌টিস্‌টিয়স্ ভেরস্ সমান উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "না, নিশ্চয় নয়! সত্য কথা বল্‌তে কি, আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রীরা আমার পতিব্রতা স্ত্রীর গুণ দেখে ঈর্ষাবশতঃ তাঁর সর্ব্বনাশ ঘটাতে চান।"

অন্যান্য সকলে চিলোর কথাই আলোচনা করিতেছিলেন।

ইপ্রিয়স্ মার্সেলস্ বলিলেন, "তার হ'ল কি? সে নিজে টিগেলিনসের কাছে খৃষ্টানদের ধরিয়ে দিয়েছে। ভিখারী থেকে সে ধনী হয়ে পড়েছিল। হয় ত শেষের দিনগুলো সুখে শান্তিতে কাটাতে পার্‌ত। অন্তিমকালে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে তার সমাধিও হ'ত। তার সমাধির ওপর একটা স্তম্ভ পর্য্যন্ত উঠ্‌ত। বাস্তবিক লোকটা পাগলই হয়েছে!"

টিগেলিনস্ বলিলেন, "না, সে পাগল হয় নি—খৃষ্টান হয়ে গেছে।"

ভিটেলিয়স্ বলিলেন, "অসম্ভব!"

ভেস্‌টিনিয়স্ বলিলেন, "তা হ'লে আমি কি ঠিক বলি নি? আমি কি আপনাদের বলি নি যে, এই খৃষ্টানদের গলা আপনারা কাটতে পারেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ভাল নয়? এ সব নিয়ে তুচ্ছ করা ঠিক নয়। কি ব্যাপার ঘট্‌ল ভেবে দেখুন! রোম সহরে আগুন লাগানর ব্যাপারে আমি নেই বটে, কিন্তু সিজার যদি আমায় অনুমতি দেন তা হ'লে খৃষ্টান দেবতার উদ্দেশে আমি বলি দেবার ব্যবস্থা করি। আপনারাও সকলে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ভালই কর্‌বেন।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "আমি যখন বলেছিলাম, খৃষ্টানরা অস্ত্রধারণ কর্‌ছে, তখন টিগেলিনস্ হেসেছিলেন। সে কথার সঙ্গে আমি একটু জুড়ে দিতে চাই—খৃষ্টনরা কেবল জয়লাভ কর্‌তে চলেছে।"

প্রায় বিশজন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "কি করে? কি করে তা হ'ল?"

"এই ধরুন না কেন, চিলোর মত লোকও যদি খৃষ্টানদের প্রভাব এড়াতে না পেরে থাকে, তা হ'লে কে পার্‌বে বলুন? প্রত্যেক দৃশ্যের পর খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়ে নি বলে যদি আপনারা কল্পনা করে থাকেন, তা হ'লে আপনাদের ধড়ে বুদ্ধি নেই বল্‌তে হবে। সহরে কি চল্‌ছে, লোকগুলো সত্যি কি ভাব্‌ছে তা ভাল করে সন্ধান করে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

বার্কস্ পেট্রোনিয়সের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি কি বল্‌তে চান সত্য করে বলুন ত?"

"আপনি যা বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, আমি তাই সমাপ্ত করলাম্। আমি বল্‌ছি যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে, আর নয়।"

বিদ্রূপভরে হাসিয়া টিগেলিনস্ বলিলেন, "আর আমি বল্‌ছি, আর কিছু রক্তপাত দরকার—বেশী নয় কিছু।"

পেট্রোনিয়স্ মন্তব্য করিলেন, "তোমার কাঁধের ওপর যে মাথাটা আছে, তা যদি তুমি পর্য্যাপ্ত বলে মনে না কর্‌তে পার, তোমার লাঠির ওপর আর একটা মাথা, কাঠের মাথা ত আছে।"

এমন সময় পাইথাগোরাস্‌কে লইয়া সিজার তথায় প্রবেশ করায় আলোচনা বন্ধ হইল। তখনই "আরিওনস্" নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু সে দিকে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। সকলেই গ্রীক চিলোর কথাই চিন্তা করিতেছিল। জনতাও যথেষ্ট অত্যাচার, নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা ও রক্তপাত দেখিয়াছে। ক্লান্ত ভাবে তাহারা নানাবিধ কঠোর ও অশোভন মন্তব্য সম্রাট ও তাহার দরবারের উপর করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, তাড়াতাড়ি ভল্লুকের দৃশ্য শেষ করা হউক, কারণ ঐটুকুই কৌতুহলপ্রদ।

তখন সেই দৃশ্য দেখাইবার সময় উপস্থিত হইল। সার্কাসের লোকজন একটা কাঠের ক্রুশদণ্ড আনিল। সেটা এমন ভাবে বসান হইল, যেন ভল্লুক পায় ভর দিয়া দাঁড়াইলে ক্রুশবিদ্ধ শিকারের নাগাল পাইতে পারে। ইহার পর দুইজন লোক চিলোকে টানিয়া আনিতে লাগিল। তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে হাঁটিতে পারিতেছিল না। তাড়াতাড়ি তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইল। তাহাকে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল না। নগ্নদেহ বৃদ্ধ চিলোকে কয়েকজন মাত্র চিনিতে পারিল। টিগেলিনসের অত্যাচারে তাহার আনন রক্তশূন্য হইয়াছিল। তাহার শুভ্র শ্মশ্রুরাজিতে রক্তরেখা লাগিয়াছিল। তাহাতে বুঝা যাইতে-

ছিল, তাহার জিহ্বা উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার দেহ এমন স্বচ্ছ দেখাইতেছিল যে, তাহার প্রত্যেক অস্থি যেন গণনা করা যাইতে পারে। তাহার আননে বিষাদের ছায়া নিবিড় হইলেও, তাহাতে প্রশান্তির চিহ্ন বিদ্যমান। সম্ভবতঃ সে তখন ভাবিতেছিল, ক্রশে উঠিয়াও খৃষ্ট চোরকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সে তখন করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিল, "হে প্রভু, তুমি জান, আমি বিষাক্ত হতভাগা হলেও, না খেতে পেয়ে মরছিলাম। সকলে আমায় পায়ে পিষে যেত। সারাজীবন ধরে আমি কেবল লোকের কাছে প্রহারই পেয়েছি, সবাই আমায় ঘৃণা করেছে। প্রভু, আমি গরীব এবং অসুখী। এখন এরা আমায় ক্রশে চড়িয়েছে। হে করুণাময়, মৃত্যুকালে তুমি আমায় ত্যাগ করো না।"

অনুতাপে তাহার আত্মা গভীর শান্তি অনুভব করিতেছিল।

জনতার কাহারও মুখ হইতে আমোদের উল্লাস ধ্বনিত হইল না। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে করিতেছিল, যে লোকটা এখনই মরিবে তাহাকে এমন ভাবে ক্রশবিদ্ধ করা কেন? ভেস্‌টিনস্‌ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "খৃষ্টানরা কেমন করে মরে দেখ!"

অপর সকলে উৎকণ্ঠাভরে ভল্লুকের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহাদের গোপন মনে এমন হইতে লাগিল যে, এ দৃশ্যের এখনই সমাপ্তি ঘটুক। অতঃপর ভল্লুক রঙ্গক্ষেত্রে ভারী পদক্ষেপে প্রবেশ করিল। ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে তাহার প্রকাণ্ড মাথা দুলাইতে দুলাইতে চলিতেছিল। তার পর ক্রশ এবং তাহাতে কীলকাবদ্ধ নগ্ন মনুষ্যদেহ দেখিয়া সে সেই দিকে অগ্রসর হইল। একবার সে সম্মুখের থাবা তুলিয়া নাসিকার দ্বারা শিকারকে শুঁকিয়া দেখিল। তার পর

সম্মুখের চরণদ্বয় ক্রুশ হইতে নামাইয়া ক্রুশের পাদদেশে বসিয়া পড়িল। সেই ভাবে তথায় বসিয়া বসিয়া ভালুকটি মৃদু শব্দ করিতে লাগিল। ভাবে বুঝা গেল, সে যেন ক্রুশবিদ্ধ মানবের অবশেষ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছে।

সার্কাসের কর্ম্মচারীরা ইহাতে চীৎকার করিয়া ভালুকটিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। জনসাধারণ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। এই সময় চিলো ধীরে ধীরে তাহার মাথা তুলিল। তাহার নয়ন চারিদিকের দর্শক-দিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। এক একবার সর্ব্বোচ্চ আসনের উপর তাহার দৃষ্টি থামিয়া পড়িল। তাহার বক্ষোদেশ যেন দুলিয়া উঠিল। দর্শকদল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার আননে যেন হাসির রেখা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ললাটও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আকাশের দিকে নয়নযুগল উত্তোলন করিল। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়নপথে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া তাহার গণ্ডদেশে নামিয়া আসিল।

তার পর তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

সহসা দর্শকের মঞ্চ হইতে গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ধর্ম্মের জন্য যে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার আত্মার কল্যাণ হউক্!"

ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট দর্শকদল নিশ্চলভাবে নীরব হইয়া রহিল।

—ষোল—

সিজারের উদ্যান সমূহে প্রেতলীলার পর কারাগারের বন্দীর সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। তাই আবার কারাগার পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইল। মনুষ্য-শিকার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ফল বিশেষ কিছু হইল না। তবে বাকি ক্রীড়াগুলির জন্য শিকারের প্রয়োজন। তাই মানুষ ধরার কাজ চলিতে লাগিল।

কিন্তু রক্তস্রোত অতিমাত্রায় প্রবাহিত হইতে দেখিয়া জনসাধারণের ক্লান্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহাতে খৃষ্টানদিগের মৃত্যু-বরণের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখিয়া এই প্রকার আমোদ-প্রমোদে তাহারা বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভেস্‌নিটসের মনে যে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক নগরবাসীরই মনে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। সকলের মনে এমন দুর্ভাবনাও জাগিয়াছিল যে, হয় ত খৃষ্টানদিগের দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া নগরবাসীদিগকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য জিদ ধরিতে পারেন।

এই প্রকার অস্বস্তিকর মনোভাব যখন সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিল, সেই সময় টাইফয়েড জ্বর কারাগারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতে লাগিল। তখন জনসাধারণ মনে করিল, খৃষ্টানদিগের অপরিচিত দেবতার সন্তোষ বিধানের জন্য পূজা, বলি, অর্চ্চনার প্রয়োজন। জুপিটার ও লিবিটিনার মন্দিরে বলি উৎসর্গ চলিতে লাগিল। কিন্তু টিগেলিনস্‌ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও জনরব রটিয়া গেল যে, সিজারই অগ্নিকাণ্ডের মালিক, খৃষ্টানরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এই জনরব ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিল।

এই কারণবশতঃ সিজার ও টিগেলিনস খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচারে বিরত হইতে পারিলেন না। জনসাধারণকে শান্ত করিবার জন্য নূতন নূতন রাজকীয় ঘোষণা বাহির হইতে লাগিল, নূতন করিয়া শস্য, তৈল প্রভৃতি বিতরিত হইতে লাগিল, রাস্তা প্রশস্ততর হইল, অগ্নি যাহাতে সহজে লাগিতে না পারে, এই ভাবের নূতন গৃহসকল নির্ম্মিত হইল। সিজার স্বয়ং সিনেট সভার অধিবেশনে আসন গ্রহণ করিয়া সকলের সহিত জনসাধারণ ও নগরের কল্যাণকল্পে নানা প্রস্তাবের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু খৃষ্টানদিগের দণ্ড সম্বন্ধে কোনও প্রকার দয়া করা হইল না। কারণ, এমন ভাবের অপরাধীদিগকে ক্ষমা করা চলে না—সিজার এইরূপ অভিমতই ঘোষণা করিলেন। সেনেটের কোন সদস্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে সাহস করিলেন না। কারণ, তাহাতে সিজারের ক্রোধ তাঁহার উপরেই নিপতিত হইবে। এতদ্ব্যতীত, যাহারা কূট-রাজনীতিক, তাঁহারা মনে করিলেন, এইরূপ অত্যাচার চলিলে, নূতন ধর্ম্মমত প্রবল হইয়া একদিন রোম সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসসাধন করিবে। তাই তাঁহারাও নীরবে রহিলেন।

* ভিনিসিয়স্ বুঝিলেন যে, লিজিয়াকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। তিনি আশা ত্যাগ করিলেন। এখন হইতে তিনি একাগ্রচিত্তে শুধু খৃষ্টের নিকট প্রার্থনা চালাইয়া চলিলেন। তিনি অতঃপর স্বর্গে লিজিয়ার দেখা পাইবার প্রতীক্ষায় রহিলেন—অনন্ত-মিলন তাঁহার [illegible]লা হইল। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, লিজিয়াও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই চিন্তায়—পরপারে মিলিবার আশায় তাঁহার আননে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়া সহস্র সহস্র খৃষ্টভক্ত পরপারে যাত্রা করিয়াছিল এ ব্যাপার উরস্‌সের মনও অধিকার করিয়াছিল। এক সময়ে

লিজিয়ার মৃত্যুচিন্তা তাহার নিকট অসহনীয় বোধ হইত। কিন্তু যখন ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে ও সিজারের উদ্যানে খৃষ্টান নরনারী, শিশুর মৃত্যু সংবাদ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন হইতে সে এমন প্রার্থনা খৃষ্টের নিকট জানাইতে সাহস করিল না যে, সেইরূপ মৃত্যুর আশিস্ হইতে লিজিয়া বঞ্চিত হয়। সে তাহার সরল বিশ্বাসবশে মনে করিত, মৃত্যুর পর উরস্সকে খৃষ্ট লিজিয়ার সেবাতেই নিযুক্ত করিবেন। তাহার অন্তরের কামনা ছিল যেন, তাহার প্রভুর ন্যায় সে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। হিংস্র জন্তুর সম্মুখে তাহাকে নিক্ষেপ করাও হইতে পারে। এই চিন্তা তাহার চিত্তকে বিরক্তিতে পূর্ণ করিত। বাল্যকাল হইতেই সে অরণ্যে লালিত-পালিত। যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই তাহার অতিমানবীয় শক্তির কথা লিজীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বন্য হিংস্র পশু শিকার করা তাহার প্রিয় কার্য্য ছিল। এখনও বন্য পশু দেখিলে, তাহার মনে তাহার সহিত বল পরীক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া উঠে। সে জন্য বন্য পশুর সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার চিন্তা তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার করিত না।

উরসস্ দিন ও রাত্রি শুধু প্রার্থনা করিত। কারাগারে আর যাহারা আবদ্ধ ছিল, সে তাহাদিগকে নানারূপে সেবা করিত। কারারক্ষিগণকেও সে সাহায্য করিত, তাহার তরুণী মনিব-কন্যাকেও নানাভাবে সান্ত্বনা দিত। কারারক্ষীরা প্রথমতঃ এই অতিকায় বীরের শক্তি দেখিয়া তাহাকে ভয় করিত। অবশেষে তাহার শান্ত প্রকৃতির জন্য তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল। তাহাকে এমন শান্ত, উদাসীন ও নির্লিপ্ত দেখিয়া কারারক্ষীরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইত। তখন সে তাহাদিগকে খৃষ্টের কথা শুনাইত। মৃত্যুর পর সে অনন্ত-জীবন পাইবে এই কথা এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বর্ণনা করিত যে, তাহাতে কারারক্ষীদিগের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

—সতের—

একদা অপরাহ্ণে পেট্রোনিয়সের কাছে সেনেটের সভ্য সেভিনস্ দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অতি ভয়ঙ্কর যুগে তাঁহারা বাস করিতেছেন। অবশেষে সিজার সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্য ভাবে এমন কথা বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার সহিত পেট্রোনিয়সের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব সত্ত্বেও পেট্রোনিয়স্ সতর্ক হইলেন। সেভিনস্ নানা প্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। লোকজন সব পাগল হইয়াছে, জগৎ যেন উলট পালট অবস্থায় চলিয়াছে, এমন অবস্থা আসিতেছে যে, রোম অগ্নিতে ভস্মসাৎ অপেক্ষাও দুর্দ্দিন সমাগতপ্রায়। তাঁহার ন্যায় অন্যান্য অগষ্টানও ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রিটোরিয়ানদিগের অন্যতম সেনাপতি ফেনিয়স্ রুফস্ টিগেলিনসের কথা ও কার্য্যের তীব্রতম প্রতিবাদ করিতেছেন। সেনেকার সমগ্র পরিবার নীরোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। জনসাধারণও বিশেষ উত্ত্যক্ত। প্রিটোরিয়ান সৈনিকগণের অধিকাংশই ফেনিয়স্ রুফসের দলে।

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "কিন্তু এ সব কথা আমাকে বল্‌ছেন কেন?"

সেভিনস্ বলিলেন, "সিজারের জন্য আমার বড় উৎকণ্ঠা হয়েছে, তাই। আমার নামের আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় একজন প্রিটোরিয়ান্— তাঁর কাছ থেকেই সেনাদলে যা ঘট্‌ছে সব জান্‌তে পার্‌ছি। সব জায়গাতেই তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ক্যালিগুলা ক্ষেপেছিলেন। তার ফলে ক্যাসিয়স্ চেরিয়ার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য সেটা ভীষণ পাপ। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, সে কার্য্যের সমর্থন করেন।

তবে এ কথা ঠিক যে, চেরিয়া পৃথিবীকে একটা নর-রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।”

পেট্রোনিয়স্ বলিয়া উঠিলেন, “অর্থাৎ আপনার যুক্তি এই, ‘আমি চেরিয়ার কাজ সমর্থন করিনে, কিন্তু সে অদৃষ্টের যন্ত্রস্বরূপ হয়েছিল। দেবতারা ওর মত লোক পাঠিয়ে দিন’!”

সেভিনস্ আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া পিসোর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পিসো যে মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা যে অতি মহান্, তিনি পত্নীকে ভালবাসেন, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি উৎকৃষ্ট, আত্মসংবরণে তাঁহার অসীম ক্ষমতা এবং সঙ্গীদিগকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিবার অসাধারণ শক্তির বিষয় তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

সেভিনস্ বলিলেন, “সিজারের সন্তানাদি নেই, সে জন্য সকলেই পিসোকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। পিসো যদি এখন সিংহাসনে আরোহণ করতে চান, তাঁকে সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। ফেনিয়স্ রুফস্ তাঁর দিকে। এনিয়স্ পরিবার তাঁর ভারি ভক্ত। প্লটিয়স্ ল্যাটেরানস্ ও টুলিয়স্ সেনিসিও ত তাঁর জন্য প্রাণ দিতে রাজি। নাটালিস্, সুব্রিয়স্ ফ্লাভস্, সলাপিসিয়স্ আস্পার, আফ্রানিয়স্ কুইনেটিয়ানস্ ও ভেস্টিনিয়স্ প্রভৃতিও পিসোর জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত।”

পেট্রোনিয়স্ মন্তব্য করিলেন, “শেষ লোকটি তাঁর কোন কাজে লাগবে না। ভেস্টিনিয়স্ নিজের ছায়া দেখেই ভয়ে চমকে ওঠেন।”

“সে কথা ঠিক। স্বপ্ন দেখে ভয় পান, ভূতের ভয়ও আছে। কিন্তু তাঁর অন্য বিষয়ে সাহস আছে। তিনি যে কোন রাজসভায় রাজদূত হয়ে থাকতে পারবেন। উনি মনে মনে খৃষ্টানবধ যজ্ঞের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

আপনিও এই রকম অত্যাচারের সমাপ্তি চাচ্ছিলেন দেখে তাঁর মনেও বিতৃষ্ণা জেগেছিল।"

"এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ শুধু ভিনিসিয়সের জন্য। তারই জন্য আমি একটি মেয়েকে রক্ষা করতে পারলে খুসী হতাম্। কিন্তু রাজসভায় আমি হতমান হয়েছি, তাই আমার ইচ্ছে আর পূর্ণ হ'ল না।"

"বলেন কি? সিজার আপনার সঙ্গে আবার ভাব জমাবার চেষ্টা করছেন, তা লক্ষ্য করেন নি আপনি? এচিয়া অভিযানে আপনাকে যে তাঁর চাই-ই চাই।"

"লুকাস্ আমার জায়গায় কাজ করবেন।"

"সিজার তাঁকে ঘৃণা করেন। এমন কি তাঁর প্রাণ নেওয়া বিষয়ে তিনি সংকল্প স্থির করেই রেখেছেন। এখন নীরো শুধু একটা অছিলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লুকাস্ বুঝেছেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

"কাষ্টরের দোহাই, সেটা ঠিকই। আমার পক্ষে রাজঅনুগ্রহ ফিরে পাওয়া কিন্তু খুবই সোজা ও সহজ।"

"কেমন ক'রে বলুন ত?"

"এই আপনি যে সব কথা বললেন, আহেনোবারবসের কাছে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করলেই হল।"

উৎকণ্ঠাভরে সেভিনস্ বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমি ত কিছুই বলি নি!"

পেট্রোনিয়স্ সেনেটের স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলিলেন "না, বন্ধু! আপনি শুধু বলেছেন, সিজার পাগল হয়েছেন। আপনি বলেছেন সম্ভবতঃ পিসো তাঁর উত্তরাধিকারী। আর সেই সঙ্গে আপনি শুধু এইটুকু বলেছেন, লুকাস্ বুঝেছেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করে কি করতে হবে তাঁকে?"

উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল।

সেভিনস্ বলিলেন, "আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করবেনই কি ?"

"বন্ধু, আপনি কি আমাকে চেনেন না ? না, আপনার কোন কথারই আমি পুনরুক্তি করব না। কারণ, ও সব কথা আমি শুনি নি, শুনতে চাইও না। জীবন এত ক্ষণস্থায়ী যে, জীবনের পথে যা কিছু পড়ে তা সব লক্ষ্য করবার নয়। আমি শুধু আপনাকে এই কথা বলছি যে, আপনি এখুনি টিগেলিনসের সঙ্গে দেখা করে ফেলুন এবং আমার সঙ্গে যতটা সময় কথা বললেন, ঠিক ততখানি সময় কথা বলবেন। আপনি কি বলবেন, তা জানবার কোন দরকার আমার নেই।"

"কিন্তু এ কাজ কেন করব ?"

"কেন ? তার কারণ হচ্ছে যে, যদি টিগেলিনস্ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'সেভিনস্ আপনার কাছে এসেছিল', তখন আমি যেন বলতে পারি, হ্যাঁ, তিনি আপনার সঙ্গেও ত দেখা করতে গিয়েছিলেন।"

সেভিনস্ তাঁহার হাতীর দাঁতের ছড়িটা দ্বিখণ্ড করিয়া বলিলেন, "এই ছড়ি ভাঙ্গলাম্, সুতরাং 'ফিউরিদের' এড়ান যাবে। হ্যাঁ, আমি টিগেলিনসের কাছে যাব। নারভার সঙ্গেও দেখা করব। তিনি আজ রাতে ভোজ দেবেন। আপনি যাবেন ত সেখানে ? যাই হোক্, রঙ্গভূমিতে দু'দিন পরে দেখা হবেই। খৃষ্টানদের শেষ খেলা সেই দিন। আজ তবে বিদায়।"

সেভিনসের বিদায়ের পর পেট্রোনিয়স্ আপন মনে বলিলেন, "আর দুদিন মাত্র আছে। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা চলবে না। এচিয়াতে আহেনোবারবস্ আমার সঙ্গ চাইবেনই। সুতরাং প্রথমেই তাঁকে কথা পাড়তে হবে!"

পেট্রোনিয়স্ স্থির করিলেন, এবার তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

নারভার ভোজসভায় সিজার নিজেই আদেশ করিলেন যে, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রিয়পাত্র আহারকালে তাঁহার পাশেই বসিবেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে, তিনি বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে গ্রীসই যেন আমার জন্মভূমি—রোমে কখন থেকেছি এমন মনে হচ্ছে না।"

পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "যাই হোক্ না কেন, গ্রীসে আপনার যশঃ আরও বাড়বে।"

"বাস্তবিক, তাই আশা করি। আপনার তাতে হিংসা হবে না। আমার গলায় যদি বেশী মালা পড়ে, তাঁর কাছে পূজো দেব। এমন পূজো দেব যে, লোকে তা কখনো ভুলতে পারবে না।"

এমন সময় সেভিনস্ হোরেস্ হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলেন।

নীরো বলিলেন, "নিওপলিসে জাহাজ আসার প্রতীক্ষায় আছি। কালই আমি চলে যাব।"

পেট্রোনিয়স পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

তিনি বলিলেন, "সম্রাট যদি তাই করেন, তা হ'লে একটা বিয়ের ভোজে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে চাই।"

"বিয়ের ভোজ? কার বিয়ের ভোজ?"

"ভিনিসিয়সের সঙ্গে লিজিয়ান রাজকন্যার বিয়ে। অবশ্য, তিনি এখন কারাগারে। কিন্তু তিনি প্রতিভূস্বরূপ আছেন। কাজেই তাঁকে আইনতঃ কারাগারে রাখা যায় না। তা ছাড়া আপনি নিজেই এ বিয়েতে মঞ্জুরী দিয়েছেন। আপনার আদেশ জিউয়সের আদেশের মত। তার আর আপিল নেই। আমি জানি আপনি তাঁকে মুক্তি দেবেন। তা হ'লে আমি তাঁর বাকদত্ত স্বামীর হাতে তাঁকে দিতে পারি।"

পেট্রোনিয়সের উত্তেজনাবিহীন, দৃঢ়প্রত্যয়পূর্ণ বাক্যে নীরো হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সোজা প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি কোন কালেই পারেন না।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তা জানি। তাঁর কথাই আমি ভাব্‌ছি। সেই সঙ্গে সেই মহাবীর লোকটা—যে ক্রোটোকে গলা টিপে মেরেছিল, তার কথাও চিন্তা কর্‌ছি!"

প্রশান্ত ভাবে পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "তা হ'লে তারা দু'জনেই ক্ষমা পাবে?"

টিগেলিনস্ এইবার প্রভুর সাহায্যের জন্য আসিলেন।

তিনি বলিলেন, "সিজারের ইচ্ছানুসারেই এক কুমারী কারাগারে আছে। পেট্রোনিয়স্, এই মাত্র আপনি নিজেই বলেছেন যে, সিজারের নির্দ্দেশের ওপর আপিল নেই।"

উপস্থিত সকলেই ভিনিসিয়স্ ও লিজিয়ার কাহিনী জানিতেন। সকলেই ব্যাপারটার কি ফল দাঁড়ায় তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন।

স্পষ্টভাষায় পেট্রোনিয়স্ বলিলেন, "কুমারীকে যে কারাগারে রাখা হয়েছে, তার কারণ, আপনি দেশের বিধান কি তা জানেন না বলেই এবং সিজারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বটে। টিগেলিনস্ আপনি নির্ব্বোধ ত সত্যই, কিন্তু এত নির্ব্বোধ আপনি নন যে, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, মেয়েটি রোমে আগুন দিয়েছিল। আপনি যদি ততদূরও অগ্রসর হতে চান, সিজার তা বিশ্বাস কর্‌বেন না।"

ইতিমধ্যে নীরো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চক্ষু মটকাইয়া বলিলেন, "পেট্রোনিয়স্ ঠিকই বলেছেন।"

টিগেলিনস্ সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীরো আবার বলিলেন, "পেট্রোনিয়সের কথাই ঠিক। কাল ওদের দু'জনের জন্ম কারাগারের দ্বার মুক্ত হবে। তার পরদিন ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে যুগলের বিয়ের বিষয় আলোচনা করা যাবে।"

পেট্রোনিয়স্ ভাবিলেন, আবার তাঁহার হার হইল।

লিজিয়ার অন্তিমকাল সুনিশ্চিত জানিয়া তিনি নিজের একজন লোককে দিয়া সমাধিক্ষেত্রের অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন উক্ত শব' কিনিয়া লয়েন এবং ভিনিসিয়সের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, যদি তিনি উহা গ্রহণ করিতে চাহেন।

—আঠারো—

নীরোর রাজত্বকালে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যার ক্রীড়া দেখাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অগষ্টানগণ ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রীড়া শেষে ভোজের আয়োজন হইত। তদুপলক্ষে নানাপ্রকার প্রমোদলীলা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। রক্তপাত দৃশ্যে জনসাধারণের অরুচি জন্মিলেও যখন সকলে জানিতে পারিল, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে শেষ খেলা আসন্ন এবং শেষ খৃষ্টান বন্দীরা প্রাণ দিবে, তখন সে দৃশ্য দেখিবার জন্য নগর [illegible] পড়িল। বিশেষতঃ অগষ্টানদিগের মধ্যে কেহই এ দৃশ্য উপভোগে অনুপস্থিত রহিলেন না। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ভিনিসিয়সের যন্ত্রণা দেখিয়া সিজার আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন। টিগেলিনস্ কাহাকেও জানিতে দেন নেই, ভিনিসিয়সের বাকদত্তা পত্নীর মৃত্যু কি ভাবে হইবে।

পেট্রোনিয়স্‌ও জানিতেন না, কি ব্যাপার ঘটিবে। এ জন্য তিনি ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলেন যে, সত্যই ভিনিসিয়স্‌ সে সময় উপস্থিত থাকিবেন কি না। ভিনিসিয়স্‌ উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিবেনই। কিন্তু মাতুলের প্রশ্নে তাঁহার দেহে শিহরণও জাগিয়াছিল। অনেক দিন হইতেই এই যুবক অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় কাটাইতেছিলেন। মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে না আসিলেও, তিনি নিজেকে মৃত্যু-রাজ্যের পথের পথিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। লিজিয়ার মৃত্যুর পরই তিনিও স্বর্গধামে লিজিয়ার সহিত শাশ্বত ভাবে মিলিত হইবেন। এই বিশ্বাসবশেই তিনি আজিকার ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

কিন্তু আর বিলম্ব নাই। এইবার তাঁহার প্রাণাধিকা লিজিয়াকে প্রাণ-ত্যাগ করিতে হইবে। সহসা লিজিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য দুঃসাহসিক সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিল। সকাল হইতেই তিনি জানিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, সার্কাসের ভূগর্ভস্থ কক্ষে লিজিয়া সত্যই আনীত হইয়াছে কি না। কিন্তু কোন সৈনিকই তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইতেছিল, বোধ হয় বন্দীদিগের মধ্যে লিজিয়া নাই।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ভিনিসিয়স্‌ নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ, তখন তিনি খৃষ্টের কাছে নিবেদন করিলেন, "তুমি, তুমি ছাড়া আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না! তোমারই শুধু রক্ষা করবার শক্তি আছে!"

জনসাধারণও অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সিজার অনেক বিলম্ব করিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত টিগেলিনস্‌, ভাটিনিয়স্‌ এবং ক্যাসিয়স্‌ও আসিলেন। এই সামরিক কর্ম্মচারী যেমন দীর্ঘাকার, তেমনই অতুল বলশালী। প্রিটোরিয়ান্‌ সেনাদল আজ অধিক সংখ্যায় উপস্থিত

ছিল। আজ সুব্রিয়স্ ফ্লাভস্ তাহাদিগের উপর নেতৃত্ব করিতেছিলেন। এই সেনাপতি সিজারের অন্ধভক্ত। এই ব্যাপারে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে, যদি ভিনিসিয়সের পক্ষ হইতে লিজিয়াকে উদ্ধার করিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা হয়, তাহাতে বাধা দিবার জন্য সিজার প্রস্তুত। জনসাধারণ, ভিনিসিয়সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। ভিনিসিয়সের মুখমণ্ডল মৃতের ন্যায় বিবর্ণ দেখাইতেছিল। তাঁহার ললাটে স্বেদধারা।

এক একবার তাঁহার মনে হইতেছিল, যদি লিজিয়ার মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে দেখিতে হয়, তাহা হইলে খৃষ্টের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অবিচলিত থাকিবে না —বরং বিদ্বেষ আসিবে। তথাপি তিনি খৃষ্টকে অসন্তুষ্ট করিতে ভীত হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টের উদ্দেশে এই নিবেদন করিতেছিলেন যে, লিজিয়াকে যদি রক্ষা না করাই হয়, তবে রঙ্গভূমি তাহাকে টানিবার পূর্ব্বেই যেন তাহার মৃত্যু হয়। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাঁহার মন স্বর্গের উদ্দেশে উত্থিত হইয়া শুধু এই প্রার্থনা করিতেছিল, "এ দয়া হতে আমাকে বঞ্চিত করো না, প্রভু! এ ছাড়া আমার অন্য প্রার্থনা নেই! হে খৃষ্ট, এই অনুগ্রহ আমাকে কর। তা হ'লেই এত দিন আমি তোমাকে যত ভালবেসেছি, তার হাজার গুণ তোমায় ভালবাসব, ভক্তি করব!" ভিনিসিয়স্ তখন চিন্তাসমুদ্রে ভাসিতেছিলেন, অকূল-পাথার দেখিতে-ছিলেন। তাঁহার মনে তখন প্রতিশোধস্পৃহা বিন্দুমাত্র ছিল না। সত্য, এক একসময় তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, তিনি সিজারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইতেছিল, এরূপ কার্য্য খৃষ্টের আদর্শের, উপদেশের বিরোধী। এক এক সময় তাঁহার মনে আশার রশ্মি উদ্দীপ্ত হইতেছিল—হয় ত সর্ব্ব-শক্তিমানের দয়াভরা হস্ত সমস্ত বিপদকে সরাইয়া দিবে। কিন্তু আবার

গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল। তিনি ইচ্ছামাত্রেই সমগ্র ভবন চূর্ণ করিয়া লিজিয়াকে রক্ষা করিতে পারিলেও তাঁহার ভক্তিমতী সেবিকাকে তিনি রক্ষা করিতেছেন না। ভিনিসিয়স্ ভাবিলেন, ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গহ্বরে অসহায় অবস্থায় সে কারারক্ষকদিগের পশুবৎ আচরণ সহ্য করিতেছে। রোগে দুর্ব্বল হইয়া হয় ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় তাহার উপস্থিত। অথচ সে জানে না তাহার জন্য কি নির্ম্মম শাস্তি প্রতীক্ষা করিতেছে। তখনও তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল, একনিষ্ঠ বিশ্বাসবলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। সত্য, তখন শুধু বিশ্বাসই তাঁহার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল। পিটার কি বলেন নাই, বিশ্বাসের বলে বিশ্বের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিতে পারে ?

এই আশায় অন্তরকে ডুবাইয়া দিয়া তিনি পূর্ণ বিশ্বাসভরে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় দৈবলীলা আবির্ভূত হইবে।"

ভিনিসিয়সের আননে তখন মৃত্যুর ন্যায় পাণ্ডুর ছায়া বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে শরীরের ভিতর দিয়া যেন হীমশীতল প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে এই বিশ্বাসবশে তিনি কল্পনা করিলেন, তাঁহারও মৃত্যুকাল সমাগত প্রায়। তাঁহার মনে হইল, লিজিয়া ইতিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। খৃষ্ট তাঁহাদিগকে নিজের কাছে লইয়া যাইতেছেন। অকস্মাৎ আলোকিত রঙ্গভূমি, সহস্র সহস্র দর্শকদল, মশাল, লণ্ঠন সবই যেন তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু এই মূর্চ্ছার ভাব অল্পক্ষণ মধ্যেই দর্শকবৃন্দের চীৎকারে অন্তর্হিত হইল। তিনি আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইলেন।

পেট্রোনিয়স্ তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তুমি বাড়ী যাবার ব্যবস্থা কর।" সিজার তখন কি বলিতেছিলেন, সে দিকে

কর্ণপাত না করিয়া তিনি ভাগিনেয়কে দ্বারের দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার দেহ ধারণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে করুণার প্রবাহধারা উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিতেছিল এবং নীরো ভিনিসিয়সের যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছেন দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইতেছিল। সম্ভবতঃ ভিনিসিয়সের যন্ত্রণাপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া অদূর-ভবিষ্যতে নীরো কবিতার ছন্দে তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের করতালি লাভ করিবেন, এই কথা পেট্রোনিয়সের মনে হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

ভিনিসিয়স্ উঠিলেন না। মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, তিনি সেইখানে প্রাণত্যাগ করিবেন, কিন্তু সেখান হইতে নড়িবেন না।

এমন সময় টিগেলিনস্ একখানা লাল কাপড় রঙ্গভূমির বালুকার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঠিক সেই সময় সম্রাটের সম্মুখবর্ত্তী গহ্বরের লৌহদ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া খুলিয়া গেল। অন্ধকার গুহার মধ্য হইতে লিজীয় উরসসের নগ্নদেহ আলোকদীপ্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কাহার সহিত তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। অগষ্টানগণ এবং অধিকাংশ জনসাধারণ জানিত, এই ব্যক্তিই ক্রোটোকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অমনই চারিদিকে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল। রোমে অসাধারণ শক্তিশালী, বিরাটদেহ মল্লের অভাব ছিল না। কিন্তু এমন মহাশক্তিধর বীরমূর্ত্তি কেহ কখনও দেখে নাই। সিজার হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এই বীরবপু দেখিতে লাগিল। এমন কপাটবক্ষঃ, এমন শক্তিশালী বিপুল উরুদেশ এবং হার্কুলিসের মত বাহুযুগল রোমের কোন লোক কখনও দেখে নাই।

উরসস্ রঙ্গক্ষেত্রের মাঝখানে নগ্নদেহে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার

আনন বিষণ্ণ, কিন্তু নয়নের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অবশেষে রঙ্গক্ষেত্র শূন্য দেখিয়া সে তাহার নীলনয়নের শিশুসুলভ দৃষ্টি দর্শকদিগের উপর নিক্ষেপ করিল। তার পর সিজারের দিকে চাহিয়া আবার লৌহদ্বারের দিকে চাহিল। ঐ দ্বারপথেই হয় ত তাহার হত্যাকারীরা আসিবে।

প্রথমে সে মনে করিয়াছিল যে, ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তাহাকে হয় ত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ কোন কিছু দেখিতে না পাইয়া সে ভাবিল, ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগের সে অযোগ্য। সম্ভবতঃ আরণ্য হিংস্রজন্তুর দংশনে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। সে নিরস্ত্র, সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে তাহাকে মরিতেই হইবে। ত্রাণকর্ত্তার উদ্দেশে সে তখন প্রার্থনা করিতে বসিল। নতজানু হইয়া, যুক্তকরে সে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া রহিল।

জনতা এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইল। মানুষ মেষদলের ন্যায় মরিতেছে এ দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই মহাবীর যদি নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা মাত্র না করে, তবে সমগ্র দৃশ্যটাই ব্যর্থ হইবে। এ জন্য কেহ শিস্ দিতে লাগিল, কেহ বীরের পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু এই বীরের সহিত কাহার লড়াই হইবে, ইহা জানিতে না পারিয়া সকলে আবার নিস্তব্ধ হইল।

বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না! আবার লৌহদ্বার খুলিবার শব্দ হইল। রক্ষকদিগের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীর ভীষণ দর্শন অওরক্ বা ষণ্ডজাতীয় অতি হিংস্র-প্রকৃতির পশু নির্গত হইল। উহার মুণ্ডদেশে এক নগ্নদেহা নারীমূর্ত্তি আবদ্ধ।

ভিনিসিয়স্ উভয় হস্তে নিজের কেশ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "লিজিয়া! লিজিয়া! তাঁহার দেহে যেন সহস্র শূলাঘাত হইল। পুনঃ

পুনঃ তিনি ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমার বিশ্বাস আছে! আমার বিশ্বাস আছে! হে খৃষ্ট, অলৌকীক লীলা দেখাও!"

প্রকৃত প্রস্তাবে পেট্রোনিয়স্ তাঁহার মাথার উপর যে টোগা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভিনিসিয়স্ অনুভব করিতেই পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, মৃত্যু কালো যবনিকার দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তখন কিছুই তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। শুধু তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বাহির হইতেছিল, "বিশ্বাস আছে! আমি বিশ্বাস করি! আমার বিশ্বাস আছে!"

সমগ্র ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু অগষ্টানগণ স্ব স্ব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারই শব্দশ্রুত হইল। এমন দৃশ্য পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। ভীষণ বন্যপশুর সঙ্গে প্রাণাধিকা রাজকন্যাকে আবদ্ধ দেখিবামাত্র, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত বিনম্র উরসস্ অগ্নিস্পৃষ্টের ন্যায় সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইয়া, উন্মত্ত পশুর দিকে আঁকা বাঁকা ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইহাতে প্রত্যেক দর্শকের কণ্ঠ হইতে বিস্ময়ধ্বনি উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজিত হইল। লিজীয়বীর একলম্ফে পশুর কাছে আসিয়াই তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিল!

ভিনিসিয়সের মস্তক হইতে একটানে টোগা তুলিয়া লইয়া পেট্রোনিয়স্ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ!" ভিনিসিয়স্ বিবর্ণ মুখমণ্ডল তুলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে রঙ্গক্ষেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। সহস্র সহস্র দর্শকের কেহই যেন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। রোমে এমন অদ্ভুত দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই।

মানুষটি শৃঙ্গযুগল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বালুকারাশির মধ্যে তাহার

পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট; ধনুকের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠদেশ বাঁকিয়া গিয়াছে। তাহার মস্তক স্কন্ধদেশের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। সবল বাহুযুগলের মাংসপেশী ও শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, যেন এখনই ফাটিয়া বাহির হইবে। ষণ্ডটি এক পদও নড়িতে পারিল না। তাহার গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ। দুই বিরুদ্ধপক্ষ পরস্পরকে প্রবলতর ভাবে পরাভূত করিবার জন্য শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ। তাহারই ফলে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থা। ষণ্ডের চরণ চতুষ্টয়ও বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পৃষ্ঠদেশের কুকুদ যেন একটা প্রকাণ্ড বলের রূপ প্রাপ্ত হইল। এই দুই প্রতিযোগীর কে আগে পরিশ্রান্ত হইবে, কে আগে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবে, মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদল তাহারই প্রতীক্ষায় তখন রোমসাম্রাজ্য, সমগ্র বিশ্ব, রোমের ভাগ্য সবই বিস্মৃত হইল। তাহাদিগের মনে এই লিজীয় যেন অর্দ্ধ-দেবতার মত সম্ভ্রমের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সিজার নিজেই এই দৃশ্য দেখিবার জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টিগেলিনস্ উরসসের শক্তির পরিচয় পাইয়া এইরূপ সংগ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বিদ্রূপভরে বলিয়াছিলেন, "ক্রোটো বিজয়ী এই লোকটা ষাঁড়টাকে পরাজিত করুক, তা হলেই আমাদের হার হবে!"

প্রত্যেকেই স্তব্ধবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতেছিল—সকলেরই মনে হইতেছিল, এই দৃশ্য অবাস্তব। কোন কোন লোক বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া তদবস্থায় প্রস্তর-মূর্ত্তির মত এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। অন্য সকলের ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইতেছিল। যেন তাহারাই ষাঁড়ের সহিত লড়িতেছে। সেই বিরাট প্রাঙ্গণে শুধু মশালের পুটপাট শব্দ, অগ্নির ফুটফাট্‌ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই ছিল না। প্রত্যেকের কণ্ঠ স্তব্ধ, কেহ একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেকের হৃদয় যেন এখনই বিদীর্ণ হইয়া

যাইবে। প্রত্যেকেরই মনে হইতেছিল এই যেন শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া মানুষ ও পশু এই ভীষণ সংঘর্ষে যেন নিশ্চল হইয়া রহিল।

অকস্মাৎ রঙ্গক্ষেত্র হইতে গম্ভীর আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইল। প্রত্যেক কণ্ঠ হইতে উচ্চ চীৎকার শোনা গেল। আবার প্রগাঢ় নীরবতা। সকলেই ভাবিল, তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অসভ্য মানবের লৌহ-বাহুর পেষণে ষণ্ডরাক্ষসের মস্তক ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত হইতেছিল।

লিজিয়ানের আনন, গণ্ডদেশ ও বাহুযুগল লোহিতাভ হইয়া উঠিল। তাহার পৃষ্ঠদেশের বৃত্ত আরও বক্রাকার ধারণ করিল। বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, সে তাহার অমানুষিক শক্তির বাকি অংশ কেন্দ্রীভূত করিতেছিল এবং শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া পড়িবে।

ক্রমশঃ ষণ্ডের মস্তক একদিকে বাঁকিয়া যাইতেছিল ; অকস্মাৎ তাহার ব্যাদিত মুখবিবর হইতে প্রকাণ্ড জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। যে সকল দর্শক এই সংগ্রামশালী পশু ও মানবের নিকটে বসিয়াছিল, তাহাদিগের কর্ণে অস্থি বিচূর্ণিত হইবার শব্দ শ্রুত হইল। পর মুহূর্ত্তে পশুর বিরাট দেহ ভূতলশায়ী হইল! জড়পিণ্ডবৎ তাহার মৃতদেহ দেখা গেল।

নিমেষ মধ্যে শৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া উরসস্ যুবতীকে নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। তার পর সে ভীষণ হাঁপাইতে লাগিল। তাহার আনন তখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বেদসিক্ত কেশরাজি মাথায় চাপিয়া বসিয়াছিল, স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল বহিয়া ঘর্ম্মধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

দর্শকদল তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া রঙ্গস্থলকে নিনাদিত করিয়া তুলিতেছিল। গ্যালারীর সর্ব্বোচ্চ আসনে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা উত্তেজনার আতিশয্যে নীচে

নামিয়া আসিয়াছিল। এই হার্কুলিস্‌কে তাহারা ভাল করিয়া দেখিবার জন্ম ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্ম প্রত্যেকের কণ্ঠ হইতে আবেদন উত্থিত হইল। জনতা সর্ব্বাপেক্ষা শারীরিক শক্তির ভক্ত। এই বীরকে তাহারা আদর্শ দেবতার মত দেখিতে লাগিল। রোমের মধ্যে সেই তখন সর্ব্বপ্রধান লোক বলিয়া তাহাদের কাছে পরিগণিত হইল।

উরসস্‌ তাহাদিগের ভাব ভঙ্গীতে বুঝিল, সকলেই তাহার জীবন ও স্বাধীনতার জন্ম প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু সে এই সকল বরলাভের কথা ভাবিতেছিল না। সেই দুই এক মুহূর্ত্ত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর দুই হাতে লিজিয়ার দেহ তুলিয়া ধরিয়া সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে চাহিল, যেন সে বলিতেছে, "এরই জন্ম ক্ষমা চাইছি; একেই রক্ষা করতে হবে; এর জন্যই আমি এ কাজ করেছি।"

দর্শকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। এই সংজ্ঞাশূন্যা তরুণীকে, অতিকায় বীরের পার্শ্বে ক্ষুদ্রতম বলিয়া মনে হইতেছিল। সেনেটের, সভাসদ, বীরপুরুষ এবং জনতা সকলেরই মনে উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া চলিল। তাহার তন্বী দেহ, তাহার অজ্ঞান অবস্থা, যে ভীষণ বিপদ হইতে বীর উরসস্‌ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এবং উরসসের তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে জনতার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। কেহ কেহ এমনও মনে করিল যে, পিতা যেন তাহার কন্যার প্রাণ ভিক্ষা চহিতেছে। ইহাতে করুণায় তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইল। বহু রক্তপাত হইয়াছে। জনসাধারণ আর রক্ত ও মৃত্যু চাহে না। জনতা ক্রন্দন-ক্ষুব্ধকণ্ঠে লিজিয়া ও উরসসের জীবন দানের জন্ম দাবী জানাইতে লাগিল।

এ দিকে উরসস্ সমগ্র রঙ্গক্ষেত্রে তেমনই ভাবে লিজিয়াকে লইয়া ফিরিতে লাগিল। সে কেবলই এই আবেদন জানাইতে লাগিল, লিজিয়ার প্রাণদান করা হউক। সহসা ভিনিসিয়স্ আসন ত্যাগ করিয়া বেড়া অতিক্রম করিলেন। তার পর লিজিয়ার দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার দেহ টোগার দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন।

মুহূর্ত্তে নিজের গাত্রাচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া নিজের অস্ত্রাঘাত-ক্ষত বক্ষোদেশ জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করিলেন। আর্ম্মেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উহা তাঁহার অঙ্গে চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয় বাহু জনতার দিকে প্রসারিত করিলেন।

ইহাতে জনতার চিত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে এমন অবস্থায় উপনীত হইল, যাহা কখনও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। সমগ্র জনতা চীৎকার করিতে করিতে পদাঘাতে তাহাদিগের অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এখন আর নিবেদন-বাণী তাহাদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল না, তাহারা স্পষ্ট দাবী করিতে লাগিল। শুধু দাবী নহে, তাহারা ভীতি প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হইল না। সিজারের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহারা মুষ্টিবদ্ধ হস্ত তুলিয়া আরক্ত-দীপ্ত নেত্রে তাঁহাকে বলিতে লাগিল—'মার্জ্জনা কর।'

নীরো বিচলিত হইলেন। ভিনিসিয়সের উপর তাঁহার [illegible] ছিল না। লিজিয়া বাঁচিল কি মরিল, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। অবশ্য পশুর শৃঙ্গাঘাতে যুবতীর দেহ বিদীর্ণ হইতে দেখিলে তিনি সুখী হইতেন। এ সকল দৃশ্যে এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির সম্রাটের আনন্দবোধই হইত। সেই আনন্দ উপভোগ হইতে জনতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। ইহাতে সেই বিপুল-দেহ, কদাকার মানুষটির মুখে ক্রোধ

উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। জনতার কাছে তাঁহার ইচ্ছা পরাজিত হইবে, ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু স্বাভাবিক কাপুরুষতা জনমতের বিরুদ্ধেও মাথা তুলিতে দিতে চাহিতেছিল না।

তাঁহার চারিপার্শ্বে যাহারা ছিল, তিনি একবার তাহাদিগের মুখের ভাব দেখিবার জন্য চাহিলেন। অগষ্টানরা তাহাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্নদিকে রাঁখিয়া মৃত্যুর আদেশ নির্দ্দেশ করিতেছে কি না তাহা তিনি দেখিবার জন্য চাহিলেন। কিন্তু পেট্রোনিয়স্ বাহু বিস্তৃত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়াছেন। অবজ্ঞাভরে তিনি সিজারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাও সিজার লক্ষ্য করিলেন। ভেস্‌টিনিয়স্‌ও ক্ষমার ইঙ্গিত দেখাইতেছেন। আরও অনেকে ক্ষমারই নির্দ্দেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া নীরো তাঁহার চক্ষু হইতে মরকত সরাইয়া ক্রোধে ও অবজ্ঞায় ফুলিতে লাগিলেন। টিগেলিনস্, পেট্রোনিয়সের উপর জয়লাভের চেষ্টায় প্রভুর দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "না, না, আপনি স্বীকার কর্‌বেন না। আমাদের পশ্চাতে প্রিটোরিয়ানরা আছে! কোন ভয় নেই!"

নীরো সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন। সেনাপতি সুব্রিয়স্ ফ্লাডস্—তাঁহার একান্ত অনুরাগী ভক্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। তিনি তাঁহার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। দেখিলেন, সেই বৃদ্ধ সেনানায়কের গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া তিনি ক্ষমার ইঙ্গিতই প্রকাশ করিতেছেন!

তখন জনতা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। জনতা তখন বলিতেছিল, "মাতৃহন্তা! সহরে অগ্নিদাতা!" নীরো ইহাতে ভীত হইলেন। সার্কাসে জনতাই প্রভু! কাপুরুষ নীরো জনপ্রিয় হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন, জনতার ক্রোধে

তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। আর বিলম্ব করিলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। সমগ্র দেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

সেনাপতির দিক হইতে তিনি সৈনিকদিগের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যেকেরই মুখে অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি, সকলেরই আননে উত্তেজনা, সকলেরই মুখে ক্রোধ! তিনি তখনই ক্ষমার ইঙ্গিত করিলেন।

তখন সমগ্র জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করিল। জ[illegible] জানাইয়া দিল, যাহারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাইয়াছিল, আর তাহাদিগের ভয় [illegible]—তাহারা নিরাপদ। সেই মুহূর্ত্ত হইতে জনসাধারণ লিজিয়া ও উরসসের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সিজার পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আর কোন প্রকারে নির্য্যাতন করিতে সাহসী হইবেন না।

—উনিশ—

পেট্রোনিয়সের ভবন অভিমুখে চারিজন বাইথিনীয় ক্রীতদাস লিজিয়াকে অতি যত্নসহকারে বহন করিয়া চলিল। শিবিকার পাশে পাশে ভিনিসিয়স্ ও উরসস্ চলিলেন। কাহারও মুখে তখন কোন কথা ছিল না। সে দিনের সেই উত্তেজনার পর কাহারও কথা বলিবার শক্তি প[illegible] ছিল না। ভিনিসিয়স্ তখনও অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় ছিলেন। [illegible]হার শুধু তখন মনে হইতেছিল, লিজিয়া এখন নিরাপদ। এখন কারাগারে অথবা রঙ্গক্ষেত্র কোথাও তাহার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। এখন তাঁহাদিগের দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে। এখন তিনি তাহাকে গৃহে লইয়া চলিয়াছেন। আর কেহ তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

মাঝে মাঝে তিনি শিবিকা-মধ্যস্থ লিজিয়ার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। চন্দ্রালোক তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই স্নেহ-প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "খৃষ্ট একে রক্ষা করেছেন!"

যখন লিজিয়ার সংজ্ঞাহীন দেহ শব মনে করিয়া উরসসের সহিত ভিনিসিয়স্ শবক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন সেখানে একজন চিকিৎসকের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তিনি লিজিয়াকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তাহার প্রাণ এখনও আছে এবং সে বাঁচিবে। এই কথায় তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে উরসসের দেহে ভর দিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইল। তিনি ঊর্দ্ধদিকে নক্ষত্রখচিত আকাশ পানে চাহিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

নবনির্ম্মিত অট্টালিকা সমূহের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে শিবিকা চলিতে লাগিল। নগর তখন জনশূন্য। পেট্রোনিয়সের ভবনে পৌঁছিয়াই উরসস্ প্রার্থনা থামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হুজুর, ত্রাণকর্ত্তা স্বয়ং লিজিয়াকে বাঁচিয়েছেন। আমি যখন ষাঁড়ের মাথায় তাকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখলাম্, তখন কে যেন আমার বুকের মধ্য থেকে বলে উঠল, 'ওকে রক্ষা কর!' সে কণ্ঠস্বর তাঁরই। কারাগারে থেকে আমার শক্তি অনেক কমে গেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তিনি আমায় শক্তি দিয়েছিলেন। তিনিই রক্তপিপাসু জনতার মনে আমাদের অনুকূলে দাঁড়াবার প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!"

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "হ্যাঁ, ত্রাণকর্ত্তার নাম জয়যুক্ত হোক্!"

অধিক কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। বাষ্পোচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল। তখন তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ভাবে ইচ্ছা হইতেছিল যে,

ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া তিনি ত্রাণকর্ত্তার কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রকৃতই তাঁহার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

পেট্রোনিয়স্-ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র, ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা সকলেই তথায় ছুটিয়া আসিল। পূর্ব্বাহ্নেই তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল। এণ্টিয়মে পেট্রোনিয়সের অধিকাংশ দাসদাসীই পলের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং ভিনিসিয়সের করুণ কাহিনী তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। নীরোর নিষ্ঠুরতা হইতে লিজিয়ার মুক্তি তাহাদিগের চিত্তে আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া দিল। তাহার পর সুবিজ্ঞ চিকিৎসক থিয়োক্লিস্ যখন জানাইলেন, লিজিয়ার শরীরে কোন মারাত্মক আঘাত লাগে নাই—কারাজীবনে স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণ হইলেও, শীঘ্রই সে সুস্থ হইবে—তখন তাহাদিগের উল্লাস সীমা অতিক্রম করিল।

সেই রাত্রিতেই তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সুদৃশ্য, সুসজ্জিত, সুগন্ধবাসিত শয়নকক্ষে জাগ্রত হইয়া লিজিয়া বুঝিতে পারিল না, সে কোথায় আসিয়াছে। কি ঘটিয়াছে তাহাও সে জানিত না। তাহাকে যখন জল্লাদগণ যণ্ডের শৃঙ্গের সহিত বন্ধন করিয়াছিল, তাহার পর আর তাহার জ্ঞান ছিল না। কোমল দীপালোকে সে দেখিল, ভিনিসিয়স্ উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার দেহের উপর নত হইয়া তাহাকে দেখিতেছেন। তখন তাহার মনে হইল, এ পৃথিবীতে আর সে নাই। স্বর্গরাজ্যে গমনের মাঝপথে সে যেন কোথাও বিশ্রাম করিতেছে। কোন যন্ত্রণাবোধ না করিয়া সে ভিনিসিয়সের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। সে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে গেল, কিন্তু কোন শব্দ বাহির হইল না। শুধু ভিনিসিয়সের নাম শোনা গেল।

তাহার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া ভিনিসিয়স্ তাঁহার প্রিয়তমার ললাটে হাত রাখিয়া বলিলেন, "খৃষ্ট তোমায় রক্ষা ক'রে আমার কাছে

ফিরিয়ে দিয়েছেন।" তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইবার পর সে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। থিয়োক্লিস্ এইরূপই আশা করিতেছিলেন। এই চিহ্ন আরোগ্যের নিদর্শন। ভিনিসিয়স্ তাহার পার্শ্বে বসিয়া একাগ্র-মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত তখন সীমাহীন ভক্তিতে আপ্লুত হইতেছিল। ইহার পর তিনিও সংজ্ঞা হারাইলেন। চিকিৎসক অনেকবার সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ইউনিস্‌ও বহুবার পর্দ্দা সরাইয়া তথায় প্রবেশ করিল। তার পর সারসকণ্ঠে ঊষার আগমন ঘোষিত হইল। তখনও ভিনিসিয়স্ খৃষ্টের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ণে তখন অন্য কোন শব্দই প্রবেশ করিতেছিল না।

—কুড়ি—

লিজিয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার পর, পেট্রোনিয়স্ সিজারকে আর বিরক্ত না করিয়া, অন্যান্য অগষ্টানগণের সহিত তাঁহার প্রাসাদে অনুগমন করিলেন। সেখানে গিয়া কে কি বলে তাহা তাঁহার শুনিবার ইচ্ছা ছিল। টিগেলিনস্ লিজিয়ার বিরুদ্ধে নূতন কোন পরিকল্পনা সৃষ্টি করে কি না, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিবেন। অবশ্য উরসসের সহিত লিজিয়া এখন জনসাধারণের হেপাজতে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রিটোরিয়ান্ সেনাদলের এই কর্ত্তাটিকে তিনি উত্তমরূপে চিনিতেন। এই কুমারীর বিরুদ্ধে টিগেলিনস্ এমন ঘৃণা পোষণ করিতেছেন যে, সোজা ও সহজপথে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারিলেও, বক্রপথে তিনি ভিনিসিয়সের বিরুদ্ধেও চেষ্টা করিতে পারেন।

নীরো যে ভাবে রঙ্গভূমির দৃশ্যটি হইবে ভাবিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত না হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করায়, তিনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি পেট্রোনিয়স্কে দেখিয়াও দেখেন নাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পেট্রোনিয়স্ তাহাতে একটু বিচলিত হইলেও বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলগতিতে নীরোর কাছে আসিয়া বেশ সৌন্দর্য্যদ্যোতক ভঙ্গীতে বলিলেন, "সম্রাট্, আমার মনে একটা ভাব এসেছে। আপনি একটি কবিতা লিখুন। তার প্রতিপাদ্য বিষয় হবে, কোন কুমারীকে ভীমদর্শন ষণ্ডের শৃঙ্গাঘাত থেকে পৃথিবীর সম্রাট্ রক্ষা করে, তার প্রণয়াস্পদের হাতেই তাকে অর্পণ কর্ছেন। গ্রীকরা বড় কোমল প্রকৃতির। আমি নিশ্চয় জানি, তারা এমন কবিতা পেলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়্বে।"

সিজার এইরূপ পরিকল্পনা শুনিয়া খুবই খুসী হইলেন। বাস্তবিকই বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন এবং তাঁহার উদারতাকে জনগণের কাছে আরও প্রদীপ্ত করিয়া দেখান হইবে। সুতরাং তিনি পেট্রোনিয়সের দিকে দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা বোধ হয় সত্য। কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে মহত্ত্বের গান, নিজের লেখনীতে প্রকাশ করা কি শোভন হবে?"

"আপনি কারও নাম কর্বেন না। সারা সহরের লোক ঘটনার কথা জানে। তাদের মুখে মুখে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়্বে।"

"আপনি ঠিক জানেন, এচিয়াতে এ কবিতার সমাদর হবে?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

সন্তুষ্টচিত্তে পেট্রোনিয়স্ প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে জানিতেন যে, সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে বস্তুতান্ত্রিকতাকে নীরো রূপ দিতে

ভালবাসেন। অতএব নূতন কবিতা রচনায় তিনি এই বিষয়টিকে আঁকড়িয়া ধরিবেন। সুতরাং টিগেলিনস্ আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

এ দিকে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, অনতিবিলম্বে লিজিয়া ও ভিনিসিয়স্‌কে তিনি এমন স্থানে পাঠাইবেন, যেখানে কেহই তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পরদিবস তিনি ভিনিসিয়স্‌কে বলিলেন, "লিজিয়াকে নিয়ে তুমি এখুনি সিসিলিতে চলে যাও। আপাততঃ সিজারের কাছ থেকে কোন রকম নির্য্যাতনের আশঙ্কা নেই। একটা বিশেষ কারণে তা হবে না। টিগেলিনস্ আমাকে এত ঘৃণা করে যে, সে বিষপ্রয়োগের চেষ্টাও কর্‌তে পারে।"

ভিনিসিয়স্ হাসিয়া বলিলেন, "ষাঁড়ের শৃঙ্গে তাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খৃষ্ট তাকে রক্ষা করেছেন।"

পেট্রোনিয়স্ ইহাতে একটু হতবুদ্ধি হইয়া বিদ্রূপভরে বলিলেন, "তা হলে খৃষ্টকে বলি উৎসর্গ কর। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে লিজিয়াকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রার্থনা করো না। ইউলিসিসের কাহিনীটি মনে রেখ। দেবতারা কোন কাজ দু'বার কর্‌তে ভালবাসেন না।"

"খৃষ্টের দয়ায় তার শরীর সুস্থ হলেই আমি তাকে পম্পোনীয়ার কাছে অর্পণ কর্‌ব।"

"পম্পোনীয়ার পীড়ার খবর পেয়েছি। এখন তাঁর কাছে পাঠানই ভাল। আমি খবর পেয়েছি, তাঁর পীড়া। তুমি এখানে অনুপস্থিত থাক্‌লে, ঘটনাপরম্পরায় তোমার কথা আর কারও মনে থাক্‌বে না। যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে যার কথা লোকে ভুলে যায়, সেই ভাগ্যবান। ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার ওপর কৃপাবর্ষণ করুন। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে আনন্দ উপভোগ কর্‌তে থাক।"

অতঃপর পেট্রোনিয়স্ চিকিৎসক থিয়োক্লিসের কাছে লিজিয়ার শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। ইদানীং লিজিয়া বিপদের কেন্দ্রভূমি হইতে বাহিরে ছিল। দুইদিন পরে তাহাকে উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল।

সেখানে উভয়ে অনেক সময় মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকিত। পীড়ার প্রকোপে লিজিয়ার সে সৌন্দর্য্য আর ছিল না। পেট্রোনিয়স্ এই কুমারীর দেহে সৌন্দর্য্যের তিরোভাব দেখিয়া মনে করিতেন, ইহার জন্য ভিনিসিয়সের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগের সংকল্পের কোন মূল্য নাই।

কিন্তু ভিনিসিয়স্ এখন লিজিয়াকে আরও অধিক ভালবাসিতেন। কারণ, তিনি শুধু তাহার দেহ নহে, আত্মাকেও ভালবাসিতেন। লিজিয়া যখন নিদ্রিত থাকিত, তখন ভিনিসিয়স্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেন সমগ্র বিশ্ব তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

—একুশ—

অপূর্ব্ব উপায়ে লিজিয়ার মুক্তির সংবাদ, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট নরনারীর মধ্যে অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা দ্রুত তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। তন্মধ্যে নাজারস্ ও তাহার বৃদ্ধা মাতা সর্ব্বাগ্রে আসিল। ইহাদিগেরই বাসগৃহে পিটার গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহারা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে উরসসের কাহিনী শুনিল। কেমন করিয়া সে দৈববাণীবৎ বাণী শুনিয়া হিংস্র ষণ্ডের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল,

ইহা শুনিবার পর সকলেই তাহাদিগের গুপ্তস্থানে আবার আত্মগোপন করিল। তাহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মিল, খৃষ্ট তাহাদিগকে একেবারে নির্ম্মূল হইতে দিবেন না। ইহাতে তাহাদিগের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। কিন্তু তখন নির্য্যাতন চলিতেছিল। অবশ্য রোমের নাগরিকগণ খৃষ্টানদিগকে অগ্নিকাণ্ডের নায়ক বলিয়া আর বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু খৃষ্টানরা মানবশত্রু বলিয়া যে ঘোষণালিপি বাহির হইয়াছিল, তাহা তখনও বলবৎ ছিল।

পিটার অনেক দিন পেট্রোনিয়সের ভবনে গমন করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু এক দিন নাজারস্ জানাইল যে, তিনি সেই দিকে যাইতেছেন। তিনি আসিলে লিজিয়া (সে এখন চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল) ও ভিনিসিয়স্ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "গুরুদেব, আপনারই জন্য ত্রাণকর্ত্তা লিজিয়াকে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন!" গুরুদেব বলিলেন, "তোমার দৃঢ়বিশ্বাসের জন্যই তিনি তাকে তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

লিজিয়া ও ভিনিসিয়স্ উভয়েই লক্ষ্য করিলেন, পিটারের শুভ্রকেশ আরও শুভ্র হইয়াছে এবং তাঁহার দেহ আরও ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখাবয়বে গভীর দুঃখের ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তিনি নিজে যেন সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। ভিনিসিয়স্ অনতিবিলম্বে লিজিয়াকে নিওপলিসে লইয়া যাইবেন। তাই তিনি পিটারকে তাঁহাদিগের সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

পিটার ভিনিসিয়সের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে, আমি শীঘ্রই প্রভুর কাছে গিয়ে বিশ্রাম করব।"

লিজিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা আমায় মনে রেখ। পিতা যেমন তার সন্তানদের ভালবাসে, আমি তোমাদের তেম্‌নি ভালই বেসেছি। এ জগতে যা কিছু কর্‌বে, প্রভুর নামেই তা কর্‌বে।"

উল্লিখিত ঘটনার কয়েকদিন পরে প্যালাটাইন হইতে পেট্রোনিয়স্ যে সংবাদ আনিলেন, তাহা শঙ্কাজনক। সিজারের মুক্ত ক্রীতদাসদিগের মধ্যে একজন খৃষ্টান ধরা পড়িয়াছে। তাহার কাছে পিটার, পল, জেম্‌স্, জুড এবং জনের পত্র পাওয়া গিয়াছে। টিগেলিনসের বিশ্বাস ছিল, সহস্র সহস্র নিহত খৃষ্টানদিগের মধ্যে পিটারও প্রাণ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, পিটার ও পল প্রভৃতি খৃষ্টানধর্ম্মের মাতব্বরগণ শুধু বাঁচিয়া নাই, তাঁহারা রোম সহরেই অবস্থান করিতেছেন! সুতরাং এখন টিগেলিনস্, যে কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে ধরিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইঁহারা ধরা পড়িলেই ঘৃণিত খৃষ্টানধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে। তাই তিনি টাইবার নদের অপর পারে কয়েকদল প্রিটোরিয়ানবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা সেখানকার প্রত্যেক বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া দেখিবে।

ভিনিসিয়স্ উহা শুনিবামাত্র উরসসকে লইয়া গুরুদেবের কাছে গমন করিলেন। মিরিয়ামের গৃহে পিটার কয়েকজন খৃষ্টানের সহিত সেখানে ছিলেন। তন্মধ্যে টিমথি ও লিনস্‌ও ছিল। নাজারস্ তখনই সকলকে জলহীন পাথরের খাদে লইয়া গেল। উরসস্ লিনস্‌কে স্কন্ধে বহন করিয়া লইল। কারণ, অত্যাচারে তাহার শরীরের বহুস্থানের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

নিরাপদস্থানে আসিয়া তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পিটারের জীবন রক্ষাই ভক্তদিগের তখন একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। তাঁহার জীবন সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান।

ভিনিসিয়স্ বলিলেন, "গুরুদেব, ভোরবেলা আপনাকে আলবান পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আমরা গিয়ে পৌঁছে, আপনাকে এন্টিয়মে নিয়ে যাব। সেখানে জাহাজ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। সেই জাহাজেই আমরা নিওপলিসে যাত্রা করব। সেখান থেকে সিসিলি যাব। যে দিন আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করে অগ্নি-কুণ্ডের ধারে বস্‌বেন, সে আমার কি শুভদিনই হবে!"

অন্যান্য সকলেও ভিনিসিয়সের প্রস্তাবানুসারে কাজ করিবার জন্য পিটারকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

"আমাদের প্রার্থনা আপনি পলায়ন করুন। রোমে আপনার থাকা হবে না। আপনি বেঁচে থাক্‌লে আমাদের ধর্ম্ম বেঁচে থাক্‌বে। তা না হলে আপনার ও আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্ম্মমত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের কথা আপনি শুনুন! আমরা আপনার সন্তান, আপনি পিতা, সুতরাং আমাদের কথা রাখুন!"

তাহাদিগের উল্লিখিত প্রকার আবেদনের উত্তরে পিটার বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কে এ কথা জানে যে, প্রভু তা'কে কবে পৃথিবী থেকে টেনে নেবেন?"

তথাপি তিনি বলিলেন না, তিনি রোম ত্যাগ করিবেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার অন্তর একটা অনিশ্চিয়তা ও শঙ্কা যেন অনুভব করিতেছিল। তাঁহার দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কর্ম্ম বন্ধ এবং তাঁহার যে ধর্ম্মমত দিন দিন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইতেছিল, রোম অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই উন্নত মহীরুহ পশুর আক্রমণে ভূপাতিত হইয়াছে। নীরো এখানে বিজয়ীর গৌরব পাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি সত্যই প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক সমুদ্রের প্রভু!

মাঝে মাঝে পিটার নির্জ্জনে থাকাকালে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিয়া উঠিতেন, "প্রভু, আমি এখন কি কর্‌ব? এখানে আমি থাকি কি করে? আমার মত দুর্ব্বল বৃদ্ধ কি করে প্রবল শক্তিমান দুর্দ্দান্ত দানবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর্‌তে পারে? তুমিই ত তাকে দেশজয় ও দেশশাসন কর্‌তে পাঠিয়েছ! তোমার মেষশাবকদল সব ধ্বংস হয়েছে, তোমার গির্জ্জা আর নেই, সমগ্র সহরে নৈরাশ্য ও শোকের ঝড় বহে চলেছে। এখন আমার ওপর কি আদেশ, প্রভু? আমি এখানে থাক্‌ব, অথবা অন্য জায়গায় তাদের নিয়ে গিয়ে আবার তোমার নামে জয় ঘোষণা কর্‌ব?"

এইরূপ প্রার্থনা সত্ত্বেও পিটার ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জীয়ন্ত সত্য কখনও মরে না—বাঁচিয়া থাকে। যখনই তিনি রোম ত্যাগের কল্পনা করিতেন, অমনই তাঁহার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইত। কত লোক এখানে সহিদ হইয়াছে, কত রক্তস্রোত বহিয়াছে। সকলেই সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছে। তিনি কি একাই পানপাত্র ওষ্ঠপ্রান্তে লইয়া যাইবার পর, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবেন? এরূপ কার্য্যের জন্য প্রভুর কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দিবেন? তিনি যখন বলিবেন, "তারা ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছে, আর তুমি প্রাণভয়ে পালাচ্ছ?"

পিটারের মনে শান্তি ছিল না। তিনি খৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভু, এখানে তুমি আমায় কেন আস্‌তে বলেছিলে? এ সহরে যে পশুর রাজত্ব, প্রভু!"

ত্রাণকর্ত্তার দেহত্যাগের ৩৪ বৎসরের মধ্যে পিটার এক দিনও শান্তি-ভোগ করেন নাই। তিনি শুভ-সংবাদ বিশ্বে ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার করধৃত তীর্থ-পরিব্রাজকের দণ্ড লইয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ভ্রমণে এবং প্রভুর বাণী ঘোষণায় এই দীর্ঘকাল তিনি

সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। তারপর বিশ্বের রাজধানী এই সহরে যখন তিনি প্রভুর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই অগ্নিকাণ্ডে মন্দির ও নগর ভস্ম হইয়া গেল! আবার এখন হইতে তাঁহাকে নূতন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে! সে কি সংগ্রাম! এক দিকে অসামান্য শক্তিধর নীরো, সেনেটরগণ, জনসাধারণ এবং সশস্ত্রবাহিনী, অপর দিকে অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি। দুর্ব্বল হস্তে তীর্থযাত্রীর যষ্টি পর্য্যন্ত ধারণ করিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, রোমক সিজারের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি তিনি কোথায় পাইবেন? শুধু খৃষ্ট ব্যতীত এ কার্য্য সম্পন্ন করা অন্যের অসাধ্য।

কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ একান্তভাবে অনুরোধ করিতেছেন, "প্রভু, আপনি আত্মগোপন করুন এবং আমাদিগকে পশুর শক্তির কবল হইতে রক্ষা করুন।"

অবশেষে লিনস্ তাঁহার আঘাত-জর্জ্জরদেহ নত করিয়া বলিলেন, "প্রভু, ত্রাণকর্ত্তা আপনাকে বলেছেন, 'আমার মেষপালকে আহার দেও।' কিন্তু মেষ আর নেই। যারা আছে তারা ধ্বংসোন্মুখ—লুপ্তপ্রায়। এখন আপনি এমন জায়গায় চলে যান, যেখান থেকে নতুন মেষপাল সংগ্রহ করতে পারবেন। এফিসস্, জেরুজালেম্, এন্টিয়ম্ এবং আরও অনেক সহরে ভগবানের নাম বেঁচে আছে। তবে কেন আপনি রোমে থাকবেন? আপনার ধ্বংস হলে, পশু জয়লাভ করবে। আজ যদি আপনি পরাজিত হয়ে পড়েন, তখন যাদের মন শঙ্কায় ব্যাকুল, তারা বলবে, তা হ'লে নীরোর চেয়ে বড় কে? ভগবান্ আপনাকে পাহাড় ভেবে, তার ওপর মন্দির গড়ে তুলেছেন, আমাদের এখানে মরবার জন্য রেখে যান, কিন্তু খৃষ্ট-

বিদ্বেষীকে ভগবানের প্রচারকের ওপর জয়লাভের অবকাশ দেবেন না। যে লোকটা নির্দোষদের রক্তপাত করেছে তাকে পরাজিত না করে ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন না।"

অন্যান্য সকলে সে কথায় সায় দিয়া বলিল, "ঠিক কথা, ঠিক কথা! আপনি দেখুন আমরা সকলেই অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে অনুরোধ করছি।"

পিটারের নয়নও অশ্রুপ্লুত হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি নতজানু শিষ্যবর্গকে আশীর্ব্বাদ সহকারে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হোক্! তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

—বাইশ—

পরদিন ঊষাকালে আপ্পিয়ান পথ ধরিয়া কাম্পানিয়া প্রান্তরের দিকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছিল। উভয়ের মধ্যে একজন নাজারস্, অপরজন পিটার। তিনি অবশিষ্ট শিষ্যগণকে রাখিয়া নগর ত্যাগ করিতেছিলেন।

প্রাচী দিকচক্রবালে নীলাভ রেখা ভেদ করিয়া ঈষৎ লোহিতাভা দেখা দিতেছিল। দূরে আলবান শৈলমালা দেখা যাইতেছিল।

পথ জনহীন। কাম্পানীয়াবাসীরা গাড়ীবোঝাই শাকসব্জী লইয়া তখনও নগরাভিমুখে যাত্রা করে নাই।

অবশেষে শৈলমালার অন্তরাল হইতে সূর্য্য উদিত হইলেন। তখনই খৃষ্ট-শিষ্যের নয়নে এক বিচিত্র দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার মনে হইল, সূর্য্যের পীত জ্যোতির্ম্মণ্ডল আকাশপথে উত্থিত না হইয়া, শৈলচূড়া হইতে

যেন অবতরণ করিতেছিল। তার পর যেন সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল পথের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

পিটার থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একটা আলো আমাদের দিকে আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

নাজারস্ বলিল, "কই, না ত। আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

চক্ষুর উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "সূর্য্যালোক হতে একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন!"

কিন্তু কাহারও কর্ণে পদশব্দ প্রবেশ করিল না। চারিদিকে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজিত। নাজারস্ শুধু দেখিল দূরবর্ত্তী বৃক্ষগুলি যেন স্পন্দিত হইতেছিল। যেন কোন অদৃশ্য হস্ত তাহাদিগকে নাড়া দিতেছিল এবং সমগ্র প্রান্তর যেন দিবালোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে সবিস্ময়ে গুরুর দিকে চাহিল।

উৎকণ্ঠাভরে সে বলিল, "প্রভু, আপনার কি অসুখ কর্‌ছে?"

কারণ, তখন পিটারের হাত হইতে দণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখভাগে নিবদ্ধ, তাঁহার মুখবিবর ঈষৎ উদ্ভিন্ন। তাঁহার সমগ্র আননে বিস্ময়ানন্দের বন্যা যেন বহিয়া চলিয়াছে!

তখনই তিনি সাষ্টাঙ্গে সেইখানে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে শব্দ হইল, "খৃষ্ট! খৃষ্ট!"

তিনি যেন কাহার অদৃশ্য চরণতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কোন শব্দই শোনা গেল না। অবশেষে বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় চলেছেন?"

পিটার যে উত্তর পাইলেন, তাহা নাজারসের শ্রুতিগোচর হইল না। কিন্তু পিটারের কর্ণে বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"আমার লোকদের ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ, তাই [illegible] রোমে চলেছি —সেখানে দ্বিতীয়বার ক্রশবিদ্ধ হতে হবে।"

পিটারকে নিশ্চল ভাবে ভূপতিত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া নাজারস্ ভাবিল, হয় পথের শ্রমে বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত, নয় ত তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। সে তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইবে, এমন সময় পিটার উঠিয়া দাঁড়াইয়া যষ্টি কুড়াইয়া লইলেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে সপ্তশৈল রোমের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

নাজারস্ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, কোথা যাবেন?"

"রোমে।"

পুনরায় তাঁহারা রোমে ফিরিয়া আসিলেন।

পল, জন, লিনস্ এবং বাকি খৃষ্ট-ভক্তগণ পিটারকে [illegible]িয়া আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ে ও উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইলেন। কারণ, তাঁহা[illegible] প্রস্থানের পর প্রিটোরিয়ান্ সেনাবাহিনী মিরিয়মের বাসভবন বেষ্টন করিয়া পিটারের অনুসন্ধান করিয়াছিল। সকলের প্রশ্নের উত্তরে পিটার শুধু নীরব আনন্দ-ভরে উত্তর করিলেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি!"

সেইদিন রাত্রিকালে তিনি অষ্ট্রিয়ানম্‌এ গমন করিয়া ভগবানের বাণী ঘোষণা করিয়া যাহারা দীক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিল, [illegible]দিগকে জীবন-প্রবাহধারায় দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যহ [illegible]ায় গমন করিয়া নূতন নূতন ব্যক্তিকে দলে দলে দীক্ষা দান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই দীক্ষিতের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক বিন্দু অশ্রু, এক একটি আর্ত্তনাদের বিনিময়ে এক একজন ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। সিজার রক্তের নদীতে ভাসিতেছিলেন, রোম এবং পৌত্তলিক বিশ্ব যেন উন্মত্ত

হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা মহাপাপ অনুষ্ঠানের উন্মত্ততায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিল, তাহারা দলে দলে ভগবানের বিচিত্র কাহিনী শ্রবণের জন্য আসিতে লাগিল। মানবজাতির প্রেমে তিনি কেমন করিয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মানবজাতির ত্রাণের জন্য তিনি স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন —এ কাহিনী শুনিয়া তাহারা আশ্বাস-লাভ করিল। তাহারা বুঝিল, এতদিন এই জগতে তাহারা পরম সুখ, আনন্দ পায় নাই। এখন তাঁহারই প্রেমের শিক্ষায় তাহারা আনন্দকে লাভ করিতে পাইবে।

সেই সময় হইতে পিটার বুঝিলেন, সিজারের বিপুল সেনাবাহিনী কখনই জীয়ন্ত সত্যকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। অশ্রুবন্যায় বা রক্তস্রোতে কখনই সে প্রেমকে ভাসাইয়া লইতে সমর্থ হইবে না। তিনি বুঝিলেন, জয়লাভের সূচনা হইয়াছে। তিনি আরও বুঝিলেন, প্রভু কেন তাঁহাকে রোমে ফিরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এখন দর্পিত, পাপপূর্ণ, ব্যভিচারক্লিন্ন নগর খৃষ্টের অনুষ্ঠিত নগরে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন হইতে এই নগর মানুষের দেহ ও আত্মার উপর রাজত্ব করিতে থাকিবে!

—তেইশ—

অবশেষে পিটার ও পলের জীবনের শেষঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু কারাগারের মধ্যেও পিটার দুইটি আত্মাকে খৃষ্টধর্ম্মের জালে টানিয়া তুলিলেন। প্রোসেসস্ ও মার্টিনিয়ানস্ নামক যে দুইজন সৈনিক মামারটাইন কারাগারে তাঁহার প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহারাও পিটারের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তারপর ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণত্যাগের সময় সমাগত হইল। সিজার তখন সহরে অনুপস্থিত। পিটারের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপত্রে হিলিয়স্ ও পলিথেটিস্

স্বাক্ষর করিল। এই দুই ব্যক্তি সম্রাটের ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু নীরো তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। নগর ত্যাগের সময় সিজার এই দুই ব্যক্তির উপর তাঁহার সর্ব্ববিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের দেহে আইন অনুসারে প্রথমতঃ বেত্রদণ্ড প্রদত্ত হইল। পরদিবস তাঁহাকে ভ্যাটিকান্ প্রাচীর শৈলের সান্নিধ্যে প্রাণদণ্ড প্রদান করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। কারাগারের বাহিরে অসম্ভব জনতা সমাবেশ দেখিয়া সৈনিকগণ বিস্মিত হইল।

একজন সাধারণ বৈদেশিক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দর্শনের জন্য জনসাধারণের এমন কৌতূহল স্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাহারা শোভাযাত্রার জন্য আসিয়াছিল, তাহারা ত দর্শক নহে! তাহারা প্রগাঢ় ভক্তের দল। তাহারা পিটারের বধের স্থানে তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য আসিয়াছে।

কারাগারের দ্বার অবশেষে উন্মুক্ত হইল। প্রিটোরিয়ান রক্ষিসেনাদল পরিবেষ্টিত হইয়া পিটার বাহিরে আসিলেন। সে দিন আকাশ নির্ম্মল এবং সূর্য্য অষ্টিয়ার দিকে অস্তাগমন করিতেছিল।

অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়া পিটারকে ক্রশ স্বয়ং বহন করিতে হয় নাই, পদব্রজে যাইতে বাধা হইবে বলিয়া তাঁহার অঙ্গে শৃঙ্খল পর্য্যন্ত ছিল না। তাঁহার শুভ্রকেশ মস্তক দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্ত দর্শকদলের মধ্যে চাপা ক্রন্দনের শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। তাঁহার প্রসন্ন আনন দেখিবামাত্র শত-সহস্র ভক্তের শোকোচ্ছ্বাস যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল। সে আননে আনন্দের আলোক-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তখন সকলেরই মনে হইল, এ মুখ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর নহে—এ মুখ বিজয়ীর। তিনি যেন বিজয়-গৌরবে অগ্রসর হইতেছেন।

সত্যই তাহাই। বৃদ্ধ ধীবরের অবনত দেহের পরিবর্ত্তে তিনি উন্নতশিরে,

ঋজুদেহে চলিতেছিলেন। তাঁহার গতিভঙ্গিতে মহত্ত্ব-গৌরব যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যেন সম্রাট্ পারিষদবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়াছেন! কাহারও কাহারও মুখে ধ্বনিত হইল, "পিটার প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন!" খৃষ্ট জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিটার রোমের পরিত্রাণের জন্য দেহত্যাগ করিতে যাইতেছেন!

অসংখ্য খৃষ্টানের দিকে চাহিয়া আনন্দ-উৎফুল্লকণ্ঠে পিটার বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, তুমি জগতের রাজধানী এই নগরকে জয় কর্‌বার জন্য আমায় পাঠিয়েছিলে, আমি তা জয় করেছি! এখানে তোমার রাজধানী স্থাপন কর্‌তে চেয়েছিলে, আমি তা স্থাপন করেছি। প্রভু, এখন তোমার রাজধানীতে, তোমার কাছেই আমি চলেছি! আমার কাজ সমাপ্ত!"

ক্রমেই ভক্তদলের সংখ্যা এতই বাড়িতে লাগিল যে, সৈনিকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পাছে সংখ্যাধিক্য বশতঃ জনতা তাহাদিগকে পরাভূত করে! কিন্তু একজনেরও মুখে ক্রোধের বাণী উচ্চারিত হইল না। সকলেরই আনন ভক্তিবিনম্র ও শান্ত।

অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া সৈনিকগণ মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত প্রস্তুত করিল। সুবৃহৎ ক্রশ গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। বিরাট জনতা সেইখানে নতজানু হইয়া বসিল।

প্রহরীবেষ্টিত পিটার সেইখানে দাঁড়াইয়া সম্রাটের ন্যায় বাহু বাড়াইয়া সমগ্র জনতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রার্থনা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তার পর শূন্যে ক্রশচিহ্ন আঁকিয়া তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে আবার তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সেই বিচিত্র অপরাহ্ণকালে আর একদল সৈনিক, খৃষ্ট-শিষ্য পলকে "ওয়াটার্‌স্ অব্ হেল্‌থ" নামক স্থানে লইয়া যাইতেছিল। তাঁহার পশ্চাতে

একদল নবদীক্ষিত খৃষ্টান আসিতেছিল। পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইবামাত্র তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন। তিনি একজন রোমান্ নাগরিক বলিয়া সৈনিকদিগের নিকট হইতে একটা স্বতন্ত্র সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী ছিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি প্রিফেক্ট ফ্লাভিয়স্ সাবিনসের কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তাহার যৌবনোদ্ভাসিত আনন অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "প্লৌটিলা, শাশ্বত মুক্তির কন্যা তুমি। শান্তমনে তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তবে তোমার ঐ মাথার বন্ধনী কাপড়খানা আমায় দেও। কারণ, প্রভুর কাছে আমার যাবার যখন সময় হবে, ওরা আমার চোখ দু'টো তখন বেঁধে দেবে।" শ্রমিক সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর যখন গৃহে ফিরে, সেই সময় তাহার মনে যেমন আনন্দ হয়, পল তেমনই আনন্দপূর্ণ মনে পথ চলিতে লাগিলেন। পিটারের সঙ্গে তাঁহার আত্মার যেন যোগ সংসাধিত হইয়াছিল। অতি প্রশান্ত ভাবে তিনি চলিতেছিলেন।

দীর্ঘ পথ। সন্ধ্যা আসন্ন। পর্ব্বতদেহ সূর্য্যপ্রভায় যেন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বতসানুদেশে অন্ধকার ছায়া নিবিড় হইতেছিল। যে যাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তখন গৃহে ফিরিতেছিল।

সৈনিকবেষ্টিত হইয়া প্রশান্তচিত্ত পল নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত। প্লৌটিলা প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ড স্কন্ধদেশে রাখিয়া পল শেষবারের জন্য অপরাহ্নের শোভা দেখিয়া লইলেন। তার পর আরাধনায় মন দিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্ত দেখা দিল। তিনি দেখিলেন, সূর্য্যাস্তের অনন্ত-প্রসারী পথ স্বর্গরাজ্যে গিয়া মিশিয়াছে। তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, বিশ্বাস অবিচলিত আছে। আমার কাজ সমাপ্ত; এমন ন্যায়ের অমলিন মুকুট আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।"

—চল্লিশ—

রোম সহরে অনাচার অসহনীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। দুইজন খৃষ্ট-শিষ্যের প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই পিসোর ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। সেইসঙ্গে বহু অভিজাত নাগরিকের ছিন্নমুণ্ড মাটীতে লুটাইতে লাগিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সকলেই ভাবিত, না জানি আজ কাহার প্রাণদণ্ড ঘটিবে।

পিসোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। তাঁহার পরেই সেনেকা, লুকাস্, ফেনিয়স্ রুফস্, প্লটিয়স্ ল্যাটেরানস্, ফ্লেভেয়স্ সেভিনস্, আফ্রসিয়স্ কুউলেটিয়াসিয়স্, টুলিয়স্ সেনিনিও, প্রকিউলস্, আরারিকস্, সুব্রিয়স্ ফ্লেভস্, সলপিসিয়স্ এস্পার এবং আরও অনেকে পিসোর অনুসরণ করিল। কেহ নিজের জালে জড়াইয়া পড়িয়া মরিল, কেহ কাপুরুষের মত প্রাণত্যাগ করিল, কেহ কেহ বা বীরের মত যুদ্ধ করিয়া মরিল।

ষড়যন্ত্রকারীদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণকেও নিশ্চিহ্ন করা হইল। বন্ধুবান্ধবগণও বাদ গেল না। নির্ব্বিচারে নীরো নরমেধ যজ্ঞ চালাইলেন। এমন কি পপিয়া পর্য্যন্ত এই আহবে প্রাণ দিলেন। নীরোর অত্যাচারে সেনেটরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার কৃতকর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। বরং তাঁহার কার্য্যের সমর্থন সেনেটরগণকে করিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, প্যালেটাইনে গিয়া তাঁহারা নীরোর প্রমত্ত কামোৎসবেও যোগ দিতে বাধ্য হইলেন।

এ দিকে ধীরে ধীরে পিটার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে লাগিল।

—পঁচিশ—

পেট্রোনিয়সের প্রতি ভিনিসিয়স্ :

"প্রিয় বন্ধু এখানে বসিয়াও রোমে কি ঘটিতেছে তাহা মাঝে মাঝে আমরা জানিতে পারিতেছি; সেই সঙ্গে আপনার পত্র মারফত আরও অধিক বিষয় অবগত হইয়া থাকি। আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা নিরাপদে আছি কিনা? ইহার উত্তরে এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রত্যেকেই আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছে। ইহাই বোধহয় ঐ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর।

"আমি যেখানে বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি, তথা হইতে উপসাগরের নিস্তরঙ্গ জলরাশি দেখা যাইতেছে। উরসস্ উহার জলে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার পত্নী লাল পশমের গুটী পাকাইতেছে। বাঁদাম গাছের তলায়, ক্রীতদাসীরা গান গাহিতেছে, তাহা এখান হইতে শোনা যাইতেছে। বন্ধু, চারিদিকেই প্রগাঢ় শান্তি বিরাজিত। পূর্ব্বের যন্ত্রণা, বিভীষিকা, কিছুই এখন আমাদিগের মনে নাই। খৃষ্ট—আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা আমাদিগের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

"এ কথা সত্য যে, আমরা দুঃখ শোকের অশ্রুপাত এখনও ভুলিতে পারিতেছি না। কারণ, অপরের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া অশ্রুপাত করাই আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের ধর্ম্মের শাসনই ঐ প্রকার। পরের দুঃখে অশ্রুপাত করায় যে সান্ত্বনা আছে, তাহার মর্ম্ম আপনারা—অখৃষ্টানরা বুঝিবেন না। যতদিন এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার কথা, ততদিন বাঁচিব।

তাহার পর যাহারা আমাদিগের প্রিয়জন, তাহাদিগের সহিত পরলোকে মিলিত হইব। যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগের সহিত মিলন হইবে।

"এই ভাবে আমাদিগের মাস ও বৎসর কাটিতেছে। আমাদের ভৃত্য পরিজন সকলেই খৃষ্টে বিশ্বাসবান। আমরা তাহাদিগকে ভালবাসি, তাহারাও আমাদিগকে ভালবাসে। প্রায়ই, অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের সময়, অথবা চন্দ্রালোকে যখন সমুদ্র তরঙ্গ রৌপ্যের মত ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, তখন লিজিয়া ও আমি অতীত দিনের কথা চিন্তা করি—মনে হয় সবই যেন স্বপ্নময়। যখনই মনে হয়, আমার প্রিয়তমা মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়াছিল, অমনই প্রভুর অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার জয়গান করিতে থাকি। তিনিই তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, তিনিই তাহাকে আমার হাতে চিরতরে অর্পণ করিয়াছেন।"

"আপনি পলকে জানেন। তাঁহার সহিত আপনার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। এখন আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, আপনার যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার, পলের বাক্যের কাছে কিছুই নহে—শুধু বাক্যসমষ্টি মাত্র। তিনি বলিয়াছিলেন, 'সিজার যদি খৃষ্টান হইতেন, তাহা হইলে আপনি কি নিজেকে অধিক নিরাপদ মনে করিতেন না? আপনারা ধন-সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিতে পারিতেন না কি? কাল কি হইবে, এ দুর্ভাবনা কি তাহা হইলে থাকিত? আপনি বলিয়াছিলেন, খৃষ্টানের ধর্ম্মমত মানবজীবনের শত্রুস্বরূপ! ইহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিব, আমি সুখী, আমি সুখী, আমি সুখী!"

"আপনি হয় ত বলিবেন, আমার সুখের মূল হইল লিজিয়া। সে কথা ঠিকই। কারণ, আমি তাহার অমর আত্মাকে ভালবাসি এবং আমরা

যীশুর মধ্য দিয়া পরস্পরকে ভালবাসি। যখন যৌবন, সৌন্দর্য্য সবই অন্তর্হিত হইবে, আমাদের দেহ যখন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িবে, মৃত্যু আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখনও এই প্রেম বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ, আমাদিগের আত্মা, আমাদের কাছেই থাকিবে। আলোকের দেখা পাইবার পূর্ব্বে আমি লিজিয়াকে পাইবার জন্য নিজের গৃহেও অগ্নি সংযোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি জানি, তখনও আমি লিজিয়াকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভালবাসিতে পারি নাই। না, সত্যই তাহাকে তখন ভালবাসিতে পারি নাই। কারণ, খৃষ্ট তখন আমাকে প্রকৃত প্রেম কি তাহা শিখাইয়া দেন নাই।

"হাঁ, খৃষ্টই মানব আত্মার সুখ ও শান্তির শাশ্বত উৎস। আপনার উৎকণ্ঠামিশ্রিত সুখের সহিত, কাল কি হইবে সেই দুর্ভাবনার সহিত, উৎসব-ভোজের পরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব-ভোজের সহিত খাঁটি খৃষ্টানের জীবনধারার তুলনা করুন। ভাল করিয়া তুলনা করিতে হইলে, আপনাকে আমাদের কাছে আসিতে হইবে। দুইটি মন আপনার আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া রহিয়াছে জানিবেন। সত্যই আমি ও লিজিয়া আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইলে আনন্দে ধন্য হইব। আশা করি, আপনি সুস্থ ও কুশলে আছেন। আপনি শীঘ্র শীঘ্র এখানে আসিবেন!"

কিউমিতে পেট্রোনিয়স্ এই পত্র পাইলেন। সিজারের সহিত তিনি এই সহরে গমন করিয়াছিলেন। দিন দিন সিজারের অধঃপতন হইতেছিল। যতই দিন যাইতেছিল, অতি স্থূল প্রকৃতির ব্যভিচারে তিনি আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। নীরো ধাপে ধাপে যতই নামিয়া যাইতেছিলেন, পেট্রোনিয়স্ ততই যেন তাঁহার কাছে কণ্টকস্বরূপ অনুভূত হইতেছিলেন। পেট্রোনিয়স্ যখন নীরব থাকিতেন, নীরোর মনে হইত ঐ নীরবতাই যেন

তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। পেট্রোনিয়স্ যদি নীরোর কোন ব্যবহারের সমর্থন করিতেন, নীরোর মনে হইত, সমর্থনের মধ্যেও বিদ্রূপের কশাঘাত উহ্য রহিয়াছে। এক কথায় পেট্রোনিয়স্ নীরোর কাছে ঈর্ষার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত পেট্রোনিয়সের অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রচুর দুষ্প্রাপ্য শিল্পসম্পদ সিজার এবং টিগেলিনসের লোভ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এচিয়ায় পেট্রোনিয়সের রুচি ও গ্রীসীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সিজার অনুভব করিয়াছিলেন, তাই এতদিন পেট্রোনিয়স্‌কে তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু টিগেলিনস্ সিজারের কাছে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কারিনাস্ পেট্রোনিয়স্ অপেক্ষাও এ সকল বিষয়ে ওস্তাদ। সিজার যে মুহূর্ত্তে উহা বুঝিতে পারিলেন, তখন হইতেই পেট্রোনিয়সের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু রোম সহরে পেট্রোনিয়সের উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান বিপজ্জনক হইবার কথা। কারণ, পেট্রোনিয়স্ অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং প্রিটোরিয়ান সেনাদলের প্রিয়পাত্র। কাজেই স্থির হইল, পেট্রোনিয়স্‌কে রোম হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়া মফঃস্বলে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে হইবে।

অতএব অন্যান্য অগষ্টানের সহিত তিনি কিউমিতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। পেট্রোনিয়স্ বুঝিলেন, তাঁহার জন্য ফাঁদ পাতা হইয়াছে, কিন্তু নিমন্ত্রণ গ্রহণে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন না। তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি সকলকে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। ইহাতে হয় ত তিনি টিগেলিনসের উপর শেষ জয়লাভও করিতে পারিবেন।

তিনি রোম ত্যাগ করিতে না করিতেই, টিগেলিনস্ তাঁহার নামে এই অভিযোগ আনিলেন যে, পেট্রোনিয়স্ সেনেটর স্েভিনসের ষড়যন্ত্রের সহিত

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সেভিনসই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। এই অভিযোগের অজুহতে পেট্রোনিয়স্ তাঁহার যে সকল অনুচরকে রোমে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার সহরস্থ বাসভবনের চারিদিকে সেনাদল পাহারা দিতে লাগিল। এই সকল সংবাদ জানিয়াও পেট্রোনিয়স্ বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। অন্যান্য অগষ্টানকে মৃদুহাস্য সহকারে তাঁহার কিউমিস্থিত সুদৃশ্য পল্লীভবনে তিনি আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আহেনোবারবস্ সোজা প্রশ্ন পছন্দ করেন না। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তিনিই কি আমার ভৃত্যদের কারারুদ্ধ করেছেন? তখন আপনারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বেন।"

তার পর তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, পুনরায় ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে এক ভোজ দিবেন। এই বিষয়ে যখন তিনি উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি ভিনিসিয়সের পত্র পান।

পত্র পাঠের পর কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি কি ভাবিলেন, কিন্তু তাহার পরই তাঁহার আনন হইতে চিন্তার রেখা অন্তর্হিত হইল। সেইদিন অপরাহ্ণেই তিনি উত্তর দিলেন।

"তোমার সুখের সংবাদে আমি আনন্দ পাইলাম। তোমার হৃদয়ের মহত্ত্বেও আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি পূর্ব্বে এমন কল্পনাও করিতে পারিতাম না যে, প্রণয়-মুগ্ধ কপোত-দম্পতি অন্যের কথা চিন্তা করিতে পারে— বিশেষতঃ দূরস্থিত বন্ধুর কথা! তুমি ত আমাকে ভুলিতেই পার নাই, বরং সিসিলিতে যাইবার জন্য লিখিয়াছ। তোমার আহার্য্যের অংশ এবং খৃষ্টবে যিনি তোমার সকল আনন্দের কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস কর, তাঁহার অংশ দিতে চাহিয়াছ!

"সত্যই যদি তিনি তোমার সকল আনন্দের আকর হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করাই উচিত। কিন্তু আমার মনের ধারণা যে, উরসস্ লিজিয়াকে রক্ষার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে রোমক জনসাধারণও ছিল। কিন্তু তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, সে কার্য্য খৃষ্টের, আমি তাহাতে আপত্তি জানাইব না। তোমার দেবতার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিও। আমি তোমার সহিত এ বিষয়ে একমত যে, খৃষ্ট খুব ভাল দেবতা। হ্যাঁ, পলের প্রশ্ন আমার বেশ মনে আছে। আহেনো-বারবস্ যদি খৃষ্টের মতবাদের ও উপদেশের দ্বারা চালিত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত আমি তোমার সহিত সিসিলিতে বসিয়া দেবতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু আজ আমি সংক্ষেপে তোমাকে এই পত্র লেখা শেষ করিব।

"দুইজন দার্শনিককে আমি মানি। একজন পিরো, অপরজন আনাক্রিয়ন। আর বাকি সকলকে আমি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া দেই। তোমার আদর্শ তাহাদিগের আদর্শের অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত হইতে পারে। তুমি হয় ত সেই উচ্চস্থান হইতে আমাকে আহ্বান করিয়া বলিবে, 'এখানে এস, আমি এমন কথা শুনাইব, যাহা কখনও কল্পনাতে আসে নাই।' আমি তাহার উত্তরে বলিব, 'বন্ধু, আমার যাইবার অবস্থা নাই, আমার পা ভাঙ্গা।' যে সময়ে তুমি আমার এই পত্রের শেষ পর্য্যন্ত পড়িবে, তখন তুমিই বলিবে, আমার কথাই ঠিক।

"না, হে ভাগ্যবান্ উষানাথ, তোমার নীতি আমার জন্য নহে। তোমার কথামত মিশরীয় পাচক, বাইথিনীয় ভৃত্য, আহেনোবারবস্, টিগেলিনস্ প্রভৃতিকে ভালবাসিতে হইবে ত? না, বন্ধু, আমার ইচ্ছা থাকিলেও আমার প্রবৃত্তি তাহা করিতে দিবে না। রোম সহরে অন্ততঃ

লক্ষাধিক লোক আছে। তাহাদিগের কাহারও ধনুকের মত বাঁকা চরণ, গোল গোল চোখ, মোটা মাথা। ইহাদিগকে কি ভালবাসিতে হইবে? ভালবাসিবার মন আমি কোথা হইতে পাইব? আমার অন্তরই যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে! তোমার দেবতা যদি চাহেন যে, এই সকল কদাকার লোককে ভালবাসিতে হইবে, তবে তাহাদিগের বাহিরটা অন্ততঃ প্রিয়দর্শন করেন নাই কেন? যে সৌন্দর্য্যের উপাসক, সে কি কখনও কুৎসিতের ভক্ত হইতে পারে?

"সংক্ষেপে বলিতে চাই, তুমি আমাকে যেখানে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে চাহ, সেখানে যাইবার শক্তিই আমার নাই। ইচ্ছারও অভাব। তোমার বিশ্বাস একদিন বৈতরিণী পারে তুমি খৃষ্টের দেখা পাইবে। বেশ কথা। আচ্ছা, তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমার হীরামাণিক্য, মিরহেনিয়ান্ আধার, আমার গ্রন্থরাজিসহ আমার চিত্তবিনোদনকারিণী সুন্দরীর সহিত তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কি না? তোমার পলের মুখেই শুনিয়াছি যে, খৃষ্টের কাছে যাইতে হইলে, গোলাপ ফুলের মালা, ভোজের উৎসব এবং মানবজীবনের সাধারণ আমোদ-প্রমোদ সবই পরিহার করিতে হইবে। অবশ্য পল আমাকে অন্যবিধ সুখের আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, সে প্রকার সুখলাভের মত বয়স আমার নাই। আমি গোলাপ ফুল দেখিতেই ভালবাসি, ভায়োলেট ফুলের গন্ধে মন মাতিয়া উঠে।

"আমার উত্তর শুনিলে ত? তোমার যাহাতে সুখ, আমি তাহাতে সুখী হইতে পারিব না। আসল কথাটা আমি এতক্ষণ লিখি নাই। থানাটোস্ (মৃত্যুদেবতা) আমাকে ডাকিতেছেন। তোমার জীবনের সবে উষাকাল, কিন্তু আমার জীবনের সূর্য্য অস্তাচল-চূড়াবলম্বী।

প্রদোষান্ধকার দ্রুত আসিতেছে। এক কথায়, বন্ধু, আমার মৃত্যু আসন্ন।

"এইরূপ ঘটিবে আমি জানিতাম। তুমি নীরোকে চেন। সুতরাং আমার কথা সহজেই বুঝিতে পারিবে। টিগেলিনস্ আমার উপর টেক্কা দিয়াছে। অর্থাৎ তাহার উপর আমার বিজয়লাভ এতদিনে সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। আমি নিজের ইচ্ছামত জীবনকে এতদিন উপভোগ করিয়াছি। আমার ইচ্ছামত ভাবেই আমি প্রাণত্যাগও করিব।

"এ কথা শুনিয়া বিচলিত হইও না। কোন দেবতাই আমাকে অমর বর প্রদান করেন নাই। যাহা আসিতেছে, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবেও আসিতেছে না। তোমার দেবতাই মানুষকে অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ করিতে শিখাইয়াছেন, এ কথা যদি বল, তবে তাহা ভুল। আমাদের জগৎও এ কথা জানে যে, পানপাত্র শেষ চুমুকে শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা যে জগতের নিকট শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে বহুদিন হইতেই মানুষ ইহা জানিয়া রাখিয়াছিল যে, কিরূপ অবিচলিতভাবে শেষ বিদায় লইতে হয়। প্লেটোর কথামত আমি বলিতে পারি, আমি ধর্ম্মপথেই জীবন কাটাইয়াছি এবং সেই মতই বিদায় লইব।

"তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিয়া বিদায় লইতে পারি, 'আমার জীবিতকালে আমি বহুলোক দেখিয়াছি। কিন্তু নারীজাতির মধ্যে তোমার মত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।'

"পত্র শেষে, আমার বন্ধুগণ, আমি বলিতে চাই, যদি মৃত্যুর পর আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে সমুদ্র পারে, তোমাদের বাস-ভবনের তটভূমির কাছে, আমার আত্মা প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়াইবে,

অথবা মিশরীয়দিগের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে হয় ত পক্ষি-বিশেষের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইব।

"এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তোমাদের কাছে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"প্রার্থনা করি, সিসিলি তোমাদের কাছে স্বর্গোদ্যানে পরিণত হউক। প্রান্তরলক্ষ্মী, বসন্তলক্ষ্মী, অরণ্যদেবতা তোমাদিগের গমন পথে ফুলের রাশি বিছাইয়া দিন!"

—ছাব্বিশ—

পেট্রোনিয়সের ভুল হয় নাই। দুইদিন পরে তাঁহার প্রীতিভাজন যুবক নার্ভা, একজন বিশ্বস্ত পরিচারক সাহায্যে সিজারের দরবারের শেষ ঘটনা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

পেট্রোনিয়সের পতনের শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। পর দিবস অপরাহ্নে একজন সামরিক কর্ম্মচারী পেট্রোনিয়সের কাছে আসিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কিউমি তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। অন্য আদেশের প্রতীক্ষায় তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইবে। উহার কয়েকদিন পরেই একজন দূত তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ বহন করিয়া আনিবে।

পেট্রোনিয়স্ অবিচলিত শান্ত ভাবে সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমার মনিবের কাছে আমার নিকট হইতে একটি মূল্যবান পত্র নিয়ে যাবে। তাঁকে বলো আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর জন্যই আমি দণ্ডাদেশটা আগে থাক্‌তেই জান্‌তে পার্‌লাম।"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—যেন একটা চমৎকার কল্পনার পূর্ব্বাভাস তিনি পাইয়াছেন। সে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার আনন্দ যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

সেইদিন অপরাহ্নে তাঁহার ক্রীতদাসগণ এখানে সেখানে ধাবিত হইল। চারিদিকে অগষ্টানগণকে নিমন্ত্রণের ধূম পড়িয়া গেল। কিউমিতে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই সাদরে আমন্ত্রিত হইলেন। তাঁহার পল্লীভবন উৎসব-মুখর হইয়া উঠিল। উহার পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নকালে তিনি পুস্তকাগারে বসিয়া কি লিখিতে লাগিলেন। তাহার পর স্নান শেষে তিনি উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।

তাহার পর তিনি উৎসবভোজের আয়োজন কি প্রকার হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। সে কার্য্য শেষ হইলে তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তথায় গ্রীক তরুণীরা গোলাপ ফুলের মাল্য রচনা করিতেছিল—উৎসবের সময় উহার প্রয়োজন আছে। তাঁহার আননে দুঃখ বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র ছিল না। এবারের উৎসব যে অত্যন্ত চমৎকার হইবে, তাহা তাঁহার ভৃত্যগণও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদিগের মনিব এবার প্রত্যেককে তাহাদিগের উপযুক্ত কার্য্যানুযায়ী অর্থাদি দানও করিবেন। যাহারা অসন্তোষ ভাজন হইয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদত্ত হইবে, কিন্তু অত্যন্ত লঘু। বীণাবাদকগণকে এবং গায়কদিগকে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবার জন্য তিনি পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ দান করিয়াছিলেন।

অবশেষে এক সুন্দর বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি ইউনিস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে শ্বেতবস্ত্রে দেহাবৃত্ত করিয়া তথায় আসিল। তাহার কেশপাশে ফুলের মালা। তাহাকে অতি রমণীয়, দেখাইতেছিল। পাশে

বসাইয়া তাহার ললাটে করস্পর্শ করিয়া তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "ইউনিস্, অনেকদিন থেকে তুমি ক্রীতদাসী নও। সে কথা তুমি জান্‌তে ?"

সে বলিল, "প্রভু, আমি চিরদিনই আপনার দাসী।"

"কিন্তু তুমি বোধহয় জান না, এই বাড়ী, এই বাগান, এই দাসদাসী—অর্থাৎ এখানে যা কিছু আছে সব তোমার ?"

সে যেন চমকিত হইয়া উৎকণ্ঠা-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি কেন এ কথা আমাকে বল্‌ছেন ? কেন ? বলুন, কেন ?"

সে নিবিড় ভাবে তাঁহার অঙ্গে দেহ মিশাইয়া শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি তথাপি হাসিতে লাগিলেন—মুহূর্তের জন্য তাঁহার হাস্যের বিরাম ছিল না।

তিনি শুধু উত্তরে সংক্ষেপে বলিলেন, "হ্যাঁ।"

তার পর গাঢ় নীরবতা। পেট্রোনিয়স্ দেখিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তররচিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় তরুণী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া !

তিনি বলিলেন, "আমি প্রশান্ত ভাবে মরতে ভালবাসি—তেমন ভাবে যে মরা যায় তা আমি বিশ্বাস করি।"

তাহার মুখে যে হাসি ফুটিল, তাহা করুণায় যেন স্নিগ্ধ। সে সংক্ষেপে বলিল, "প্রভু, সব বুঝ্‌লাম্।"

নিমন্ত্রিতগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন, নীরোর উৎসবভোজ ক্লান্তিজনক, কিন্তু পেট্রোনিয়সের উৎসবভোজ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পেট্রোনিয়সের ভাগ্যাকাশে কোন্ গ্রহের উদয় হইয়াছে, তাহা তাঁহারা নিশ্চিত ভাবে জানিতেন্ না। সিজার তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন

ইহাই তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু এমন অপ্রসন্নভাব বহুবার দেখা গিয়াছে। আবার পেট্রোনিয়স্ সম্রাটের সুনজরে পড়িয়াছেন। পেট্রোনিয়স্ বুদ্ধি-কৌশলে দুর্দ্দিনের মেঘমালাকে উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছেন। সে জন্য কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, এবার সাংঘাতিক অবস্থা সত্যই সমুপাগত। পেট্রোনিয়সের একমাত্র কামনা, তিনি প্রশান্ত ভাবে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইউনিস্‌ও সবই জানিয়া তাঁহারই মত প্রশান্ত ভাবে সমস্ত কার্য্য করিয়া চলিয়াছিল। তাহার নয়নের উজ্জ্বল দীপ্তিকে মানুষ মনে করিতেছিল, উহা আনন্দসঞ্জাত। দর্‌বারকক্ষের দ্বারদেশে তরুণী সুন্দরীরা মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমন্ত্রিতগণের গলদেশে মালা পরাইয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছিল, দক্ষিণপদ অগ্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইয়া আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। ভোজ্য-পানীয়ের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। পেট্রোনিয়স্ অবিশ্রান্ত ভাবে কথা বলিয়া চলিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ সংবাদ সম্বন্ধেই তাঁহার আলোচনা।

অবশেষে তিনি সঙ্কেত করিলে বীণাবাদকগণ বাজাইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীকণ্ঠের সুধাবর্ষী সঙ্গীত চলিতে লাগিল। নৃত্যও আরম্ভ হইল।

অতঃপর পেট্রোনিয়স্ সিরীয়-গদি-আঁটা সুখসেব্য আসনের উপর উঠিয়া বসিয়া উপেক্ষাভরে বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, উৎসবভোজ শেষ হবার আগেই যদি আমি আপনাদের কাছে একটা নিবেদন জানাই, আশাকরি, সে জন্য আমায় মার্জ্জনা কর্‌বেন। আপনারা যে পাত্র হতে প্রত্যেকে সুরা পান করেছেন, আমার অনুরোধ আপনারা তা গ্রহণ কর্‌বেন। দেবতাদের উদ্দেশেই আমার তরফে আপনারা সেই পাত্র পূর্ণ করে সুধাপান করেছেন।"

উক্তপ্রকার কথার পর তিনি রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণবহুল অমূল্য মিরহেনিয়ান্ পাত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া অতিথিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই পাত্রপূর্ণ সুরা আমি ভেনস্ দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে পান করেছি। অতঃপর এই পাত্র যেন আর কেউ স্পর্শ করতে না পারে, অন্য কোন লোক অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে এই পাত্রে সুরা যেন ঢাল্‌তে না পারে!"

কক্ষতলে সেই পানপাত্র সশব্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতধা বিচূর্ণিত হইল।

সকলের আননে নয়নে বিস্ময়রেখা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা পূর্ণমাত্রায় আনন্দ করুন। কারণ, আমাদের শেষ বয়সে বার্দ্ধক্য এবং দুর্ব্বলতা সহচর হয়ে পড়েছে। আমি আপনাদের কাছে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। সেই সঙ্গে কিছু সুপরামর্শও দেব। আপনারা এখনি দেখ্‌বেন স্বাধীন ইচ্ছার জোরে, মানুষ কি ক'রে বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা ও দুর্ব্বলতাকে সঙ্গী হবার অবকাশ না দিয়ে চলে যেতে পারে।"

"কি বল্‌ছেন আপনি?"

"আমার কথার অর্থ, সুরাপান, সঙ্গীত শ্রবণ, আমার পার্শ্বস্থ এই অনবদ্য সুন্দরীর সঙ্গ-উপভোগ এবং গোলাপ ফুলের স্তূপের মধ্যে নিদ্রা। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আমি ইতিমধ্যেই সিজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। বিদায় গ্রহণকালে আমি তাঁকে কি লিখেছি আপনারা শুনুন।"

তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি পাঠ করিলেন—

"দেবতাস্বরূপ সিজার, আমি জানি আপনি অধীর ভাবে আমার প্রতীক্ষা করছেন। দিনরাত ধরে আপনি আমার আশায় অধীর হয়ে পড়েছেন। আমি এও জানি যে, আপনি আমার ওপর নানাপ্রকার অনুগ্রহের স্তূপ

চাপাইয়া দিতে চান। আপনি আমাকে রক্ষিসেনাদলের কর্ত্তার পদেও প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেই সঙ্গে টিগেলিনস্‌কে আপনার সম্পত্তির—যে সম্পত্তি আপনি ডোমিটিয়াকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে পেয়েছেন, সেই সম্পত্তির যত অশ্বতর আছে, আপনি তাদের রক্ষক নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন। দেবতারা ঐ লোকটাকে ঐ কাজেরই উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন।

"কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, আমি আপনার কাছে যেতে পারলাম না। আপনার মাতার দোহাই, আপনার পত্নীর দোহাই, আপনার সহোদরের দোহাই, বিশেষতঃ সেনেকার দোহাই, আপনার কাছে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মানবজীবন অমূল্য সম্পদ। বন্ধু, আমি সেই সম্পদ থেকে কি করে মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করতে হয়, তা জানি। তবু সেই মানবজীবনে এমন বস্তু আছে যে, তা আর সহ্য করা চলে না।

"আমি আপনাকে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার মাকে হত্যা করেছেন, স্ত্রীকে কোতল করেছেন, ভ্রাতার জীবন গ্রহণ করেছেন বলে আমি আপনার ওপর বিরক্ত হয়েছি। রোমে আগুন দিয়ে ধ্বংস করেছেন, অথবা আপনার সাম্রাজ্যের যারা ভাল লোক, তাদের জাহান্নমে পাঠাবার জন্য আমি আপনার ওপর রাগ করেছি, এ কথা ভাববেন না। না, প্রিয় ক্রোনোস্ পৌত্র, এই সৌরগ্রহের অধীন যত জীব তারা সকলেই মৃত্যুর অধীন। তা ছাড়া আপনার কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য রকম কেহই আশা করতে পারে না।

"তবু বৎসরের পর বৎসর ধরে আমার কাণ আপনার গান শুনে ঝালাপালা হয়ে গেছে। আপনার ঐ অপূর্ব্ব চরণের নৃত্যভঙ্গি, আপনার মত স্থূল রসিক লেখকের অক্ষম রচনার পাঠ শুনে শুনে মন তিক্ততায় ভরে

উঠেছে। আপনার ঐ সব বিষয় আর সহ্য করা চলে না। সুতরাং মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, এবার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে চলে যাব। রোম যেন আপনার ঐ সব বিষয় আর না শোনে, সমগ্র বিশ্ব যেন আপনাকে বিদ্রূপ করতে থাকে। তবে আমি আর আপনার অপদার্থ গান ও রচনা শুনে লজ্জায় অধোবদন হব না। সে ইচ্ছাও আমার নেই, আর তা হবেও না।

"বিদায়, বন্ধু, বিদায়! কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি আর গান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন না। মানুষ হত্যা কর্‌তে চান, করুন; কিন্তু কবিতা রচনার ব্যর্থ চেষ্টা কর্‌বেন না। মানুষকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করুন, সহ্য হবে; কিন্তু নৃত্য কর্‌বেন না। ইচ্ছা হয়, নগরে আগুন দেবেন, কিন্তু দোহাই আপনার, আর বীণা বাজাবেন না। আপনার কাছে আমার এই শেষ নিবেদন, বন্ধুর এই চরম উপদেশ।"

অতিথিবর্গ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, সাম্রাজ্য হারাইলেও নীরো যতদূর আহত হইতেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী আঘাত এই পত্রে তিনি পাইবেন। এই পত্র লেখকের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই পত্র শুনিয়াছেন বলিয়া, ভীষণ আতঙ্কে তাঁহারা অভিভূত হইলেন।

কিন্তু পেট্রোনিয়স্‌ প্রফুল্ল ভাবে উচ্চহাস্য করিলেন। অতিথিবর্গের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, মন হতে আতঙ্ককে নির্ব্বাসিত করে দিন। আপনারা কেউ বল্‌বেন না যে, এ পত্র শুনেছেন। পারের কাণ্ডারী চেরণের সঙ্গে যখন আমার দেখা হবে, তখন এই চিঠির সুবিধা আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার চিকিৎসককে ইঙ্গিত করিলেন।

তাঁহার দিকে পেট্রোনিয়স্ বাহু বাড়াইয়া দিলেন। নিমেষমধ্যে কৌশলী গ্রীক এক স্বর্ণমণ্ডিত বলয়ের দ্বারা বাহুকে শৃঙ্খলিত করিল এবং মনিবন্ধের কাছে শিরা ছিন্ন করিয়া দিল। রক্ত ফিন্‌কি দিয়া উঠিয়া ইউনিসের বস্ত্র অনুরঞ্জিত করিল। সে তাঁহার উপর নত হইয়া বলিল, "প্রভু, আপনি কি ভেবে রেখেছেন, আমি আপনাকে ছেড়ে থাক্‌ব? যদি দেবতারা আমায় অমর বরও দেন, সিজার তাঁর সাম্রাজ্যও অর্পণ করেন, তবু আমি আপনার অনুসরণই কর্‌ব।"

পেট্রোনিয়স্ মৃদু হাসিয়া ঈষৎ উত্থিত হইয়া তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "তা হ'লে আমার সঙ্গে তুমিও এস। প্রিয়তমে, সত্যই তুমি আমাকে যথার্থ ভালবেসেছ!"

সে তাহার গোলাপের মত সুন্দর বর্ণরঞ্জিত বাহু চিকিৎসকের দিকে প্রসারিত করিল। মুহূর্ত্ত পরে, উভয়ের শোনিতধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইল।

অতঃপর পেট্রোনিয়স্ গায়ক ও বাদকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। অমনই বীণার মধুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ মৃতপ্রায় নরনারীযুগল সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগের বিবর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে মধুর হাস্যের দীপ্তি তখনও নিষ্প্রভ হয় নাই।

গান ও স্তোত্র হইলে, পেট্রোনিয়স্ আবার অতিথিগণকে পানীয় ও ফল মূল প্রভৃতি পরিবেষণের আদেশ দিলেন। পার্শ্বস্থ বন্ধুগণের সহিত তিনি নানা তুচ্ছ বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে চিকিৎসককে ডাকিয়া তিনি ছিন্নশিরা বন্ধ করিতে বলিলেন। কারণ, তখন তাঁহার নিদ্রাবোধ হইতেছিল। অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন, ইউনিসের মাথাটি একটি ফুলের মত তাঁহার বক্ষোদেশে লগ্ন। মুহূর্ত্তের জন্য আসনের উপর বসিয়া তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। তার পর আবার শিরার ছিন্নমুখ খুলিয়া দিতে বলিলেন।

বীণা বাজিতে লাগিল। নূতন সুরে নূতন গান চলিতে লাগিল। পেট্রোনিয়স্ ক্রমশই বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। বীণার তারে শেষ ঝঙ্কার থামিবামাত্র তিনি অতিথিদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে—"

আর কথা ফুটিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি ইউনিস্‌কে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। অমনই তাঁহার মাথা ঢলিয়া পড়িল।

অতিথিগণ এই দুই শ্বেতমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, দুইটিও যেন অতি অপূর্ব্ব মর্ম্মর-প্রস্তর-রচিত মূর্ত্তি। তাঁহারা অনুভব করিলেন, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে রোমক-জগতের সৌন্দর্য্য ও কাব্য চিরতরে সমাধিগ্রস্ত হইল।

সমাপ্তি

—সাতাশ—

প্রথমতঃ ভিনডেক্স ও গ্যালিক্ বাহিনীর বিদ্রোহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই। সিজারের তখন মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স। বিশ্ব তখনও এই অত্যাচারীর হাত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য সাহসী হইয়া উঠে নাই। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের রাজত্বকালে যে সকল বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহাতে সম্রাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই। সুতরাং ইতিহাসের সে শিক্ষা কেহ বিস্মৃত হয় নাই। প্যানোনীয় বাহিনীকে ড্রুসস্ শান্ত করিয়াছিলেন, রেনিস বাহিনীও জার্ম্মাণীকদের প্রচেষ্টায় শান্ত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় ব্যতীতও, নীরোর পর কে সম্রাট্ হইবে, তাহাও চিন্তার বিষয় দাঁড়াইয়াছিল। কারণ, তাঁহার রাজত্বকালে অগষ্টান্দিগের কোন বংশধরই আর জীবিত ছিল না—সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত-প্রস্তাবে জনসাধারণ তাঁহার বিরাট প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে হার্কুলিসের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে, নীরোর শক্তিকে খর্ব্ব করিবার কোন উপায়ই নাই। হিলিয়স্ ও পলিথেটিস্ নামক নীরোর দুইজন, ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত অনুচরের উপর নীরো রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে অনেকেই এমন অতিষ্ঠ হইয়াছিল যে, কেহ কেহ নীরোর প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিতেছিল। কাহারও জীবন ও ধনসম্পত্তি তাহাদিগের কাছে নিরাপদ্ ছিল না। আইন তখন মৃত, আইনের মর্য্যাদা এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরিবারিক বন্ধনেরও কোন মূল্য ছিল

না। জাতির জীবন এমন ভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছিল যে, আশা করিবার সাহস পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। অথচ গ্রীস হইতে নীরোর অশ্রুতপূর্ব্ব গৌরবের কথা রোমে পৌছিতেছিল। সহস্র সহস্র মাল্য তিনি লাভ করিতেছিলেন। প্রতিযোগিতায় তিনিই জয়লাভ করিতেছিলেন। সমগ্র জগতে তখন ভাঁড়ামো এবং ব্যভিচারের রাজত্ব। ধর্ম্ম এবং সম্ভ্রমবোধ চিরদিনের জন্য জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এই ধারণা ক্রমশঃ লোকের মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। এখন শুধু নৃত্যগীত এবং ব্যভিচারেরই রাজত্ব— নরমেধ যজ্ঞ যেন স্বাভাবিক অবস্থা! সিজার যখন ভিনডেক্স বিদ্রোহের কথা শুনিলেন, তখন তিনি নূতন করিয়া লুণ্ঠনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এই বিপ্লবের সংবাদে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বরং উল্লসিত হইয়াই উঠিলেন।

একিয়া ত্যাগ করিতে নীরো সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হিলিয়স্ তখন তাঁহাকে জানাইল যে, তিনি যদি আরও কিছুদিন গ্রীকদিগের সহিত যাপন করেন, তাহা হইলে সাম্রাজ্য তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিবার পর তিনি নিয়পলিস্ অভিমুখে অর্ণবপোত খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তথায় আসিয়াও তিনি অভিনয় ও গীত লইয়া মাতিয়া রহিলেন। বিপদ যে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সে বিষয়ে আদৌ মনঃসংযোগ করিলেন না। টিগেলিনস্ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহের নেতা, আকুই টালিয়া রাজবংশের এক ব্যক্তি। তিনি একজন বিখ্যাত রণনিপুণ যোদ্ধা। টিগেলিনসের চেষ্টা ব্যর্থই হইল। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, ভিনডেক্স ঘোষণা করিয়াছেন, নীরো কলাবিদ নহেন, তখনই তিনি রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পেট্রোনিয়সের অবজ্ঞা তাঁহার হৃদয়কে শতধাবিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভিনডেক্সএর অবজ্ঞায় আবার

সেই ক্ষত যেন নূতন আকার ধারণ করিল। অপমানকারীকে শাস্তি না দিতে পারিলে, তাঁহার মন শান্ত হবে না।

পথে অসিবার সময় তিনি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কতিপয় প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। একজন রোমক বীর একজন গ্যালিক যোদ্ধাকে ভূতলশায়ী করিয়াছে, প্রতিমূর্ত্তির উহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দৃশ্যে তাঁহার মনে হইল, তিনি শুভ-বিষয়েরই সঙ্কেত পাইতেছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে সেই দিবস হইতে তিনি ভিনডেক্সের কথা আর আলোচনা করেন নাই। এই বিদ্রোহকে তিনি উপহাসই করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ যখন রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, তখন এমন দৃশ্য দেখা গেল, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। অগষ্টস্ যে রথে চড়িয়া জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই রথই তিনি ব্যবহার করিলেন। নীরোর সহর প্রবেশের শোভাযাত্রা যখন নগরে প্রবেশ করে, তখন ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের একটা প্রকাণ্ড খিলানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। সেনেট, নাইটগণ এবং বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহার অভ্যর্থনায় সমবেত হইয়াছিল। সকলেরই মুখে, "বন্দে অগষ্টস্! বন্দে হার্কুলিস্! বন্দে স্বর্গদেবতা!" ইত্যাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। নীরোর পশ্চাতে তিনি যে সকল জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং যে যে দেশের কলাবিদ্গণকে হারাইয়াছিলেন, সেই সকল দেশের নামাঙ্কিত পতাকা সমূহ আসিতে লাগিল। এমন একজন অর্দ্ধদেবতার অঙ্গে কোন নশ্বর মানুষ হাত তুলিতে পারে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি দেবতাবিশেষ, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু নাই।

একদিকে এই প্রকার বিরাট শোভাযাত্রা সত্ত্বেও অপরদিকে অন্য দৃশ্য দেখা গেল। প্রত্যেক দেবমন্দিরের স্তম্ভ ও প্রাচীরগাত্রে, সিজারের পাপানুষ্ঠান-কাহিনী সমূহ ধারাবাহিকভাবে উৎকীর্ণ হইতে দেখা গেল।

প্রতিশোধ গ্রহণের কথা, কলাবিদ্ বলিয়া নীরোর যে কোন গুণই নাই, এই সকল কথা সঙ্গে সঙ্গে লিখিত দেখা গেল। লোকের মুখে মুখে নানা শঙ্কা-জনক কথা বাহির হইতে লাগিল। অগষ্টানগণ ইহাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জানিয়া তাঁহারা কোন প্রকার মন্তব্যই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না।

নীরো কিন্তু রঙ্গালয়, অভিনয়, সঙ্গীত লইয়াই রহিলেন। তিনি মনে করিলেন, অভ্যুত্থান যদি সত্যই ঘটে, তাহা হইলে জনসাধারণকে নূতন প্রণালীতে সার্কাস দেখাইয়া তুষ্ট করিবেন। সম্রাট্ আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে এমন উদাসীন দেখিয়া নীরোর অন্তরঙ্গগণ পর্য্যন্ত প্রমাদ গণিলেন। নীরো একবার স্থির করিলেন, তিনি বীণাগুলিকে বাক্সবন্দী করিয়া তরুণ ক্রীতদাস-দিগের এক বাহিনী গঠিত করিবেন এবং প্রাচ্যদেশে যে বাহিনী আছে তাহা রোমে লইয়া আসিবেন। আবার তাঁহার মনে হইল, গণ-বিদ্রোহকে তিনি সেনাবাহিনীর দ্বারা নহে, গানের দ্বারা দমন করিবেন। তাঁহার সেনাবাহিনী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, আর তিনি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গান করিতে থাকিবেন। সে সঙ্গীত জয়ের। উত্তরকালে সেই সঙ্গীত অমর হইয়া থাকিবে!

এইভাবে নীরো কখনও সঙ্গীত, কখনও অভিনয়, কখনও চীৎকার এবং কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি কোনও সুচিন্তিত পন্থার অনুসরণ করিলেন না। ওদিকে আ[illegible]প্রান্তে দিক্‌চক্রবালে মেঘ জমিতে লাগিল। ক্রমে মেঘজাল ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। পাপ ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছিল—প্রহসনের পরিসমাপ্তি—আসন্ন দেখা গেল।

সিজার যখন শুনিলেন, গালবা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং

হিস্‌পানিয়া সেইসঙ্গে যোগ দিয়াছে, তখন তিনি নিদারুণ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আহার্য্য পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া, ক্রোধের আতিশয্যে তিনি এমন আদেশ প্রদান করিলেন যে, হিলিয়স্ বা টিগেলিনস্ কেহই তাহা সম্পাদন করিতে সাহসী হইলেন না। সিজার মনে করিয়াছিলেন, রোমের যাবতীয় গলকে হত্যা করা সহজ, নগরে পুনরায় আগুন লাগাইয়া দেওয়া বিন্দুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে, হিংস্র পশু পালকে ছাড়িয়া দেওয়া অতি অনায়াসসাধ্য ব্যাপার, অথবা আলেকজান্দ্রিয়ায় রাজধানী স্থানান্তর করা অতি সহজ কার্য্য ; কিন্তু তাঁহার দুষ্কর্ম্মের সহচরগণ ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার পতনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

অকস্মাৎ ভিনডেক্সের মৃত্যু এবং বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃগণের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায় সিজারের অনুকূলে অবস্থাটা কতক ফিরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে উৎসবভোজ এবং বহু লোকের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ হইল। কিন্তু একদিন রাত্রিকালে প্রিটোরিয়ান বাহিনীর শিবির হইতে একজন অশ্বারোহী সৈনিক সংবাদ আনিল যে, রোম সহরেই সৈনিকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং গালবাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে !

সে সময় সিজার নিদ্রামগ্ন ছিলেন। সহসা জাগ্রত হইয়া তিনি অস্ত্রধারী প্রহরীকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কেহই সে ডাকে সাড়া দিল না। সমগ্র প্রাসাদ রক্ষিশূন্য ! শুধু কয়েকজন ক্রীতদাস এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া যাহা কিছু ধনসম্পদ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতেছিল। তার পর তাহারা তাঁহার সম্মুখেই পলায়ন করিল। নীরো তখন প্রকাণ্ড প্রাসাদ মধ্যে ভীতভাবে চীৎকার করিয়া রাত্রির অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অতঃপর ফায়ো, স্পাইরস্ এবং ইপাফ্রোডাইট্ নামক তিনজন ক্রীতদাসত্ব মুক্ত পরিচারক তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিল। তখন আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করিবার সময় ছিল না। কিন্তু নীরো তাহাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পলায়ন করিতে চাহিলেন না। তখনও বৃথা আশ্বাসে তিনি আপনাকে ভুলাইতে চাহিতেছিলেন। যদি শোকবসন পরিয়া তিনি সেনেটে গিয়া বক্তৃতা করেন, তাহা হইলে কেমন হয়? তাঁহার চোখের জল এবং বক্তৃতা শুনিয়া কি তাঁহারা বিচলিত হইবেন না? তিনি যদি তাঁহার অভিনয় করিবার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবেন না?

বন্ধনমুক্ত দাসগণ চিরদিন তাঁহার খোসামোদ করিয়াই আসিয়াছে। সুতরাং আজ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিয়াছিল যে, ফোরমে পৌছিবার পূর্ব্বেই জনতা তাঁহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। তাই তাহারা বলিল যে, তিনি যদি এখনই অশ্বে আরোহণ না করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। ফাও তাঁহাকে নিজের পল্লীভবনে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

অঙ্গাবরণে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া তাহারা অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে রোমের সীমান্তপ্রদেশ অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাজপথে তখন অস্বাভাবিক জনতা ছিল। সৈনিকগণ, কোথাও একক, কোথাও বা দলবদ্ধ ভাবে রাজপথের বিভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইতেছিল। সেনা-শিবিরের সন্নিকটে নীরোর অঙ্গাবরণ মাথা হইতে খসিয়া পড়িল। কারণ, একটি মৃতদেহ দেখিয়া নীরোর অশ্ব ভীষণ ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে আবরণ খসিয়া পড়িল। নিকট দিয়া একজন সৈনিক যাইতেছিল। সে তখনই ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌কে চিনিতে

পারিল। সৈনিক এমন চমকিত হইয়াছিল যে, সে নীরোকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন না করিয়া পারিল না। সেনা-শিবিরের পাশ দিয়া গমনকালে অসংখ্য মনুষ্যকণ্ঠে এমনভাবে গালবার জয়গান ঘোষিত হইতেছিল যে, নীরো বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিম-সময় সমাগত। অনুতাপ ও শঙ্কায় তাঁহার মনের অবস্থা এমন হইল যে, তিনি তাঁহার মাতা, পত্নী, ভ্রাতার মুখমণ্ডল অন্ধকারের মধ্য হইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন। ভয়ে তাঁহার দাঁতে দাঁত লাগিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেই সেই বিভীষিকার মধ্যেও তিনি যেন একটি আকর্ষণ অনুভব করিলেন। লোকটা এমনই অদ্ভুত যে, সেই অবস্থাতেও কবিতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার সঙ্গীরা তাহা শুনিয়া উত্তরকালের বংশধরদিগকেও সে কথা শুনাইয়া দিতে পারে। প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি উচ্চস্বরে স্পিকিউলসের নাম করিতে লাগিলেন। এই মল্লটি নরহত্যার বিচিত্র কৌশল জানিত। তিনি উহার পরেই বলিতে লাগিলেন, "আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার ভাই আমাকে ডাক্‌ছে!" সেই অবস্থাতেও তাঁহার মনে আশার ক্ষীণরশ্মিও উদিত হইতেছিল। তিনি জানিতেন তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু তথাপি তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না।

পোর্টা নমেনটানার তোরণ তখন উন্মুক্ত ছিল। অশ্বারোহী তিনজন অষ্ট্রিয়ানম্ পার হইল। এইখানে খৃষ্ট-শিষ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন, নরনারীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। উষাকালে ফাওর পল্লীভবনে সকলে উপনীত হইল।

সেখানে গমন করিবার পর ফাও তাঁহাকে জানাইল যে, এইবার তাঁহাকে মরিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই সে এখানে কবর খনন করিয়া রাখিয়াছিল। কবর দেখিয়া নীরো ভয়ে অভিভূত হইলেন, তাঁহার বানরের মত মুখমণ্ডল শঙ্কায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, ললাট স্বেদসিক্ত হইল। তিনি মরিতে ইতস্ততঃ

করিতে লাগিলেন। মুখে বলিলেন, এখনও তাঁহার মৃত্যুর সময় হয় নাই। আবার কতিপয় কবিতা আবৃত্তির পর তিনি বলিলেন, তাঁহার মৃতদেহকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে।

বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "কি রকম কলাবিদের মৃত্যু হচ্ছে দেখ!"

সহসা একজন অশ্বারোহী দূত আসিয়া সংবাদ দিল, সেনেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাতৃহন্তাকে প্রচলিত রীতি অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

পাংশুমুখে নীরো প্রশ্ন করিলেন, "সে রীতিটা কি?"

"একটা কাঁটার দ্বারা গলদেশ বিদ্ধ করার পর, কশাঘাত চলিবে—যতক্ষণ না মৃত্যু হয়। তার পর মৃতদেহ টাইবারের জলে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

এপাফ্রোডাইট এই উত্তরটি অতি রূঢ়কণ্ঠেই বলিল।

নীরো তাঁহার পরিচ্ছদ উন্মুক্ত করিলেন।

আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "সময় হয়েছে।"

তার পর আবার তিনি বলিলেন, "কি রকম কলাশিল্পীর জীবন যাচ্ছে!"

এই সময় আরও অশ্বপদ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। একজন সামরিক কর্ম্মচারী কয়েকজন সৈনিকসহ, আহেনোবারবসের মাথা লইবার জন্য আসিল।

ক্রীতদাসত্ব-মুক্ত পরিচারক বলিল, "এইবার!"

নীরো ছোরাখানা নিজের কণ্ঠে আরোপ করিলেন। কিন্তু আঘাত এত মৃদু যে, তিনি আন্তরিকতার সহিত কখনই উহা কণ্ঠদেশ ভিন্ন করিতে পারিবেন না। এপাফ্রোডাইট অকস্মাৎ নীরোর হাতের উপর জোরে চাপ দিল, অমনই ছোরা ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে নীরোর চক্ষুতারকা ভয়ে, বিভীষিকায় ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইল।

একজন সামরিক কর্ম্মচারী এই সময়ে আসিয়া পড়ি

"আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, আপনাকে ক্ষমা করা হয়ে

"অতি বিলম্বে—বহু বিলম্বে! আহা! কি বিশ্বস্ততা!"

নীরোর মুখমণ্ডলে মৃত্যুর অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল
মাটীতে পা আছড়াইয়া তাঁহার প্রাণ দেহ হইতে বিমুক্ত হইল।

পরদিবস প্রভাতে বিশ্বাসবতী অ্যাক্‌টী দেহাবশেষ লইয়া
অবস্থায় শেষকৃত্য সমাপন করিলেন।

এইরূপে নীরো চলিয়া গেলেন। ঝটিকার ভীম-আবর্ত্ত, অগ্নি,
মহামারীর ন্যায় নীরো রোম হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর
হইতে—সেণ্টপিটার মন্দির হইতে রোমের উপর শাসন-কর্ত্তৃত্ব
লাগিল।

প্রাচীন পোর্টা ক্যাপেনার অনতিদূরে, একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-মন্দির বিদ্য
উহাতে ক্ষোদিত আছে, **"কুয়ো ভেডিস্ ডোমিনি?"—প্রভু
কোথা যাও?**

সমাপ্ত সমাপ্ত